দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ-গদাধরাদি-সহ নীলাচল-যাত্রা, আঠিসারা ও ছত্রভোগ গ্রাম ধন্য করিয়া সুকৃতিমান রামচন্দ্র খাঁনের নিকট হইতে নৌযান-গ্রহণাদি সেবা-স্বীকারপূর্বক ওড্রদেশ, সুবর্ণরেখা, জলেশ্বর, রেমুণা, যাজপুর, বৈতরণী, কটক, সাক্ষীগোপাল, ভুবনেশ্বর, কমলপুর, আঠারনালা প্রভৃতি স্থান হইয়া পুরীতে প্রবেশ; সুবর্ণরেখার নিকট নিত্যানন্দ প্রভুর দণ্ডভঙ্গলীলা; শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে শ্রীজগন্নাথ দর্শন-কালে প্রভুর জগন্নাথকে আলিঙ্গনার্থ উদ্যত হইলে প্রভুর আনন্দমূর্চ্ছা ও সার্বভৌম ভট্টাচার্য-কর্তৃক প্রভুকে তৎগৃহে আনয়ন, প্রভুর বাহ্য প্রকাশের পরে সার্বভৌমগৃহে মহাপ্রসাদ-ভোজন-লীলাদি বর্ণিত হইয়াছে।

শান্তিপুরে অদ্বৈতগৃহে ভক্তগণ-সহ বিলাসান্তর শ্রীমহাপ্রভু একদিন প্রাতঃকালে ভক্তগণের নিকট নীলাচলে গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ভক্তগণ প্রভুকে পথে নানা প্রকার বিপদের আশঙ্কা জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু স্বতন্ত্র ভগবানের প্রবল ইচ্ছায় শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু প্রমুখ ভক্তবৃন্দ নিরস্ত হইলেন। নীলাচলাভিমুখে যাত্রাকালে শ্রীগৌরসুন্দর বিরহকাতর ভক্তগণকে কৃষ্ণভজনের উপদেশ প্রদানপূর্বক সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। কৃষ্ণ মথুরাভিমুখে গমনকালে ব্রজবাসিগণের যেরূপ বিরহ-দুঃখ উপস্থিত হইয়াছিল, অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন গৌর-সুন্দরের ভক্তবৃন্দেরও (অভিন্ন ব্রজবাসী) তদ্রূপ দুঃখ উপস্থিত হইল। মহাপ্রভুর সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, গদাধর, মুকুন্দ, গোবিন্দ, জগদানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ চলিলেন। পথে প্রভু ভক্তগণের নিকট সঞ্চিত কোন বস্তু আছে কিনা অনুসন্ধান করিয়া ভক্তগণের নিষ্কিঞ্চনতা ও নিরপেক্ষতা পরীক্ষা করিলেন। কাহারও সঙ্গে কোন সঞ্চিত দ্রব্য নাই দেখিয়া মহাপ্রভুর অত্যন্ত আনন্দ হইল। প্রভু সকলকে ভগবদ্-নির্ভরতা-বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতে করিতে আঠিসারা গ্রামে অনন্ত পণ্ডিতের গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় আতিথ্য-লীলা স্বীকার করিলেন। ক্রমে মহাপ্রভু ছত্রভোগ-তীর্থে আসিয়া 'অম্বুলিঙ্গ-ঘাট' দর্শন করিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে গ্রন্থকার অম্বুলিঙ্গ-শিবের উপাখ্যান বর্ণন করিয়াছেন। মহাপ্রভু 'শতমুখী গঙ্গা'র দর্শন ও স্নান করিয়া অন্তর্দশায় মগ্ন হইলেন। ছত্রভোগ গ্রামের অধিকারী রামচন্দ্র খান দৈবাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া প্রভুর চরণে প্রণতঃ হইলেন এবং প্রভুর জগন্নাথ-দর্শন-লাভের জন্য অদ্ভুত আর্তি দেখিয়া মহা বিস্মিত হইলেন। প্রভু রামচন্দ্র খাঁনের পরিচয় পাইয়া তাহাকে প্রভুর নীলাচলে যাইবার পথের বন্দোবস্ত করিয়া দিবার জন্য কৃপাদেশ প্রদান করিলেন। রামচন্দ্র খাঁন স্বীয় গৃহে সপার্ষদ মহাপ্রভুকে ভিক্ষা করিবার অনুরোধ করিলে মহাপ্রভু রামচন্দ্র খাঁর প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিলেন। ছত্র-ভোগবাসী লোকসকল প্রভুর অদ্ভুত দিব্যোন্মাদ-দর্শনের সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন। রাত্রি তৃতীয় প্রহরের পরে মহাপ্রভু বাহ্য-দশা পাইলে রামচন্দ্র খাঁন মহাপ্রভুর জন্য নৌকা আনয়ন করিলেন। গৌরসুন্দর নৌকাপরি অদ্ভুত প্রেম প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রভুর আজ্ঞায় মুকুন্দ নৌকাপরি কীর্তন আরম্ভ করিলেন। প্রভুর নৃত্যে নৌকা টলমল করিতে লাগিল। জলদস্যু ও কুম্ভীরাদি হিংস্রজন্তুর আশঙ্কা জ্ঞাপনপূর্বক ভীত নাবিক কীর্তন করিতে নিষেধ করিলে মহাপ্রভু ভক্তগণকে ভক্তরক্ষাকারী অব্যর্থ সুদর্শন-চক্রের কথা বলিয়া অভয় প্রদান করিলেন।

উৎকল দেশে প্রবিষ্ট হইয়া 'গঙ্গা-ঘাট' নামক স্থানে মহাপ্রভু স্নান করিলেন এবং তথায় যুধিষ্ঠিরের স্থাপিত

বৈষ্ণবরাজ মহেশের প্রতি নমস্কারাদি-লীলা প্রদর্শন করিলেন। ভক্তগণকে কোনও দেবস্থানে রাখিয়া প্রভু একাকী গৃহস্থের দ্বারে গমনপূর্বক অঞ্চল পাতিয়া ভিক্ষা-লীলা প্রকাশ করিলেন। প্রভুর ভিক্ষা-লব্ধ দ্রব্য পণ্ডিত জগদানন্দ পাক করিলেন। মহাপ্রভু ভক্তগণকে লইয়া ভোজন করিলেন এবং সেই গ্রামে সারারাত্র সংকীর্তনে যাপনপূর্বক পরদিবস ঊষঃকালে পুনরায় পুরী-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে এক দানী (পথকর-আদায়কারী) প্রভুর নিকট হইতে মাশুল চাহিয়া প্রভুর পথ রোধ করিল, পরে প্রভুর অলৌকিক তেজ দেখিয়া দানী প্রভুকে ছাড়িয়া দিল, কিন্তু ভক্তগণের মাশুল চাহিল। পরে ভক্তগণের জন্য মহাপ্রভুর যুগপৎ নিরপেক্ষ-লীলা ও স্নেহপূর্ণ ক্রন্দন দেখিয়া দানীর চিত্ত মুগ্ধ হইল; দানী প্রভুর চরণে নিজ দোষের ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিল। প্রভু দানীকে কৃপা করিয়া ক্রমে সুবর্ণরেখায় আগমন পূর্বক ভক্তগণসহ তথায় স্নান করিলেন। মহাপ্রভু ক্রমে অগ্রসর হইতে থাকিলে অবধূত নিত্যানন্দ ও জগদানন্দাদি ভক্তগণ পর্যটন-কালে মহাপ্রভুর বহু পশ্চাতে পড়িলেন। জগদানন্দ মহাপ্রভুর দণ্ডবহন করিয়া চলিয়াছিলেন। জগদানন্দ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নিকট উক্ত দণ্ড রাখিয়া ভিক্ষা-অন্বেষণে গমন করিলে নিত্যানন্দ প্রভু হস্তে দণ্ড লইয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, যে প্রভুকে তিনি হৃদয়ে নিত্য বহন করেন, সেই প্রভু দণ্ড বহন করিবেন, ইহা কখনও সমীচীন হইতে পারে না। ইহা ভাবিয়া শ্রীনিত্যানন্দ, মহাপ্রভুর দণ্ডটিকে তিন খণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। শ্রীনিত্যানন্দের এই দণ্ডভঙ্গ-লীলা সামান্য জীব-বুদ্ধির অগম্য; একমাত্র শ্রীনিত্যানন্দই ইহার মর্ম জানেন। পরে যখন মহাপ্রভুর নিকট পণ্ডিত জগদানন্দ ভগ্নদণ্ডগুলি লইয়া গেলেন, তখন তাহা দেখিয়া গৌরসুন্দর নিত্যানন্দের প্রতি বাহ্যতঃ ক্রোধ-লীলা প্রকাশ করিলেন এবং সকলের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া একাকী গমনপূর্বক 'জলেশ্বর' শিব-স্থানে আসিয়া পৌঁছিলেন। লোক-শিক্ষক শ্রীগৌরসুন্দর বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শিবস্থানে আনন্দ-নৃত্য-লীলা প্রকাশ করিলেন। পশ্চাদ্‌বর্তী ভক্তগণও ইত্যবসরে মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া পৌঁছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রমুখ ভক্তগণকে মহাপ্রভু প্রেমালিঙ্গনপূর্বক অনেক মর্ম কথা ও নিত্যানন্দ-মহিমা কীর্তন করিলেন।

রাত্রিতে জলেশ্বরে থাকিয়া পরদিন ভোরে মহাপ্রভু বাঁশদহ-পথে এক তান্ত্রিক শাক্ত সন্ন্যাসীর সহিত সম্ভাষণ লীলা করিলেন। 'রেমুণা' গ্রামে গোপীনাথের নিকট আগমন করিয়া নৃত্যকীর্তনাদি করিলেন, তৎপরে যাজপুরে আসিয়া বৈতরণীতে ভক্তগণসহ স্নান-লীলা প্রকাশপূর্বক হঠাৎ সকলকে ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গেলেন এবং পুনরায় দর্শন দান করিলেন। এইরূপে ক্রমে প্রভু কটক নগরে সাক্ষীগোপাল দর্শন করিয়া শ্রীভুবনেশ্বরে আগমন করিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে গ্রন্থকার বিস্তৃতভাবে স্কন্দপুরাণোক্ত ভুবনেশ্বর শিবের উপাখ্যান বর্ণনপূর্বক 'একাম্রক'-নামক স্থানের মাহাত্ম্য ও 'ভুবনেশ্বর' নাম হইবার কারণ, পুরীর মাহাত্ম্য, শিবের ক্ষেত্রপালকত্ব প্রভৃতি বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। গোপালিনীশক্তি ভুবনেশ্বর শিবের নিকট আগমনপূর্বক মহাপ্রভু মহানৃত্য করিতে লাগিলেন। তথা হইতে ক্রমে কমলপুরে আসিয়া মন্দিরের ধ্বজ-দর্শনে মহাপ্রভুর ভাবাবেশ হইল। ''আঠারনালায়'' উপস্থিত হইলে মহাপ্রভু একাকী শ্রীজগন্নাথ-দর্শনে গমনার্থ ইচ্ছা করিলেন এবং একাকী পরম আবেগভরে জগন্নাথ-মন্দিরে প্রবেশপূর্বক জগন্নাথ দর্শন করিয়া দীর্ঘ বিরহের পর মহামিলন-জন্য ভাবাবেশে জগন্নাথকে আলিঙ্গন-প্রদানে উদ্যত হইলে মহাপ্রভু মূর্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তৎকালে শ্রীমন্দির-মধ্যে সার্বভৌম ভট্টাচার্য জগন্নাথ দর্শন করিতেছিলেন। তিনি একজন নবীন সন্ন্যাসীর ঐরূপ অবস্থা দর্শন করিয়া তাঁহাকে শাস্ত্রীয় লক্ষণানুসারে 'মহাপুরুষ' বলিয়া ধারণা করিলেন। পড়িহারিগণ মহাপ্রভুকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলে সার্বভৌম উহাদিগকে বারণ করিয়া প্রভুকে নিজ-গৃহে লইয়া আসিলেন। ক্রমে ক্রমে নিত্যানন্দাদি ভক্তগণ আসিয়া পড়িলেন। বাহ্যাবস্থা লাভের পর, মহাপ্রভু এখন হইতে গরুড়-স্তম্ভের পশ্চাৎ হইতে জগন্নাথ দর্শন করিবেন---প্রতিজ্ঞা করিলেন এবং স্নানাদির পর সার্বভৌম-গৃহে ভক্তগণসহ মহাপ্রসাদ সম্মান-লীলা প্রকট করিলেন। (গৌঃ ভাঃ)

জয়-কীর্তনমুখে মঙ্গলাচরণ ও প্রার্থনা—

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় সর্ব-প্রাণ।
জয় দুষ্ট-ভয়ঙ্কর জয় শিষ্ট-ত্রাণ।।১।।
জয় শেষ রমা অজ ভবের ঈশ্বর।
জয় কৃপাসিন্ধু দীনবন্ধু ন্যাসিবর।।২।।
ভক্ত-গোষ্ঠি-সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
কৃপা কর' প্রভু, যেন তোঁহে মন রয়।।৩।।

শান্তিপুরে ভক্তগণসহ কৃষ্ণকথা-রঙ্গে নিশি-যাপন—

হেন মতে শ্রীগৌরসুন্দর শান্তিপুরে।
করিলা অশেষ রঙ্গ অদ্বৈতের ঘরে।।৪।।
বহুবিধ আপন রহস্য কথা রঙ্গে।
সুখে রাত্রি গোঙাইলা ভক্তগণ সঙ্গে।।৫।।
পোহাইল নিশা প্রভু করি' নিজ-কৃত্য।
বসিলেন চতুর্দিগে বেড়ি' সব ভৃত্য।।৬।।

নীলাচল-যাত্রার প্রস্তাব—

প্রভু বলে,—''আমি চললিাঙ নীলাচলে।
কিছু দুঃখ না ভাবিহ তোমরা-সকলে।।৭।।
নীলাচল-চন্দ্র দেখি আমি পুনর্বার।
আসিয়া হইব সঙ্গী তোমা'-সবাকার।।৮।।

সকলকে হরিভজনময় গৃহে প্রত্যাবর্তনপূর্বক কীর্তনাখ্য-ভক্তিযাজনার্থ আদেশ—

সবে গিয়া সুখে গৃহে করহ কীর্তন।
জন্ম জন্ম তুমি সব আমার জীবন।।''৯।।

ভক্তগণের প্রভুকে পথের বিপদসঙ্কুলতা-জ্ঞাপন—

ভক্তগণে বলে,—''প্রভু, যে তোমার ইচ্ছা।
কা'র শক্তি তাহা করিবারে পারে মিছা।।১০।।
তথাপিহ হইয়াছে দুর্ঘট সময়।
সে রাজ্যে এখন কেহ পথ নাহি বয়।।১১।।

গৌড়ীয়-ভাষ্য

শ্রীচৈতন্য স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া সকল প্রাণীর একমাত্র প্রাণ। তিনি হরিগুরু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষী দুষ্টজনের যমসদৃশ ভয়ঙ্করমূর্তি; আর প্রহ্লাদাদি শিষ্ট-ভক্তগণের সেবা-বিমুখতা হইতে উদ্ধারকারী। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব চতুর্থাশ্রম গ্রহণ করিয়া জীব-ব্রহ্মৈক্যবাদ বা জগন্মিথ্যাত্ববাদ গ্রহণ করেন নাই। গুণজাত জগতের উৎসাহদাতৃসূত্রে মায়াবাদিসম্প্রদায় অথবা ভেদবাদী কর্মিসম্প্রদায় যেরূপ দুষ্ট-শিষ্টের বিচার যথাক্রমে করেন না বা করেন, শ্রীগৌরসুন্দর অন্যাভিলাষী, কর্মী, জ্ঞানী ও যোগীদিগের তদ্রূপ বিচার অনুমোদন না করায় শুদ্ধভক্তিরই প্রচারকের ও কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতার লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।।১।।

বহ্বীশ্বরবাদী বা পঞ্চোপাসক সম্প্রদায় যেরূপ ভববিরিঞ্চ্যাদি গুণাবতারের সহিত অথবা ভগবচ্ছক্তি রমা বা ভগবদ্‌ভৃত্য 'শেষ' অনন্তদেবের সহিত স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের সর্বতোভাবে অভেদ কামনা করেন, তাহা দুষ্ট সিদ্ধান্ত হওয়ায় শিষ্ট সিদ্ধান্তের বিচারানুসারে কৃষ্ণেতর কৃষ্ণদাসগণের বা আধিকারিক দেবগণের তিনিই ঈশ্বর। তাঁহাকে কর্মফলবাধ্য কর্মি-ন্যাসী বা জ্ঞানি-ন্যাসী বিচার করিয়া মহাভাগবতের লীলা-প্রচারক হইতে যাহাতে পৃথগ্ বুদ্ধি না ঘটে, তজ্জন্য মহাপ্রভু কর্মী, জ্ঞানী ও অন্যাভিলাষী দীনজনের একমাত্র বন্ধু এবং ভক্তবান্ধব পরমদয়াময় ভগবান্ স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ সর্বেশ্বর বস্তু। তিনি অন্যাভিলাষী; কর্মী, জ্ঞানী ও মিছাভক্ত প্রভৃতির বিচার হইতে পৃথক্ থাকিয়া ঐ সকল পরিত্যাগ করিবার লীলা অভিনয় করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ। সকল প্রাকট্যই অচিন্ত্যভেদাভেদের প্রকাশ-ভেদ---ইহা জানাইবার জন্য পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ মহাভাগবতমূর্তি যতিরাজের বেষ গ্রহণ করিয়াছিলেন। মানবে দেবারোপবাদ অথবা মানবীয় ভোগপর বিলাসবৈচিত্র্য ভগবানে আরোপ করিবার পরিবর্তে স্বয়ং ভগবান্ অচিন্ত্য-ভেদা-ভেদ-সিদ্ধান্ত শিক্ষা দিবার জন্য জগতে, ভারতে, বঙ্গে, নদীয়ায় স্বীয় প্রাকট্য বিধান করিয়া ঐ সকল জড়দেশকালপাত্রের বিচার হইতে পৃথক্ হইবার উপদেশকসূত্রে জৈবজ্ঞানের চরম প্রয়োজন-প্রদানলীলাময়ের অভিনয় করিয়াছিলেন।।২।।

অখিলরসামৃতমূর্তি শ্রীকৃষ্ণের সকল রহস্য-কথা ভক্তগণের সঙ্গে আস্বাদন করিতে করিতে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ বিধান করিয়া রজনী যাপন করিয়াছিলেন।।৫।।

দুই রাজ্যে হইয়াছে অত্যন্ত বিবাদ।
মহা-দস্যু স্থানে স্থানে পরম প্রমাদ।।১২।।
যাবৎ উৎপাত নাহি উপশম হয়।
তাবৎ বিশ্রাম কর' যদি চিত্তে লয়।।'১৩।।

প্রভুর নীলাচল গমনে দৃঢ় সঙ্কল্প—

প্রভু বলে,—"যে সে কেনে উৎপাত না হয়।
অবশ্য চলিব মুঞি কহিনু নিশ্চয়।।"১৪।।

অদ্বৈতের উক্তি—

বুঝিলেন অদ্বৈত প্রভুর চিত্তবৃত্ত।
চলিলেন নীলাচলে, না হৈলা নিবৃত্ত।।১৫।।
যোড়হস্তে সত্য কথা লাগিলা কহিতে।
"কে পারে তোমার পথ-বিরোধ করিতে?১৬।।
যত বিঘ্ন আছে সর্ব কিঙ্কর তোমার।
তোমারে করিতে বিঘ্ন শক্তি আছে কার্?১৭।।
যখনে করিয়া আছ চিত্ত নীলাচলে।
তখনে চলিবা প্রভু মহা কুতূহলে।।"১৮।।

শুনিয়া অদ্বৈত-বাক্য প্রভু, সুখী হৈলা?
পরম সন্তোষে 'হরি' বলিতে লাগিলা।।১৯।।

প্রভুর নীলাচল-যাত্রা—

সেই ক্ষণে মহাপ্রভু মত্ত-সিংহ-গতি।
চলিলেন শুভ করি' নীলাচল-প্রতি।।২০।।

অনুগামী ভক্তগণকে প্রভুর হরিভজনানুকূল-গৃহে প্রত্যাগমনপূর্বক কৃষ্ণ-ভজনে উপদেশ—

ধাইয়া চলিলা পাছে সব ভক্তগণ।
কেহ নাহি পারে সম্বরিবারে ক্রন্দন।।২১।।
কতদূর গিয়া প্রভু শ্রীগৌর-সুন্দর।
সবা' প্রবোধেন বলি' মধুর উত্তর।।২২।।
"চিত্তে কেহ-কোন কিছু না ভাবিহ ব্যথা।
তোমা'-সবা' আমি নাহি ছাড়িব সর্বথা।।২৩।।
কৃষ্ণ নাম লহ সবে বসি' গিয়া ঘরে।
আমিহ আসিব দিন-কতক-ভিতরে।।"২৪।।

তথ্য। "সত্যসঙ্কল্পঃ" (ছান্দোগ্য ৩।১৪।২) বেদানির্বচনীয়ং চ স্বেচ্ছাময়মধীশ্বরম্। নিত্যং সত্যং নির্গুণঞ্চ জ্যোতিরূপং সনাতনম্ ।। (নাঃ পঞ্চরাত্র ১।১২।২৬)।।১০।।

বঙ্গের যবন-নৃপতি উৎকলরাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য বহু আয়োজন করায় বঙ্গদেশ হইতে নীলাচলের যাত্রিগণ অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়াছিলেন। বিধর্মী গৌড়নৃপতি বহুদিন হইতে নিজ অনুচরবর্গকে উৎকলদেশ আক্রমণ করিবার জন্য প্ররোচনা করিতেছিলেন; এমন কি, ইহার কয়েক বৎসর পরেই সনাতন গোস্বামীর সহিত স্বয়ং যাত্রা করিয়া উৎকল ধ্বংস করিবার জন্য গমন করিবার প্রস্তাবও দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ যে বৎসর শ্রীগৌরসুন্দর বৃন্দাবন যাইবার জন্য কানাইনাটশালা হইতে প্রত্যাবর্তন করেন, সেই বৎসরও ভক্তগণ গৌরসুন্দরের বৃন্দাবন-বিজয়ের পথের বিশেষ শঙ্কার কথা বলিয়াছিলেন।।১১।।

তথ্য। যৎপাদপল্লবযুগং বিনিধায় কুম্ভ-দ্বন্দ্বে প্রণামসময়ে স গণাধিরাজঃ। বিঘ্নান্ বিহন্তুমলমস্য জগত্রয়স্য গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।। (ব্রঃ সং ৫০ সংখ্যা) ত্বাং সেবতাং সুরকৃতা বহবোঽন্তরায়াঃ স্বৌকো বিলঙ্ঘ্য পরমং ব্রজতাং পদং তে। নান্যস্য বর্হির্ষি বলীন্ দদতঃ স্বভাগান্ ধত্তে পদং ত্বমবিতা যদি বিঘ্নমূর্দ্ধ্নি।। (ভাঃ ১১।৪।১০)।।১৭।।

তথ্য। ভাঃ ১।১।১০; ভাঃ ১০।২।৩৩ দ্রষ্টব্য।।১৭।।

শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তগণকে বিদায় দিবার কালে এইরূপ সান্ত্বনাপূর্বক বলিতে লাগিলেন----"তোমরা গৃহে গিয়া কৃষ্ণনাম কর, আমি গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া স্থানে স্থানে কীর্তন করিবার মানসে নীলাচলে যাইতেছি এবং ভ্রমণের ছলে পুনরায় তোমাদের সহিত মিলিত হইব। শুদ্ধকৃষ্ণনাম-বলে তোমাদের গৃহে থাকিয়াও গৃহের কোন অসুবিধা ঘটিবে না। তোমরা সকলেই মুক্ত পুরুষ----সুতরাং 'কৃষ্ণ'নাম-গ্রহণে তোমাদের একমাত্র যোগ্যতা আছে। কৃষ্ণনাম-ভজনের সিদ্ধি-ফলে তোমরাও কৃষ্ণের রূপ, গুণ পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলায় আকৃষ্ট হইবে; তখন আমি তোমাদের সহিত সর্বতোভাবে মিলিত হইয়া অশোক, অভয় ও অমৃত কিরূপ ব্যাপার, তাহা তোমাদিগকে জানাইব।।"২৪।।

প্রভুর স্নেহালিঙ্গন ও ভক্তগণের বিরহ-ক্রন্দন—

এত বলি' মহাপ্রভু সর্ব বৈষ্ণবেরে।
প্রত্যেকে প্রত্যেকে ধরি' আলিঙ্গন করে।।২৫।।
প্রভুর নয়ন-জলে সর্বভক্তগণ।
সিঞ্চিত হইয়া অঙ্গ করেন ক্রন্দন।।২৬।।
এই মত নানারূপে সবা' প্রবোধিয়া।
চলিলেন প্রভু দক্ষিণাভিমুখ হঞা।।২৭।।
কান্দিয়া কান্দিয়া প্রেমে সব ভক্তগণ।
উঠেন পড়েন পৃথিবীতে অনুক্ষণ।।২৮।।

কৃষ্ণের মথুরা-গমন-কালীন গোপীবিরহের ন্যায় ভক্তগণের বিরহ দুঃখ—

যেন গোপীগণ কৃষ্ণ মথুরা চলিলে।
ডুবিলেন মহা-শোক-সমুদ্রের জলে।।২৯।।
যেরূপে রহিল তাঁহা সবার জীবন।
সেই মত বিরহে রহিলা ভক্তগণ।।৩০।।

দৈবে গৌরগণ ও কৃষ্ণগণের অভিন্নতা—

দৈবে সে-ই প্রভু, ভক্তগণো সে-ই সব।
উপমাও সে-ই সে, সে-ই সে অনুভব।।৩১।।
জীবন-মরণ কৃষ্ণ-ইচ্ছায় সে হয়।
বিষ বা অমৃত ভক্ষিলেও কিছু নয়।।৩২।।
যেমতে যাহারে কৃষ্ণচন্দ্র রাখে মারে।
তাহা বই আর কেহ করিতে না পারে।।৩৩।।

নিত্যানন্দ-গদাধরাদি-সহ নীলাচলাভিমুখে যাত্রা—

হেনমতে শ্রীগৌরসুন্দর নীলাচলে।
আইসেন চলিয়া আপন-কুতূহলে।।৩৪।।
নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, গোবিন্দ।
সংহতি জগদানন্দ আর ব্রহ্মানন্দ।।৩৫।।

পথে ভক্তগণের নিষ্কিঞ্চনতা-পরীক্ষা—

পথে প্রভু পরীক্ষা করেন সবা' প্রতি।
"কি সম্বল অছে বল কাহার সংহতি।।৩৬।।
কে বা কি দিয়াছে কারে পথের সম্বল।
নিষ্কপটে মোর স্থানে কহত সকল।।"৩৭।।
সবে বলে,—"প্রভু, বিনা আজ্ঞায় তোমার।
কা'র দ্রব্য লইতে বা শক্তি আছে কা'র।।"৩৮।।
শুনিয়া ঠাকুর বড় সন্তোষ হইলা।
শেষে সেই লক্ষ্যে তত্ত্ব কহিতে লাগিলা।।৩৯।।

ভক্তগণের নিরপেক্ষতায় প্রভুর সন্তোষ—

প্রভু বলে,—"কাহারো যে কিছু না লইলা।
ইহাতে আমার বড় সন্তোষ করিলা।।৪০।।

তথ্য। ভাঃ ১০।৩৯।১৩-৩৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য।।২৯।।

জড়জগতে বিষের ক্রিয়ায় জীবের মৃত্যু ঘটে; আর অমৃত-সেবনে জীবের নিত্যজীবনপ্রাপ্তি ঘটে। কৃষ্ণেচ্ছাক্রমে জড়বস্তু ও চিদ্‌বস্তুসমূহ স্ব-স্ব ফল প্রদান করিতে সমর্থ হয়। কৃষ্ণেচ্ছা সেই সকল বস্তুতে তত্তদ্ধর্ম ও বৃত্তি তুলিয়া লইলে তাহারা আর উহা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হয় না। উমা-মহেশ্বর-সংবাদই ইহার সাক্ষ্য ও প্রমাণ।।৩২।।

সেবোন্মুখ হইয়াও অনেকে বৈষ্ণবাপরাধক্রমে ভগবজ্জনগণকে ভগবদ্বস্তু হইতে পৃথক্ দর্শনে দেখিতে গিয়া মর্ত্যবুদ্ধি করে। হরিগুরুবৈষ্ণবে মর্ত্যবুদ্ধি হইলে তাহাদিগের সচ্চিদানন্দ-প্রতীতি জড়ভোগোন্মত্ত জীবের দর্শনে লক্ষিত হয় না। তৎফলে তাহারা হরিগুরু বিদ্বেষ জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে, উভয়প্রকারে করিয়া ফেলে। কেহ বা ভেদবুদ্ধি করিয়া কর্মকাণ্ডে আত্মনিয়োগ করে, কেহ অন্যাভিলাষী হইয়া বুভুক্ষা ও মুমুক্ষাকেই নিজপ্রয়োজন মনে করে। কিন্তু তাহারা বুঝিতে পারে না যে, কৃষ্ণচন্দ্রের ইচ্ছার অনুকূলে গুরুবৈষ্ণবগণ তাহাদের ক্ষীণবুদ্ধি ধ্বংস করিতে সমর্থ। গুরুবৈষ্ণব—কৃষ্ণশক্তি-সম্পন্ন। শক্তি হইতে শক্তিমান্ অভেদ; আবার শক্তি কখনও কেবল শক্তিমান্ বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন না—ইহাই কেবলাদ্বৈতীর সহিত ভগবদ্ভক্তের পার্থক্য। অচিন্ত্য-ভেদাভেদ বিচারের কিয়দংশ গ্রহণ করিয়াই বিশিষ্টাদ্বৈত-বিচার, শুদ্ধদ্বৈতবিচার ও শুদ্ধাদ্বৈতবিচার প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ণতাবিচারে পরম পূজ্য শ্রীরূপানুগবর্য শ্রীশ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যলীলা বর্ণন করিতে গিয়া "বন্দে গুরূনীশ" শ্লোকের বিচারে ও পঞ্চতত্ত্বের বর্ণনে সকল কথা সুষ্ঠুভাবে সেবোন্মুখ জনগণকে জানাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণদাসের

শরণাগতি-শিক্ষা-দান—'রাখে কৃষ্ণ মারে কে?
মারে কৃষ্ণ রাখে কে?'—

ভোক্তব্য অদৃষ্টে থাকে যে-দিনে লিখন।
অরণ্যেও আসি মিলে অবশ্য তখন।।৪১।।
প্রভু যা'রে যে-দিবস না লিখে আহার।
রাজ-পুত্র হউ তবু উপবাস তা'র।।৪২।।
থাকিলেও খাইতে না পারে আজ্ঞা-বিনে।
অকস্মাৎ কলহ করয়ে কারো সনে।৪৩।।
ক্রোধ করি' বলে,—'মুঞি না খাইমু ভাত।'
দিব্য করি' রহে নিজ শিরে দিয়ে হাত।।৪৪।।
অথবা সকল দ্রব্য হৈলে বিদ্যমান।
আচম্বিতে দেহে জ্বর হৈল অধিষ্ঠান।।৪৫।।
জ্বর-বেদনায় কোথা থাকিল ভক্ষণ।
অতএব ঈশ্বরের ইচ্ছা সে কারণ।।৪৬।।
ত্রিভুবনে কৃষ্ণ দিয়াছেন অন্ন-ছত্র।
ঈশ্বরের ইচ্ছা থাকে মিলিবে সর্বত্র।।"৪৭।।
আপনে ঈশ্বর সর্বজনেরে শিখায়।
ইহাতে বিশ্বাস যা'র সে-ই সুখ পায়।।৪৮।।
যে-তে-মতে কেনে কোটি প্রযত্ন না করে।
ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে সে ফল ধরে।।৪৯।।
হেন-মতে প্রভু-তত্ত্ব কহিতে কহিতে।
উত্তরিলা আসি' আটিসারা-নগরেতে।।৫০।।

আটিসারা-গ্রামে অনন্তপণ্ডিত-গৃহে—

সেই আটিসারা-গ্রামে মহা ভাগ্যবান্।
আছেন পরম সাধু—শ্রীঅনন্ত নাম।।৫১।।
রহিলেন আসি' প্রভু তাঁহার আলয়ে।
কি কহিব আর তাঁ'র ভাগ্য-সমুচ্চয়ে।।৫২।।

নিকট অপরাধিগণ ভাগবত-তাৎপর্য বুঝিতে না পারিয়া কেহ বা জড়ভেদবাদী, কেহ বা মায়াবাদী। মায়াবাদিগণ অভেদবিচারে শক্তি-বৈচিত্র্যের নিত্যত্ব বুঝিতে পারেন না; আবার ভেদবাদী কর্মী বহুদেবের উপাসনা করিতে গিয়া নরকযন্ত্রনায় পতিত হইয়া গুরুবৈষ্ণবকে কৃষ্ণ হইতে ভেদজ্ঞানে বিরোধ স্থাপন করেন।।৩৩।।

তথ্য। রক্ষিতা যস্য ভগবান্ কল্যাণং তস্য সন্ততম্। স যস্য বিঘ্নকর্তা চ রক্ষিতুং তং চ কঃ ক্ষমঃ।। (নারদ পঞ্চরাত্র ১।১৪।৪)।।৩২-৩৩।।

নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, গোবিন্দ ও ব্রহ্মানন্দ, ইঁহাদিগকে গৌরসুন্দর জিজ্ঞাসা করিলেন---"তোমাদের কাহার সহিত কি কি পাথেয় আছে?" তাঁহারা তদুত্তরে বলিলেন---"আমাদের কাহারও আপনি ব্যতীত কোন সম্বল নাই।" ইহা শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের ঐকান্তিকতা জানিয়া গৌরসুন্দর পরম সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। ব্যভিচারী মিছাভক্তগণ ঐ সকল কথা বুঝিতে না পারিয়া গুরুবৈষ্ণব ও ভগবানের মধ্যে বিরোধ-ভাবের কল্পনা করিয়া অভেদ বিচার বুঝিতে পারে না। অচিন্ত্যভেদাভেদ রসপুষ্টির একমাত্র কারণ, চিদ্রসে যে ভেদ বা বৈচিত্র্য উপলব্ধি হয়, তাহা নিত্য হইলেও সমগ্রলীলার সহিত অভিন্ন "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বাক্যের বিরোধী নহে। "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বিচারে বিচিত্রতা ও বৈশিষ্ট্য-জনিত ভেদ নাই---একথা যাঁহারা বলিয়া থাকেন, তাঁহারাই 'মায়াবাদী'। বিষয়াশ্রয়ের বৈশিষ্ট্য লোপ করিতে গেলে 'মায়াবাদ' আসিয়া পড়ে এবং বিষয়াশ্রয়ের পার্থক্য-বিচারে তত্ত্বজ্ঞানাভাবে অতাত্ত্বিক ও জড়রসে পতিত হইয়া বৌদ্ধসাহজিক বিচারই অবলম্বনের বিষয় হয়।।৪০।।

তথ্য। অপ্রার্থিতানি দুঃখানি যথৈবায়ান্তি দেহিনাম্। সুখান্যপি তথা মন্যে দৈবমত্রাতিরিচ্যতে।। (বৃহন্নারদীয়ে ৭।৭৪)।।৪১।।

তথ্য। ভোজনাচ্ছাদনে চিন্তাং বৃথা কুর্বন্তি বৈষ্ণবাঃ। যৌঽসৌ বিশ্বম্ভরো দেবঃ স কিং ভক্তানুপেক্ষতে।।৪৭।।

শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তগণের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া ভগবানে আত্মনিবেদন করিবার নিমিত্ত শিক্ষা দিলেন। তিনি বলিলেন---প্রচুর পরিমাণ খাদ্য অনায়াসলভ্য হইলেও কৃষ্ণেচ্ছা না থাকিলে রাজপুত্রের ভাগ্যেও উপবাস-দুঃখ ঘটে। যাহা ভগবান্ বিধান করেন, সেই বিধান-ক্রমে দুষ্প্রাপ্য বস্তুও অরণ্যে অবশ্য আসিয়া জুটে। প্রচুর খাদ্য-দ্রব্য সম্মুখে থাকিলেও কৃষ্ণেচ্ছায় গ্রাহকের জ্বররোগ উপস্থিত হইলে তাহার আর উহার গ্রহণ করিবার যোগ্যতা থাকে না। আবার, আত্ম-লভ্য ব্যাপারসমূহ ভগবদিচ্ছায় আপনা হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়। অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা এ সকল কথা বুঝিতে পারে না।।৪৯।।

তথ্য। আটিসারা নগর,---বারুইপুরের নিকটবর্তী বর্তমানকালের "আট্ঘরা গ্রাম" অথবা মতান্তরে "কট্কী ঘাট"।।৫০।।

অনন্ত পণ্ডিত অতি পরম উদার।
পাইয়া পরমানন্দ বাহ্য নাহি আর।।৫৩।।
বৈকুণ্ঠের পতি আসি' অতিথি হইলা।
সন্তোষে ভিক্ষার সজ্জ করিতে লাগিলা।।৫৪।।
সর্ব-গণ-সহ প্রভু করিলেন ভিক্ষা।
সন্ন্যাসীরে ভিক্ষা-ধর্ম করায়েন শিক্ষা।।৫৫।।
সর্বরাত্রি কৃষ্ণ কথা-কীর্তন-প্রসঙ্গে।
আছিলেন অনন্তপণ্ডিত গৃহে রঙ্গে।।৫৬।।

পরদিবস প্রাতে আটিসারা-ত্যাগ—

শুভ-দৃষ্টি অনন্তপণ্ডিত প্রতি করি।
প্রভাতে চলিলা প্রভু বলি 'হরি হরি'।।৫৭।।
দেখি' সর্ব-তাপহর শ্রীচন্দ্র-বদন।
'হরি' বলি' সর্ব-লোকে ডাকে অনুক্ষণ।।৫৮।।
যোগীন্দ্র-হৃদয়ে অতি দুর্লভ চরণ।
হেন প্রভু চলি' যায় দেখে সর্বজন।।৫৯।।

'ছত্রভোগ'-তীর্থে—

এইমত প্রভু জাহ্নবীর কূলে কূলে।
আইলেন ছত্রভোগ মহা-কুতূহলে।।৬০।।
সেই ছত্র-ভোগে গঙ্গা হই' শতমুখী।
বহিতে আছেন সর্বজনে করি সুখী।।৬১।।
জলময় শিবলিঙ্গ আছে সেই স্থানে।
'অম্বুলিঙ্গ-ঘাট' করি' বলে সর্বজনে।।৬২।।

তথ্য। আটিসারা, ২৪-পরগণার বারুইপুর স্থানের নিকট ''আটঘরা'' বা ''আটগরা'' নামক স্থানই 'আটীসারা' বলিয়া মনে হয়। পূর্বে এই স্থানে গঙ্গা প্রবাহিতা ছিলেন। এই স্থান হইতেই মহাপ্রভু ছত্রভোগ গমন করেন। ছত্রভোগ আটঘরা গ্রামের নিকট।।

তথ্য। অতিথিদেবো ভব। (তৈঃ ১১।২); গোদোহমাত্রকাল বৈ প্রতীক্ষেদতিথিঃ স্বয়ম্। অভ্যাগতান্ যথাশক্তি পূজয়েদতিথিং তথা।। (গারুড়ে)।।৫৪।।

তথ্য। অথ পরিব্রাড় বিবর্ণবাসা মুণ্ডোঽপরিগ্রহঃ শুচিরদ্রোহী ''ভৈক্ষাণো'' ব্রহ্মভূয়ায় ভরতীতি। (জাবালশ্রুতি ৫) ভিক্ষাং চতুর্ষু বর্ণেষু বিগর্হ্যান্ বর্জয় শ্চরেৎ। সপ্তাগারানসংক৯প্তাংস্তুষ্যেল্লব্ধেন তাবতা।। (ভা ১১।১৮।১৮) সর্বভূত হিতশান্তস্ত্রিদণ্ডী-সকমণ্ডলুঃ। সর্বারামং পরিব্রজা ভিক্ষার্থী গ্রামমাশ্রয়েৎ।। (গারুড়ে) ভৈক্ষং শ্রুতঞ্চ মৌনিত্বং তপোধ্যানবিশেষতঃ। সম্যক্ চ জ্ঞানবৈরাগ্যং ধর্মোঽয়ং ভিক্ষুকো মতঃ।। (গারুড়ে)।।৫৫।।

তথ্য। ছত্রভোগ----২৪ পরগণার ৪১ নং মৌজা ছত্রভোগ মথুরাপুর থানার অন্তর্গত----ই, বি, রেলওয়ের মথুরাপুর রোড্ ষ্টেশন হইতে প্রায় ৪।।০ মাইল। এখানে ত্রিপুরাসুন্দরী মহামায়ার মন্দির আছে। ত্রিপুরাসুন্দরীর স্থান হইতে অম্বুলিঙ্গের স্থান প্রায় ১।০ মাইল। অম্বুলিঙ্গস্থানের বর্তমান নাম 'বড়াসী' গ্রাম। ইহা ৪৩ নং বাদে বড়াসী মৌজা, মথুরাপুর থানার অন্তর্গত। বড়াসী গ্রামের পূর্বদিকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমন-কালে গঙ্গা শতমুখী হইয়া প্রবাহিতা ছিলেন। এখন শতমুখী গঙ্গা প্রকটিত না থাকিলেও তাঁহার অবশেষ-চিহ্ন খাতাদি দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই স্থানে অম্বুলিঙ্গের মন্দির বর্তমান রহিয়াছে। স্থানীয় ব্যক্তিগণের নিকট অনুসন্ধানে জানা গেল, পূর্বে তারকেশ্বরের মহান্ত শ্রীযুক্ত সতীশ গিরির অধীনে এই মন্দির ও দেবোত্তর জমিদারী ছিল, বর্তমানে নানা মামলা-মোকদ্দমার পর তাহা কাশীনগরের জমিদার শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ রায় চৌধুরীর জমিদারীতে পরিণত হইয়াছে।

মন্দিরের মধ্যে অম্বুলিঙ্গ-শিব বিরাজিত রহিয়াছেন। গৌরীপট্টকার একটী পাষণময় খাতের মধ্যে জল রহিয়াছে; তন্মধ্যেই অম্বুলিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন। লিঙ্গ-ললাটমধ্যে রৌপ্যময় অর্ধচন্দ্র শোভা পাইতেছে। উপরিভাগে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ও শ্রীগোপাল-বিগ্রহ আছেন। এই অম্বুলিঙ্গ স্থান হইতে প্রায় দশ রশি পূর্বদক্ষিণ-দিকে 'চক্রতীর্থা'-নামক স্থান। এই স্থানেই প্রাচীন গঙ্গা প্রবাহিতছিল বলিয়া স্থানীয় জনশ্রুতি। এখন গঙ্গার অবশেষরূপে একটী পুষ্করিণী দৃষ্ট হয়। এখানে মাধব বিষ্ণু-মূর্তি আছেন। মেলার সময় লোকে ঐ পুকুরে গঙ্গাস্নান করিয়া থাকে এবং চক্রতীর্থে পূজাদি দেয়। গত ১১ই জ্যৈষ্ঠ (১৩৩৭), ২৫শে মে (১৯৩০) বহু বৈষ্ণব-সমভিব্যাহারে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরণচিহ্নস্থাপনের স্থান নির্দেশের উদ্দেশ্যে আমরা ছত্রভোগ দর্শন করি। বিস্তৃতবিবরণ 'গৌড়ীয়' ৮ম বর্ষ, ৪২ সংখ্যায় দ্রষ্টব্য।।৬১-৬২।।

'অম্বুলিঙ্গ'-শিবের উপাখ্যান—

অম্বুলিঙ্গ-শঙ্কর হইলা যে নিমিত্ত।
সেই কথা কহি শুন হঞা একচিত্ত।।৬৩।।
পূর্বে ভগীরথ করি' গঙ্গা-আরাধন।
গঙ্গা আনিলেন বংশ-উদ্ধার-কারণ।।৬৪।।
গঙ্গার বিরহে শিব বিহ্বল হইয়া।
শিব আইলেন শেষে গঙ্গা স্মঙরিয়া।।৬৫।।
গঙ্গারে দেখিয়া শিব সেই ছত্রভোগে।
বিহ্বল হইলা অতি গঙ্গা-অনুরাগে।।৬৬।।
গঙ্গা দেখি' মাত্র শিব গঙ্গায় পড়িলা।
জল-রূপে শিব জাহ্নবীতে মিশাইলা।।৬৭।।
জগন্মাতা জাহ্নবীও দেখিয়া শঙ্কর।
পূজা করিলেন ভক্তি করিয়া বিস্তর।।৬৮।।
শিব সে জানেন গঙ্গা-ভক্তির মহিমা।
গঙ্গাও জানেন শিব-ভক্তির যে সীমা।।৬৯।।
গঙ্গাজল-স্পর্শে শিব হৈলা জলময়।
গঙ্গাও পূজিলা অতি করিয়া বিনয়।।৭০।।

অম্বুলিঙ্গ-ঘাট—

জলরূপে শিব রহিলেন সেই স্থানে।
'অম্বুলিঙ্গ-ঘাট' করি ঘোষে' সর্বজনে।।৭১।।

শ্রীচৈতন্য-চরণাঙ্কিত হওয়ায় ছত্রভোগের বিশেষ মহিমা—

গঙ্গা-শিব-প্রভাবে সে ছত্রভোগ-গ্রাম।
হইল পরম ধন্য মহা-তীর্থ নাম।।৭২।।
তথি-মধ্যে বিশেষ মহিমা হৈল আর।
পাইয়ে চৈতন্যচন্দ্র-চরণ-বিহার।।৭৩।।

প্রভুর শতমুখী-গঙ্গাদর্শন ও স্নান—

ছত্রভোগ গেলা প্রভু অম্বুলিঙ্গ-ঘাটে।
শতমুখী গঙ্গা প্রভু দেখিলা নিকটে।।৭৪।।
দেখিয়া হইলা প্রভু আনন্দে বিহ্বল।
'হরি' বলি' হুঙ্কার করেন কোলাহল।।৭৫।।
আছাড় খায়েন নিত্যানন্দ কোলে করি'।
সর্ব-গণে 'জয়' দিয়া বলে 'হরি হরি'।।৭৬।।
আনন্দ-আবেশে প্রভু সর্ব-গণে লৈয়া।
সেই ঘাটে স্নান করিলেন সুখী হঞা।।৭৭।।
অনেক কৌতুকে প্রভু করিলেন স্নানে।
বেদব্যাস তাহা সব লিখিবে পুরাণে।।৭৮।।

প্রভুর প্রেমাশ্রু-প্রস্রবণ—

স্নান করি মহাপ্রভু উঠিলেন কূলে।
যেই বস্ত্র পরে সেই তিতে প্রেমজলে।।৭৯।।
পৃথিবীতে বহে এক শতমুখী ধার।
প্রভুর নয়নে বহে শতমুখী আর।।৮০।।
অপূর্ব দেখিয়া সবে হাসে ভক্তগণ।
হেন মহাপ্রভু গৌরচন্দ্রের ক্রন্দন।।৮১।।

গ্রামাধিকারী ভাগ্যবান্ রামচন্দ্র খাঁন—

সেই গ্রামে অধিকারী রামচন্দ্র খাঁন।
যদ্যপি বিষয়ী তবু মহা ভাগ্যবান্।।৮২।।
অন্যথা প্রভুর সঙ্গে তান দেখা কেনে।
দৈবগতি আসিয়া মিলিলা সেই স্থানে।।৮৩।।
দেখিলা প্রভুর তেজ ভয় হৈল মনে।
দোলা হৈতে সত্বরে নামিল সেই ক্ষণে।।৮৪।।
দণ্ডবত হইয়া পড়িয়া পদতলে।
প্রভুর নাহিক বাহ্য প্রেমানন্দ-জলে।।৮৫।।

জগন্নাথ-দর্শনার্থ প্রভুর অদ্ভুত আর্তি বা
বিপ্রলম্ভ-প্রেমোন্মাদ—

"হা হা জগন্নাথ", প্রভু বলে ঘনে ঘন।
পৃথিবীতে পড়ি' ঘন করয়ে ক্রন্দন।।৮৬।।

অধুনা তথায় শ্রীগৌরজন্মস্থান শ্রীধাম মায়াপুরের শ্রীচৈতন্যমঠের অধ্যক্ষের ও সেবকগণের প্রচেষ্টায় শ্রীগৌরপাদপীঠের মন্দির নির্মিত হইয়াছে।

অম্বুলিঙ্গ—অধুনা এই স্থানটি ভূম্যধিকারী শ্রীযুত বরদাকান্ত রায়চৌধুরী মহাশয়ের অধিকারে বর্তমান। এই স্থানে অদ্যাপি শৈবালাবৃত গঙ্গাজল অন্তর্নিহিত আছে।।৬২।।

দেখিয়া প্রভুর আর্তি রামচন্দ্র খাঁন।
অন্তরে বিদীর্ণ হৈল সজ্জনের প্রাণ।।৮৭।।
"কোন মতে এ আর্তির নহে সম্বরণ।"
কান্দে, আর এই মত চিন্তে' মনে মন।।৮৮।।
ত্রিভুবনে হেন আছে দেখি' সে ক্রন্দন।
বিদীর্ণ না হয় কাষ্ঠ-পাষাণের মন।।৮৯।।

রামচন্দ্র খাঁনের পরিচয়-জিজ্ঞাসা—

কিছু স্থির হই' বৈকুণ্ঠের চূড়ামণি।
জিজ্ঞাসিল রামচন্দ্র খাঁনেরে "কে তুমি?"৯০।।
সম্ভ্রমে করিয়া দণ্ডবত করজোড়।
বলে,—"প্রভু, দাস-অনুদাস মুঞি তোর।।"৯১।।
তবে শেষে সর্ব লোক লাগিলা কহিতে।
"এই অধিকারী প্রভু দক্ষিণ-রাজ্যেতে।।"৯২।।

গ্রামাধিকারী রামচন্দ্র খাঁনকে শীঘ্র প্রভুর জন্য নীলাচল-গমনের পথের বন্দোবস্ত করিবার আদেশ-প্রদান-ছলে প্রভুর অধিকারীকে কৃপা—

প্রভু বলে,—"তুমি অধিকারী বড় ভাল।
নীলাচলে আমি যাই কেমতে সকাল।।"৯৩।।
বহয়ে আনন্দধারা কহিতে কহিতে।
'নীলাচল-চন্দ্র', বলি' পড়িলা ভূমিতে।।৯৪।।
রামচন্দ্র খাঁন বলে,—"শুন মহাশয়।
যে আজ্ঞা তোমার সে-ই কর্তব্য নিশ্চয়।।৯৫।।

রামচন্দ্র খাঁনের তাৎকালিক রাজনৈতিক অবস্থার বর্ণনামুখে নীলাচল-পথের অবস্থা-জ্ঞাপন—

সবে প্রভু, হইয়াছে বিষম সময়।
সে দেশে এ দেশে কেহ পথে নাহি বয়।।৯৬।।
রাজারা ত্রিশূল পুঁতিয়াছে স্থানে স্থানে।
পথিক পাইলে 'জাশু' বলি' লয় প্রাণে।।৯৭।।
কোন্ দিগ্ দিয়া বা পাঠাঙ লুকাইয়া।
তাহাতে ডরাও প্রভু, শুন মন দিয়া।।৯৮।।
মুঞি সে নস্কর, এথাকার মোর ভার।
নাগালি পাইলে, আগে সংশয় আমার।।৯৯।।
তথাপিও যে-তে কেনে প্রভু মোর নয়।
যে তোমার আজ্ঞা তাহা করিমু নিশ্চয়।।১০০।।

স্বগৃহে প্রভুকে ভিক্ষা করাইবার জন্য রামচন্দ্র খাঁর অনুরোধ—

যদি মোরে 'ভৃত্য' হেন জ্ঞান থাকে মনে।
তবে এথা ভিক্ষা আজি কর সর্বগণে।।১০১।।
জাতি-প্রাণ-ধন কেনে মোহার না যায়।
আজি রাত্রে তোমা' পাঠাইমু সর্বথায়।।"১০২।।
শুনিয়া হইলা সুখী বৈকুণ্ঠের নাথ।
হাসি' তানে করিলেন শুভ দৃষ্টিপাত।।১০৩।।

সেবাবরণকারী রামচন্দ্র খাঁনের গৃহে ভক্তগণ-সহ প্রভুর ভিক্ষা-স্বীকার—

দৃষ্টি-মাত্র তাঁ'র সর্ব-বন্ধ-ক্ষয় করি'।
ব্রাহ্মণ-আশ্রমে রহিলেন গৌরহরি।।১০৪।।
ব্রাহ্মণ-মন্দিরে হৈল পরম মঙ্গল।
প্রত্যক্ষ পাইল সর্ব সুকৃতির ফল।।১০৫।।
নানা যত্নে দৃঢ়-ভক্তিযোগ-চিত্ত হঞা।
প্রভুর রন্ধন বিপ্র করিলেন গিয়া।।১০৬।।
নামে সে ঠাকুর মাত্র করেন ভোজন।
নিজাবেশে অবকাশ নাহি এক ক্ষণ।।১০৭।।

যেরূপ জলপথে "টর্পেডো-বোট্" দ্বারা বিরোধি-পক্ষের সংহার হয়, তদ্রূপ পথের ভূমির নিম্নে লোকদৃষ্টির অগোচরে ত্রিশূলসমূহ প্রোথিত করিবার প্রথা ছিল। বিরোধিগণ পরস্পরের দেশে যাহাতে আসিতে না পারে, তজ্জন্য সূচ্যগ্রশাণিত ত্রিশূলসমূহ পথের মধ্যে স্থানে স্থানে প্রোথিত করা হইত। অজ্ঞাত স্থান দিয়া যে-কালে বলপূর্বক বিপক্ষপক্ষের পদাতিকসমূহ গমন করিবে, তৎকালে ঐ ত্রিশূলপদবিদ্ধ হইয়া যাইবে,—আশা করিত।।৯৭।।

জাশু—(আ—জাসূস্ সং—জাসুদঃ - গোয়েন্দা) গোয়েন্দা, চর।।৯৭।।

রামচন্দ্র খাঁনের বাড়ীতে বহু উপায়ন-সহ গৌরসুন্দরের ভোজ্য আনীত হইলে শ্রীমহাপ্রভু তাহা নাম-মাত্র স্বীকার করিলেন। কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল গৌরসুন্দর রামচন্দ্র খাঁনের প্রদত্ত ভোজ্যদ্রব্যসমূহ লৌকিকভাবে গ্রহণ করিলেন।।১০৭।।

পরমার্থই প্রভুর একমাত্র অনুক্ষণ ভোজ্য—

ভিক্ষা করে প্রভু প্রিয়-বর্গ-সন্তোষার্থ।
নিরবধি প্রভুরে ভোজন—পরমার্থ।।১০৮।।
বিশেষে চলিল যে অবধি জগন্নাথে।
নামে সে ভোজন প্রভু করে সেই হৈতে।।১০৯।।

নীলাচল-পথে প্রভুর বিপ্রলম্ভোন্মাদ—

নিরবধি জগন্নাথ-প্রতি আর্তি করি।
আইসেন সব পথ আপনা' পাসরি'।।১১০।।
কা'রে বলি রাত্রি দিন পথের সঞ্চার।
কিবা জল, কিবা স্থল, কিবা পারাপার।।১১১।।
কিছু নাহি জানে প্রভু ডুবি' প্রেম-রসে।
প্রিয়-বর্গ রাখে নিরবধি রহি' পাশে।।১১২।।
যে আবেশ মহাপ্রভু করেন প্রকাশ।
তাহা কে কহিতে পারে বিনে বেদব্যাস।।১১৩।।
ঈশ্বরের চরিত্র বুঝিতে শক্তি কা'র।
কখন কিরূপে কৃষ্ণ করেন বিহার।।১১৪।।

একমাত্র নিত্যানন্দই ইহার মর্ম্মজ্ঞ—

কা'রে বা করেন আর্তি, কান্দেন বা কা'রে।
এ মর্ম জানিতে নিত্যানন্দ শক্তি ধরে।।১১৫।।
নিজ-ভক্তি-রসে ডুবি' বৈকুণ্ঠের রায়।
আপনা' না জানে প্রভু আপন-লীলায়।।১১৬।।

বিবৃতি। বাহিরের দিকে ভিক্ষা-গ্রহণ-ছলনায় ভোজ্যগ্রহণ বহির্জগতে লোকবঞ্চনার্থ স্বীকার মাত্র, কিন্তু সর্বক্ষণ পরমার্থ-বিচারে ভগবৎপ্রসাদ-গ্রহণই তাঁহার একমাত্র ভোজ্যস্বীকার বলিয়া লীলা-প্রদর্শন। ভক্তিবিরোধী কর্মিগণ মনে করেন যে, শৌক্রব্রাহ্মণ-পরিচয়ে স্ফীত ব্রাহ্মণব্রুবের গৃহে শ্রীগৌরসুন্দর ভোজ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে উহা লৌকিক জড়বুদ্ধিনিরাস মাত্র। যে সকল লোক প্রতারিত হইবার যোগ্য ও পরমার্থে নিত্য বঞ্চিত, সেই সকল কর্মকাণ্ডনিরত বিপ্রব্রুবগণকে বঞ্চনা করিবার জন্য প্রকাশ্যভাবে ঐ প্রকার মূঢ়াচারের গৌণ অনুমোদন মাত্র। এই প্রকার গৌণ অনুমোদনে কর্মকাণ্ডীয়-জনগণের ভাবিমঙ্গল-লাভ ঘটিবে বলিয়া প্রভুর সেই প্রকার পরমার্থ-বিরোধী কর্মিগণের সন্তোষ-বিধানার্থ চেষ্টা-মাত্র। ভাবি-কালে তাঁহারা বৈষ্ণব হইলে নিজ মঙ্গল লাভ করিয়া প্রভুপ্রিয় হইতে পারিবেন। কিন্তু কৃষ্ণপ্রসাদ ব্যতীত মহাপ্রভু কখনই অন্য কোন বস্তু গ্রহণের লীলা প্রদর্শন করেন নাই। তিনি স্বয়ং সর্বক্ষণ লক্ষাধিক-কৃষ্ণনাম-গ্রহণের আদর্শ প্রদর্শন করিয়া কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে বিপ্রব্রুব-পাচিত অন্ন-সমূহ সমর্পণ করিয়া গ্রহণ করিতেন, পাছে বিপ্রব্রুবসম্প্রদায় তাঁহাকে বিপ্রব্রুবের অনাদরকারী বলিয়া চিরনরকে পতিত হয়। এই অপরাধ হইতে রক্ষা করিবার জন্যই তিনি তাৎকালিক অবৈষ্ণবোচিত স্মার্তাচার-স্বীকার-লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ লক্ষেশ্বরের নৈবেদ্য ব্যতীত কৃষ্ণ কখনও অন্য কিছু গ্রহণ করেন না—এই পারমার্থিক বিচারই মহাপ্রভু প্রদর্শন করিয়াছেন। মহাভাগবতগণ প্রত্যহই লক্ষনাম গ্রহণ করেন এবং হরি-গুরু-বৈষ্ণব-প্রসাদ-ব্যতীত আর কিছুই গ্রহণ করেন না; সুতরাং ভক্তমুখে আস্বাদিত মহাপ্রসাদাবশেষই পারমার্থিক ভোজ্য। ইতর ভোজ্য বস্তুসকল মলমূত্রের ন্যায় ত্যাজ্য।।১০৮।।

বিবৃতি। বিশুদ্ধ-বিষ্ণুসেবা-নিরত ব্রাহ্মণগণই তাঁহার প্রিয়। তাঁহাদের সন্তোষ-বিধানার্থ তদাশ্রিত বিপ্রব্রুব-বর্গের সেবায় অধিকার প্রদান, তাঁহার দানলীলার একটি অপূর্ব প্রকার ভেদ। কিন্তু তাই বলিয়া মূঢ়গণের ন্যায় পরমার্থভোজন পরিত্যাগপূর্বক অস্পৃশ্য অনিবেদিত দ্রব্য গ্রহণ বা অশুদ্ধ-জনের নিবেদনাভাসকে 'নৈবেদ্য' বলিয়া গ্রহণকে কখনও অনুমোদন করিতে হইবে না।।১০৯।।

বিবৃতি। অর্বাচীন জনগণ রাঢ় দেশের শৃগাল-বাসুদেবকে ও বর্তমান সময়ের বঙ্গদেশস্থ নানা কর্মফলবাধ্য জীবগুলিকে 'ঈশ্বর' 'বিশ্বগুরু', 'সমন্বয়াচার্য', 'যুগাচার্য' প্রভৃতি নামে আরোপিত করিয়া যে মূঢ়তা দেখায়, উহা তাহাদের দুর্বলা শক্তিরই পরিচয়। পঞ্চোপাসনা-মূলে যে নির্বিশেষবিচার, তৎফলেই কলিকালে মানবে দেবারোপবাদ ক্রমশঃ গজিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু স্বয়ংরূপ কৃষ্ণচন্দ্র স্বীয় শ্রীচৈতন্যলীলা জীবের কৃষ্ণপ্রেম-বিতরণের জন্য প্রকট করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুকরণে মানবে দেবারোপ-চেষ্টা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় মাত্র। স্বয়ংরূপ কৃষ্ণচন্দ্র কলুষিতচিত্ত জনগণকে তাঁহার উপদেশক-লীলাময়ী গৌরলীলার উপলব্ধি করিবার শক্তি দেন না। শ্রীনিত্যানন্দের অনুগ্রহ-ব্যতীত কাহারও শ্রীগৌরসুন্দরকে সেবা করিবার অধিকার নাই, বুঝিবার অধিকার নাই এবং কৃষ্ণপ্রেম পাইবারও অধিকার নাই।।১১৪।।

আপনেই জগন্নাথ ভাবেন আপনে।
আপনে করিয়া আর্তি লওয়ায়েন জনে।।১১৭।।

প্রভুর কৃপায় অপরের নিকট মর্ম-প্রকাশ—

যদি কৃপা-দৃষ্টি না করেন জীব-প্রতি।
তবে কা'র্ আছে তানে জানিতে শকতি।।১১৮।।

নিত্যানন্দাদি-প্রিয়বর্গ-সহ ভোজন—ভোজন-কালেও কৃষ্ণানুসন্ধান-লীলাতন্ময়তা—

নিত্যানন্দ-আদি সব প্রিয়বর্গ লৈয়া।
ভোজন করিতে প্রভু বসিলেন গিয়া।।১১৯।।
কিছু মাত্র অন্ন প্রভু পরিগ্রহ করি'।
উঠিলেন হুঙ্কার করিয়া গৌরহরি।।১২০।।

কত দূর জগন্নাথ ?—

আবিষ্ট হইলা প্রভু করি' আচমন।
"কত দূর জগন্নাথ?" বলে ঘনে ঘন।।১২১।।

মুকুন্দের কীর্তন, প্রভুর অদ্ভুত নৃত্য, ছত্রভোগবাসীর সৌভাগ্য—

মুকুন্দ লাগিলা মাত্র কীর্তন করিতে।
আরম্ভিলা বৈকুণ্ঠের ঈশ্বর নাচিতে।।১২২।।
পুণ্যবন্ত যত যত ছত্রভোগ-বাসী।
সবে দেখে নৃত্য করে বৈকুণ্ঠ-বিলাসী।।১২৩।।

সাত্ত্বিক-বিকার-সমূহের যুগপৎ প্রকাশ—

অশ্রু, কম্প, হুঙ্কার, পুলক, স্তম্ভ, ঘর্ম।
কত হয়, কে জানে সে বিকারের মর্ম।।১২৪।।
কিবা সে অদ্ভুত নয়নের প্রেম-ধার।
ভাদ্রমাসে যে-হেন গঙ্গার অবতার।।১২৫।।
পাক দিয়া নৃত্য করিতে নয়নে ছুটে জল।
তাহাতেই লোক স্নান করিল সকল।।১২৬।।

প্রেমময় অবতার গৌরসুন্দর—

ইহারে সে কহি প্রেমময়-অবতার।
এ শক্তি চৈতন্যচন্দ্র বিনে নাহি আর।।১২৭।।

তৃতীয় প্রহর রাত্রি পর্যন্ত প্রভুর ভাবাবেশে যাপন—

এই মতে গেল রাত্রি তৃতীয় প্রহর।
স্থির হইলেন প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।।১২৮।।
সকল লোকের চিত্তে 'যেন ক্ষণপ্রায়'।
সবার নিস্তার হৈল চৈতন্য-কৃপায়।।১২৯।।

রামচন্দ্র খাঁন-কর্তৃক প্রভুর গমনের জন্য নৌকা-আনয়ন—

হেনই সময়ে কহে রামচন্দ্র খাঁন।
"নৌকা আসি' ঘাটে প্রভু, হৈল বিদ্যমান।।"১৩০।।

প্রভুর নৌকায় আরোহণ ও নীলাচলাভিমুখে যাত্রা—

ততক্ষণে 'হরি বলি' শ্রীগৌরসুন্দর।
উঠিলেন গিয়া প্রভু নৌকার উপর।।১৩১।।
শুভদৃষ্ট্যে লোকেরে বিদায় দিয়া ঘরে।
চলিলেন প্রভু নীলাচল—নিজপুরে।।১৩২।।

নৌকাপরি মুকুন্দের কীর্তন—

প্রভুর আজ্ঞায় শ্রীমুকুন্দ মহাশয়।
কীর্তন করেন প্রভু নৌকায় বিজয়।।১৩৩।।

নাবিকের ভয়—

অবোধ নাবিক বলে,—"হইল সংশয়।
বুঝিলাঙ আজি আর প্রাণ নাহি রয়।।১৩৪।।

তথ্য। ত্বং বৈ সমস্তপুরুষার্থময়ং ফলাত্মা যদ্বাঞ্ছয়া সুমতয়ো বিসৃজন্তি কৃৎস্নম্। (ভাঃ ১০।৬০।৩৮) সত্যাশিষো হি ভগবংস্তব পাদপদ্মমাশীস্তথানুভজতঃ পুরুষার্থমূর্তেঃ (ভাঃ ৪।৯।১৭) বরং বরয় ভদ্রং তে বরেশং মাভিবাঞ্ছিতম্। ব্রহ্মন্ শ্রেয়ঃ পরিশ্রামঃ পুংসাং মদ্দর্শনাবধিঃ।। (ভাঃ ২।৯।২০) কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্, যোগেশ্বরোতীর্ভবতস্ত্রিলোক্যাম্। ক্ব বা কথং বা কতি বা কদেতি, বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্।। (ভাঃ ১০।১৪।২১)।।১১৪।।

বিবৃতি। যদি বদ্ধজীবের প্রতি শ্রীগৌরহরি কৃপাদৃষ্টি না করেন, তবে কখনও বদ্ধজীব মুক্ত হইয়া 'বৈষ্ণব' হইতে পারে না। তজ্জন্য মহাপ্রভু স্বয়ংই আর্তি প্রদর্শন করিয়া ভজনীয় বস্তুর স্বরূপ নির্ণয় করিতেন। শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ংই জগন্নাথদেব,—একথা তিনি বিস্মৃত হইয়া সর্বক্ষণ সংস্মৃতি থাকিলেও অনধিকারিজনগণকে তাহা বুঝিতে দেন নাই, কেননা তাহা হইলে অনধিকারী অভক্তগণ তাঁহাকে 'মায়াবাদী' মাত্র জানিয়া নিজেরা এই মায়াবাদ-পথে নিমগ্ন হইবে। এজন্য ভক্ত ভাবাঙ্গীকার-ব্যতীত অপর প্রকাশসমূহও যে, স্বয়ং তাঁহারই অন্তর্ভূক্ত—একথা জানিতে দেন নাই।।১২১।।

কূলেতে উঠিলে বাঘে লইয়া পলায়।
জলেতে পড়িলে কুম্ভীরেতে ধরি' খায়।।১৩৫।।
নিরন্তর এ পানীতে ডাকাইত ফিরে।
পাইলেই ধন প্রাণ দুই নাশ করে।।১৩৬।।
এতেকে যাবত উড়িয়ার দেশ পাই।
তাবত নীরব হও সকল গোসাঞি!''১৩৭।।

নাবিকের বাক্যে সকলে সঙ্কুচিত হইলেও প্রভুর প্রেমোন্মাদ ও হুঙ্কার—

সঙ্কোচ হইল সবে নাবিকের বোলে।
প্রভু সে ভাসেন নিরবধি প্রেম-জলে।।১৩৮।।
ক্ষণেকে উঠিলা প্রভু করিয়া হুঙ্কার।
সবারে বলেন'—''কেন ভয় কর কা'র।।১৩৯।।

প্রভুর অভয়-বাণী—বৈষ্ণব-রক্ষক 'সুদর্শন' সর্বত্র বিরাজমান—

এই না সম্মুখে সুদর্শনচক্র ফিরে।
বৈষ্ণবজনের নিরবধি বিঘ্ন হরে'।।১৪০।।

প্রভুর সকলকে নিশ্চিন্তে কৃষ্ণ-সংকীর্তনার্থ আদেশ—

কিছু চিন্তা নাহি, কর' কৃষ্ণ-সংকীর্তন।
তোরা কি না দেখ হের ফিরে সুদর্শন।।''১৪১।।
শুনিয়া প্রভুর বাক্য সর্ব ভক্তগণ।
আনন্দে লাগিলা সবে করিতে কীর্তন।।১৪২।।

ভক্তরক্ষক সুদর্শন নিত্য বিরাজমান থাকায় কাহারও ভক্তলঙ্ঘন-সামর্থ্য নাই—

ব্যপদেশে মহাপ্রভু করেন সবারে।
''নিরবধি সুদর্শন ভক্তরক্ষা করে।।১৪৩।।
যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের পক্ষ হিংসা করে।
সুদর্শন-অগ্নিতে সে পাপী পুড়ি' মরে।।১৪৪।।
বিষ্ণু-চক্র সুদর্শন রক্ষক থাকিতে।
কা'র শক্তি আছে ভক্তজনেরে লঙ্ঘিতে।।''১৪৫।।
এই মত শ্রীগৌরচন্দ্রের গোপ্যকথা।
তান কৃপা যা'রে সে-ই বুঝয়ে সর্বথা।।১৪৬।।

বিবৃতি। রামচন্দ্র খাঁনের নৌকায় শ্রীগৌরসুন্দর আরোহণ করিলে মুকুন্দ কৃষ্ণকীর্তন করিতে লাগিলেন। তখন মূঢ় নৌকা-চালক নিজের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী জানিয়া মহাত্রাসান্বিত হইল। দুর্গম সুন্দরবনের ভিতর দিয়া যাইতে গেলে স্থলপথে ব্যাঘ্র ও জলে বহু কুম্ভীরের সমাবেশ দেখা যাইত। এতদ্ব্যতীত ঐ জলপথে বহু জলদস্যু লুট ও রাহাজানি করিয়া বেড়াইত। তজ্জন্য নাবিক সকলকে কৃষ্ণকীর্তন করিতে নিষেধ করিয়াছিল। নাবিকের ত্রাসের অন্য কারণ এই যে, রামচন্দ্র খাঁনের আদেশ প্রতিপালন না করিলে অর্থাৎ মহাপ্রভুকে উৎকলদেশে পৌঁছাইয়া না দিলে রামচন্দ্রখাঁন নাবিকের প্রাণ বিনাশ করিবেন; আবার উৎকলদেশে যাইবার পথে বিরোধিপক্ষের দৃষ্টিপথে পতিত হইবার আশঙ্কাও প্রচুর। কীর্তন করিতে করিতে নৌকায় গেলে বিরোধিদল কীর্তনধ্বনির অনুসরণে আক্রমণ করিবে। জলে নৌকার ভিতরে থাকিলেও ভয়, স্থলে উঠিলেও ভয়, এবং ডুবিলেও ভয়। রামচন্দ্র খাঁনের ভয় ও বিরোধী রাজার ভয় এবং এতদ্ব্যতীত রামচন্দ্রের অনুগত জনগণের বিচার-ভয়। ইঁহাদের কীর্তন-কোলাহল শুনিয়া বিরোধী দল ও দস্যুসম্প্রদায় ইঁহাদের উপর আক্রমণ করিবে।।১৩৫-৩৬।।

তথ্য। তস্মা অদাদ্ধরিশ্চক্রং প্রত্যনীকভয়াবহম্। একান্তভক্তিভাবেন প্রীতো ভক্তাভিরক্ষণম্।। (ভাঃ ৯।৪।২৮)।।১৪০।।

তথ্য। প্রাগ্‌দিষ্টং ভৃত্যরক্ষায়াং পুরুষেণ মহাত্মনা। দদাহ কৃত্যাং তাং চক্রং ক্রুদ্ধাহিমিব পাবকঃ।। ----(ভাঃ ৯।৪।৪৮);

পৃথক্ চকার তত্তেজশ্চক্রং বিষ্ণোরকল্পয়ৎ। ত্রিশূলঞ্চাপি রুদ্রস্য বজ্রমিন্দ্রস্য চাধিকম্।। দৈত্যদানব-সংহর্তুঃ সহস্রকিরণাত্মকম্।। (ইতি মাৎস্যে ১১ অধ্যায়ঃ)।। বরায়ুধোঽহয়ং দেবেশ সর্বায়ুধনিবর্হণঃ। সুদর্শনো দ্বাদশারো যো মনঃসদৃশো জবী।। আরাৎ স্থিতা অমী চাত্র দেবা মাসাশ্চ রাশয়ঃ। শিষ্টানাং রক্ষণার্থায় সংস্থিতা ঋতবস্তু ষট্।। অগ্নিঃ সোমস্তথা মিত্রো বরুণশ্চ প্রজাপতিঃ। ইন্দ্রাগ্নী চাপ্যথো বিশ্বে প্রজাপতয় এব চ। হনূমাংশ্চাথ বলবান্ দেবো ধন্বন্তরিস্তথা। তপাংস্যেব তাপসশ্চ দ্বাদশৈতে প্রতিষ্ঠিতাঃ। চৈত্রাদ্যাঃ ফাল্গুনান্তশ্চ মাসাস্তত্র প্রতিষ্ঠিতাঃ।। ত্বমেবমাদায় বিভো বরায়ুধং শত্রুং সুরাণাং জহি মা বিশঙ্কিথাঃ। আমোঘ এষোঽহমররাজপূজিতো ধৃতো ময়া দেহগতস্তপোবলাৎ।। (ইতি বামনে ৭৯ অধ্যায়ঃ)।।১৪৩।।

শ্রীগৌরসুন্দর এই সকল আশঙ্কা না করিয়া বলিলেন----''সুদর্শন-চক্র সর্বক্ষণই ভক্তগণকে রক্ষা করেন। বৈষ্ণবহিংসা করিলে সুদর্শনের অগ্নিতে পাপিষ্ঠ জনগণ পুড়িয়া মরিবে।।১৪৪।।

সংকীর্তন করিতে করিতে প্রভুর উৎকল-দেশে প্রবেশ ও প্রয়াগ-ঘাটে অবতরণ—

হেনমতে মহাপ্রভু সংকীর্তন-রসে।
প্রবেশ হইলা আসি' শ্রীউৎকল-দেশে।।১৪৭।।
উত্তরিলা গিয়া নৌকা শ্রীপ্রয়াগ-ঘাটে।
নৌকা হৈতে মহাপ্রভু উঠিলেন তটে।।১৪৮।।

ওড্রদেশে প্রবেশ—

প্রবেশ করিলা গৌরচন্দ্র ওড্রদেশে।
ইহা যে শুনয়ে সে ভাসয়ে প্রেম-রসে।।১৪৯।।
আনন্দে ঠাকুর ওড্রদেশ হই' পার।
সর্ব-গণ-সহিত হইলা নমস্কার।।১৫০।।

গঙ্গাঘাটে প্রভুর স্নান—

সেই স্থানে আছে তা'র 'গঙ্গা-ঘাট' নাম।
তহি' গৌরচন্দ্র প্রভু করিলেন স্নান।।১৫১।।
যুধিষ্ঠির-স্থাপিত 'মহেশ' তথি আছে।
স্নান করি' তাঁরে নমস্করিলেন পাছে।।১৫২।।
ওড্রদেশে প্রবেশ করিলা গৌরচন্দ্র।
গণ-সহ হইলেন পরম-আনন্দ।।১৫৩।।

ভক্তগণকে দেবস্থানে রাখিয়া সন্ন্যাসিরূপী প্রভুর প্রতি-দ্বারে ভিক্ষা-লীলা—

এক দেব-স্থানে প্রভু থুইয়া সবারে।
আপনে চলিলা প্রভু ভিক্ষা করিবারে।।১৫৪।।
যা'র ঘরে গিয়া প্রভু উপসন্ন হয়।
সে বিগ্রহ দেখিতে কাহার মোহ নয়।।১৫৫।।
আঁচল পাতেন প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
সবেই তণ্ডুল আনি দেয়েন সত্বর।।১৫৬।।
ভক্ষ্য দ্রব্য উৎকৃষ্ট যে থাকে যা'র ঘরে।
সবেই সন্তোষে আনি' দেয়েন প্রভুরে।।১৫৭।।
'জগতের অন্নপূর্ণা' যে লক্ষ্মীর নাম।
সে লক্ষ্মী মাগয়ে যাঁ'র পাদপদ্ম স্থান।।১৫৮।।
হেন প্রভু আপনে সকল ঘরে ঘরে।
ন্যাসিরূপে ভিক্ষা-ছলে জীব ধন্য করে।।১৫৯।।

ভক্তগণ সমীপে ভিক্ষালব্ধদ্রব্যসহ প্রভুর প্রত্যাবর্তন—

ভিক্ষা করি' প্রভু হই' হরষিত মন।
আইলেন যথা বসি আছে ভক্তগণ।।১৬০।।
ভিক্ষা দ্রব্য দেখি' সবে লাগিলা হাসিতে।
সবেই বলেন "প্রভু, পারিবা পোষিতে।।"১৬১।।

জগদানন্দের রন্ধন ও সকলের সহিত প্রভুর ভোজন—

সন্তোষে জগদানন্দ করিলা রন্ধন।
সবার সংহতি প্রভু করিলা ভোজন।।১৬২।।
সর্বরাত্রি সেই গ্রামে করি' সংকীর্তন।
ঊষঃকালে মহাপ্রভু করিলা গমন।।১৬৩।।

দানী ও প্রভুর লীলা—

কতদূর গেলে মাত্র দানী দুরাচার।
রাখিলেক, দান চাহে, না দেয় যাইবার।।১৬৪।।
দেখিয়া প্রভুর তেজ পাইল বিস্ময়।
জিজ্ঞাসিল— "তোমার কতেক লোক হয়?"১৬৫।।

তথ্য। দত্ত্বা চক্রং চ রক্ষার্থং ন নিশ্চিন্তো জনার্দনঃ। স্বয়ং তন্নিকটং যাতি তং দ্রষ্টুং রক্ষণায় চ।। (নাঃ পঞ্চরাত্র ১।২।৩৪) এবং ভৃত্যস্যরক্ষার্থং কৃষ্ণো দত্ত্বা সুদর্শনম্। তথাপি সুস্থো ন প্রীতস্তত্যক্তুমক্ষমঃ।।১৪৫।।

তথ্য। "ব্রহ্মাদয়ো বহুতিথং যদপাঙ্গমোক্ষকামাস্তপঃ সমচরন্ ভগবৎপ্রপন্নাঃ। সা শ্রীঃ স্ববাসমরবিন্দবনং বিহায়। যৎপাদসৌভগমলং ভজতেঽনুরক্তা।।" (ভাঃ ১।১৬।৩৩) নারদপঞ্চরাত্রেশ্রুতিবিদ্যা-সংবাদে----ভক্তির্ভজনসম্পত্তির্ভজতে প্রকৃতিঃ স্ত্রিয়ম্। জায়তেঽত্যন্তদুঃখেন সেয়ং প্রকৃতিরাত্মনঃ দুর্গেতি গীয়তে সদ্ভিরখণ্ডরসবল্লভা।।১৫৮।।

তথ্য। অহো অদ্য বয়ং ব্রহ্মন্ সৎসেব্যাঃ ক্ষত্রবন্ধবঃ। কৃপয়াতিপিরূপেণ ভবদ্ভিস্তীর্থকাঃ কৃতাঃ।। যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সদ্যঃ শুধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ। কিং পুনর্দর্শনস্পর্শ-পাদশৌচাসনাদিভিঃ।। (ভাঃ ১।১৯।৩২-৩৩)।।১৫৯।।

শ্রীচৈতন্যদেবের মাধুকরী ভিক্ষা-লীলা।।১৫৯।।

প্রভু কহে—"জগতে আমার কেহ নয়।
আমিহ কাহার নহি—কহিল নিশ্চয়।।১৬৬।।
এক আমি, দুই নহি সকল আমার।
কহিতে নয়নে বহে অবিরত ধার।।১৬৭।।
দানী বলে,—"গোসাঞি, করহ শুভ তুমি।
এ-সবার দান পাইলে ছাড়ি'দিব আমি।।"১৬৮।।
শুভ করিলেন প্রভু 'গোবিন্দ' বলিয়া।
কতদূরে সবা ছাড়ি' বসিলেন গিয়া।।১৬৯।।
সবা' পরিহরি' প্রভু করিলা গমন।
হরিষে-বিষাদ হইলেন ভক্তগণ।।১৭০।।

প্রভুর নিরপেক্ষতা-লীলা—

দেখিয়া প্রভুর অতি নিরপেক্ষ খেলা।
অন্যোহন্যে সর্ব-গণে হাসিতে লাগিলা।।১৭১।।

ভক্তগণের বিষাদের কারণ ও নিত্যানন্দ-কর্তৃক প্রবোধ-দান—

পাছে প্রভু সবা' ছাড়ি' করেন গমন।
এতেকে বিষাদ আসি' ধরিলেক মন।।১৭২।।
নিত্যানন্দ সবা' প্রবোধেন—"চিন্তা নাই।
আমা' সবা' ছাড়িয়া না যায়েন গোসাঞি।।"১৭৩।।
দানী বলে—"তোমরা ত' সন্ন্যাসীর নহ।
এতেকে আমারে সে উচিত দান দেহ'।।"১৭৪।।

বিবৃতি। অধুনা শ্রীচৈতন্যমঠ ও তাঁহার বিভিন্ন শাখামঠসমূহ নানা ব্যক্তির নিকট হইতে ভিক্ষার দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া বৈষ্ণবসেবা করিয়া থাকেন। শ্রীগৌরসুন্দর নিজগণের দ্বারা ভিক্ষা সংগ্রহ করাইয়া এবং স্বয়ং ভিক্ষা করিয়া নিজগণের পোষণ বা বৈষ্ণব-সেবন-লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের ভিক্ষুকগণকে অনেকেই ভিক্ষা দেন দেখিয়া মৎসর ঈর্ষান্বিত সম্প্রদায় তাঁহাদের প্রতি দৌরাত্ম্য করিলেও "গৌড়ীয়মঠের দ্বারাই যে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত প্রেমধর্মের সংরক্ষণ-কার্য সর্বক্ষণ সাধিত হইতে পারে"—এ কথা বলিতে পশ্চাৎপদ হয় না। এক নিন্দুক পাষণ্ডী ইহাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছে যে,—"গৌড়ীয় মঠের বিভিন্ন দেশে প্রচার-প্রণালীই গৌরসুন্দরের প্রবর্তিত পথ। গৌড়ীয়মঠই প্রকৃত প্রস্তাবে গৌরসুন্দরের সুষ্ঠু প্রচার-কার্যে সাফল্য লাভ করিয়াছেন।" পাষণ্ডী নিন্দক সহজিয়াগণের মুখেও এই সকল কথা অস্বীকৃত হইতে পারে না। প্রাকৃত-সহজিয়ার কৃত্রিম বৈষ্ণবাচার ও প্রণালী যদিও গৌড়ীয়মঠের সেবকগণ অনুমোদন করেন না এবং তাঁহাদের বিরোধ-কার্যে সহজিয়াগণের চেষ্টা থাকিলেও উহারা গৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণকে সমগ্রজীবের মঙ্গলকামনা বিচারে মহাপ্রভুর একমাত্র অনুগত বলিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। শ্রীগৌরসুন্দর যে প্রকার ভক্তগণ-পালক হইয়া তাহাদের পরমার্থ-পোষণ ও বিঘ্নবিনাশন-কার্যে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহার ভৃত্যগণও তাঁহারই সেবার জন্য বর্তমানে সেই কার্যেই নিযুক্ত—একথা প্রাকৃত-সাহজিকমিছাভক্ত-বৈষ্ণবব্রুব-সম্প্রদায় বুঝিয়া উঠিতে পারে না।।১৬১।।

তথ্য। একোবশী সর্বভূতান্তরাত্মা (কঠ ২।২।১২); একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ—(শ্বেঃ উঃ ১১ ও গোঃ তাঃ উঃ ১।১৯)।।১৬৬-৬৭।।

বিবৃতি। পুরাকালে জমিদারের মহালের মধ্যে পথে চলিতে হইলে দানী-সকল ঘাট সমাধান-কারীর নিকট হইতে শুল্ক আদায় করিত। শ্রীগৌরসুন্দর যখন ছয়জন ভক্তসহ যাইতেছিলেন, তখন তাঁহার কোন সম্বল ছিল না। ঘাট-সমাধানেরও অর্থ কাহারও সহিত না থাকায় সকলেই আপনাদিগকে শ্রীগৌরসুন্দরের আশ্রিত-জ্ঞানে চলিতেছিলেন। এক দানী হরিশ্চন্দ্রের পুত্রের মৃত্যুতে শ্মশানশুল্ক আদায় করিবার বিচারের ন্যায় গৌরসুন্দরের নিকটও পথ-শুল্ক চাহিয়া বসিল। পথ-শুল্ক না দেওয়া পর্যন্ত কাহাকেও জগন্নাথের পথে চলিতে দিবে না বলিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল। মহাপ্রভুর অলৌকিক শ্রীবিগ্রহদর্শনে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনার সঙ্গে আপনি ব্যতীত আর কয়জন আছেন?" প্রভু তদুত্তরে বলিলেন,—"আমি জাগতিক লোকগুলির সম্বন্ধ হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছি। সুতরাং বিশ্ববাসী কেহই আমার লোক নহে বা আমিও বিশ্ববাসী লোকের অন্যতম নহি; আমি 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' বস্তু; সকল বিশ্বই আমার।" দানী তদুত্তরে তাঁহার অবিরল অশ্রুধারাপাত দর্শন করিয়া বলিল—"কেবল আপনারই শুল্ক দিতে হইবে না, বাকী সকলেরই দিতে হইবে।।" ১৬৫-১৬৮।।

মহাপ্রভুর ক্রন্দন-লীলা—

কতদূরে প্রভু সব পার্ষদ ছাড়িয়া।
হেট মাথা করি' মাত্র কান্দেন বসিয়া।।১৭৫।।
কাষ্ঠ-পাষাণাদি দ্রবে শুনি' সে ক্রন্দন।
অদ্ভুত দেখিয়া দানী ভাবে মনে মন।।১৭৬।।

দানীর বিস্ময় ও প্রভুর পরিচয়-জিজ্ঞাসা—

দানী বলে,—"এ পুরুষ নর কভু নহে।
মনুষ্যের নয়নে কি এত ধারা বহে।।"১৭৭।।
সবারে জিজ্ঞাসে' দানী প্রণতি করিয়া।
"কে তোমরা, কার লোক, কহ ত ভাঙ্গিয়া?"১৭৮।।

ভক্তগণ-কর্তৃক পরিচয়-প্রদান—

সবে বলিলেন—"অই ঠাকুর সবার।
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম শুনিয়াছ যাঁর।।১৭৯।।
সবেই উহাঁর ভৃত্য আমরা-সকল।"
কহিতে সবার আঁখি বাহি' পড়ে জল।।১৮০।।

দানীর নয়নে প্রেমাশ্রু—

দেখিয়া সবার প্রেম মুগ্ধ হইল দানী।
দানীর নয়ন দুই বহি' পড়ে পানী।।১৮১।।

প্রভুর নিকট শরণাগত দানী—

আথে ব্যথে দানী গিয়া প্রভুর চরণে।
দণ্ডবৎ হই বলে বিনয় বচনে।।১৮২।।
"কোটি কোটি জন্মে যত আছিল মঙ্গল।
তোমা' দেখি' আজি পূর্ণ হইল সকল।।১৮৩।।
অপরাধ ক্ষমা কর' করুণা-সাগর!
চল নীলাচল গিয়া দেখহ সত্বর।।"১৮৪।।

দানীর প্রতি প্রভুর কৃপা ও স্থান-ত্যাগ—

দানী প্রতি করি' প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত।
'হরি' বলি' চলিলেন সর্বজীব-নাথ।।১৮৫।।
সবার করিবে গৌরসুন্দর উদ্ধার।
বিনা পাপী বৈষ্ণব-নিন্দক দুরাচার।।১৮৬।।
অসুর দ্রবিল চৈতন্যের গুণ-নামে।
অত্যন্ত দুষ্কৃতি পাপী সে-ই নাহি মানে'।।১৮৭।।

অহর্নিশ প্রেমবিহ্বল গৌরহরি—

হেন মতে নীলাচলে বৈকুণ্ঠের নাথ।
আইসেন সবারে করিয়া দৃষ্টিপাত।।১৮৮।।
নিজ প্রেমানন্দে প্রভু পথ নাহি জানে।
অহর্নিশ সুবিহ্বল প্রেমরস-পানে।।১৮৯।।

সুবর্ণরেখায় আগমন ও তথায় স্নান-লীলা—

এই মতে মহাপ্রভু চলিয়া আসিতে।
কত-দিনে উত্তরলা সুবর্ণরেখাতে।।১৯০।।
সুবর্ণরেখার জল পরম-নির্মল।
স্নান করিলেন প্রভু বৈষ্ণব-সকল।।১৯১।।
স্নান করি' স্বর্ণরেখা-নদী ধন্য করি'।
চলিলেন শ্রীগৌরসুন্দর নরহরি।।১৯২।।

জগদানন্দের সহিত বহু পশ্চাতে শ্রীনিত্যানন্দের অবস্থান—

রহিলা অনেক পাছে নিত্যানন্দচন্দ্র।
সংহতি তাঁহার সবে শ্রীজগদানন্দ।।১৯৩।।

নিত্যানন্দের জন্য গৌরচন্দ্রের কিছু দূরে অপেক্ষা—

কতদূরে গৌরচন্দ্র বসিলেন গিয়া।
নিত্যানন্দস্বরূপের অপেক্ষা করিয়া।।১৯৪।।

বিবৃতি। অবৈষ্ণবগণ কেহ কেহ মনে করেন যে, বৈষ্ণবগণ তাহাদের ন্যায়ই পাপে লিপ্ত হইবার যোগ্য। পাপিগণকে যখন গৌরসুন্দর কোল দিয়াছেন, তখন তাহারা সেই পাপ সমর্থন করিবে না কেন? এবং যাবতীয় পাপসমর্থন-কারী ব্যক্তিই বৈষ্ণব-গুরুর কার্য করিবে এখানে গ্রন্থকার বলিতেছেন যে, গৌরসুন্দর সকলেরই উদ্ধার করিবেন, কিন্তু বৈষ্ণবের নিন্দাকারী ও নামবলে পাপাচারী আচার ভ্রষ্ট জনগণের উদ্ধার কখনও করিবেন না। পাপের অনুমোদনকারী পাষণ্ডিগণ যতই কেন না আপনাদিগকে 'বৈষ্ণব' 'গুরু' প্রভৃতি বলিয়া মিছাভক্ত সাজুক, দুরাচার বৈষ্ণবনিন্দক পাষণ্ডিগণের আত্মবঞ্চনা ব্যতীত অন্য কোন সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপায় ভগবদ্‌বিদ্বেষী অসুরগণও অনুগ্রহ পাইয়াছে, কিন্তু ভক্তদ্বেষী পাষণ্ডী দুষ্কৃতপাপী কখনও গৌরসুন্দরের কৃপার উপর নির্ভর করিবে না, আত্মম্ভরী হইয়া আপনাকে গৌরভক্তব্রুব বলিয়া পরিচয় দিবে এবং নরকের পথের পথিক হইবে।।১৮৬।।

শ্রীচৈতন্যের আবেশে নিত্যানন্দের অবস্থা—

চৈতন্য-আবেশে মত্ত নিত্যানন্দ-রায়।
বিহ্বলের মত ব্যবসায় সর্বথায়।।১৯৫।।
কখন হুঙ্কার করে, কখন রোদন।
ক্ষণে মহা অট্টহাস্য, ক্ষণে বা গর্জন।।১৯৬।।
ক্ষণে বা নদীর মাঝে এড়েন সাঁতার।
ক্ষণে সর্ব-অঙ্গে ধূলা মাখেন অপার।।১৯৭।।
ক্ষণে বা যে আছাড় খায়েন প্রেম রসে।
চূর্ণ হয় অঙ্গ হেন সর্বলোকবাসে'।।১৯৮।।
আপনা-আপনি নৃত্য করেন কখন।
টলমল করয়ে পৃথিবী ততক্ষণ।।১৯৯।।
এ সকল কথা তানে কিছু চিত্র নয়।
অবতীর্ণ আপনে অনন্ত মহাশয়।।২০০।।
নিত্যানন্দ-কৃপায় এ সব শক্তি হয়।
নিরবধি গৌরচন্দ্র যাঁহার হৃদয়।।২০১।।

নিত্যানন্দের নিকট প্রভুর দণ্ডবাহী জগদানন্দের দণ্ড রাখিয়া ভিক্ষার্থ গমন—

নিত্যানন্দ-স্বরূপে থুইয়া এক-স্থানে।
চলিলা জগদানন্দ ভিক্ষা-অন্বেষণে।।২০২।।
ঠাকুরের দণ্ড শ্রীজগদানন্দ বহে।
দণ্ড থুই নিত্যানন্দ-স্বরূপেরে কহে।।২০৩।।
"ঠাকুরের দণ্ডে মন দিও সাবধানে।
ভিক্ষা করি' আমিহ আসিব এইক্ষণে।।"২০৪।।

দণ্ডের প্রতি নিত্যানন্দের উক্তি—

আথে-ব্যথে নিত্যানন্দ দণ্ড ধরি' করে।
বসিলেন সেই স্থানে বিহ্বল-অন্তরে।।২০৫।।
দণ্ড হাতে করি' হাসে' নিত্যানন্দ-রায়।
দণ্ডের সহিত কথা কহেন লীলায়।।২০৬।।
"অহে দণ্ড, আমি যাঁ'রে বহিয়ে হৃদয়ে।
সে তোমারে বহিবেক এ' ত যুক্ত নহে।।"২০৭।।

নিত্যানন্দ-কর্তৃক তিন খণ্ডে মহাপ্রভুর দণ্ডভঙ্গ—

এত বলি' বলরাম পরম প্রচণ্ড।
ফেলিলেন দণ্ড ভাঙ্গি' করি' তিন খণ্ড।।২০৮।।

দণ্ডভঙ্গ-লীলা জীববুদ্ধির অগম্য—

ঈশ্বরের ইচ্ছা-মাত্র ঈশ্বর সে জানে।
কেন ভাঙ্গিলেন দণ্ড, জানিবে কেমনে।।২০৯।।
নিত্যানন্দ জ্ঞাতা গৌরচন্দ্রের অন্তর।
নিত্যানন্দেরেও জানে শ্রীগৌরসুন্দর।।২১০।।

সুবর্ণরেখা-নদী-তীরে গ্রাম বিশেষে। জগন্নাথক্ষেত্র যাত্রী পথিকগণ যে স্থলে সুবর্ণরেখা নদীর তীরে উপস্থিত হন, সেই প্রাচীনপথের পার্শ্বেই গৌরসুন্দর উপস্থিত হইয়া ছিলেন।।১৯০।।

বিবৃতি। শ্রীগৌরসুন্দর দণ্ডগ্রহণ করা অবধি স্বীয় শ্রীমূর্তির সহিত দণ্ড রাখিতেন। সময়ে সময়ে জগদানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর দণ্ড বহন করিয়া ভিক্ষা সংগ্রহ করিতেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু জগদানন্দের নিকট হইতে দণ্ড সাবধানে রক্ষা করিবার ভার গ্রহণ পূর্বক দণ্ডকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"চতুর্দশ-ভুবনপতি শ্রীকৃষ্ণকে আমরা সর্বদা হৃদয়ে বহন করি; আমরা তাঁহার নিত্য ভৃত্য; তুমি আমাদের সেই নিত্য প্রভুকে বাহকরূপে সাজাইয়া অপরাধ করিতেছ। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া যে সকল বিধি-গ্রহণ বা নিষেধ-ত্যাগের চিহ্ন স্বীয় হস্তে ও স্কন্ধে স্থাপন করিয়াছেন, সেই বহনকার্য আমাদেরই শোভা পায়। হে দণ্ড, তুমি আমার প্রভুর প্রভু হইও না, তুমি আর তোমাকে মহাপ্রভুর দ্বারা বহন করাইও না।" প্রাকৃত সহজিয়া ভক্তব্রুবগণ কৃষ্ণের নিকট হইতে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রভৃতি বাঞ্ছা করিয়া তাঁহার দ্বারা সেবা করাইয়া আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ করে। ভক্তগণের ঐরূপ মনের ভাব নহে।।২০৭।।

বিবৃতি। কেবলাদ্বৈতী পরমহংসব্রুব একদণ্ডিগণ ত্রিদণ্ডিগণের চিরদিনই অবজ্ঞা করে। শ্রীগৌরসুন্দর একদণ্ডগ্রহণ-ছলনা-লীলা প্রদর্শন করায় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সেই দণ্ডকে ত্রিভাগে বিভক্ত করিয়া উহাকে ত্রিদণ্ডরূপে পরিণত করিলেন এবং ঐ দণ্ডবহন-ভার ভগবৎসেবকগণের নিকট ন্যস্ত করিলেন। তজ্জন্যই অতি প্রাচীনকালে মহাভারতে যে হংস-গীতি আছে; তন্মধ্যস্থ "বাচো বেগম্" শ্লোকটি ত্রিদণ্ডগ্রহণের নিদর্শন ও যোগ্যতা সূচনা করে এবং ত্রিদণ্ডিগণেরই যে শ্রীরূপানুগত্ব, ইহা শ্রীরূপগোস্বামী

নিত্যানন্দই একমাত্র মর্ম্মজ্ঞ—

যুগে যুগে দুই ভাই শ্রীরামলক্ষ্মণ।
দোঁহার অন্তর দোঁহে জানে অনুক্ষণ।।২১১।।
এক বস্তু দুইভাগ, ভক্তি বুঝাইতে।
গৌরচন্দ্র জানি সবে নিত্যানন্দ হৈতে।।২১২।।
বলরাম বিনা অন্য চৈতন্যের দণ্ড।
ভাঙ্গিবারে পারে হেন কে আছে প্রচণ্ড ?২১৩।।
সকল বুঝায় ছলে শ্রীগৌরসুন্দরে।
যে জানয়ে মর্ম্ম, সেই জন সুখে তরে।।২১৪।।

জগদানন্দের প্রত্যাগমন ও ভঙ্গদণ্ড দর্শনে বিস্ময়, চিন্তা ও জিজ্ঞাসা—

দণ্ড ভাঙ্গি' নিত্যানন্দ আছেন বসিয়া।
ক্ষণেকে জগদানন্দ মিলিলা আসিয়া।।২১৫।।
ভগ্ন দণ্ড দেখি' মহা হইলা বিস্মিত।
অন্তরে জগদানন্দ হইলা চিন্তিত।।২১৬।।

নিত্যানন্দের উত্তর—

বার্তা জিজ্ঞাসেন—''দণ্ড ভাঙ্গিলেক কে?''
নিত্যানন্দ বলে,—''দণ্ড ধরিলেক যে।।২১৭।।

প্রভু ''উপদেশামৃতে'' লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অপ্যয়দীক্ষিত প্রভৃতি প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমতাবলম্বী মায়াবাদিগণ ত্রিদণ্ডের বিরুদ্ধে ''পরিমল'' নামক টীকায় প্রচুর গালিগালাজ করিয়াছেন। ভাবি-কালে মায়াবাদী অপ্যয়দীক্ষিত ''ন্যায়রক্ষামণি'', ''শিবার্ক-মণিদীপিকা'' প্রভৃতি গ্রন্থের অভ্যন্তরে যে সকল ভক্তি-বিরোধী মতবাদ লিখিবেন, তাহার অযোগ্যতা-প্রদর্শনকল্পে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের একদণ্ডকে ত্রিদণ্ডে পরিণত করিলেন। অভেদবাদী যেরূপ মায়াবাদচিহ্ন একদণ্ড গ্রহণ করেন এবং শুদ্ধদ্বৈতমতাবলম্বিগণের শিষ্য-পারম্পর্যে যে একদণ্ডগ্রহণ প্রথা প্রচলিত ছিল ও আছে, তাহা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের অনুমোদিত নহে----ইহা জানাইবার জন্যই শ্রীবলদেব প্রভু সন্ন্যাস-বেষী শ্রীচৈতন্যদেবের একদণ্ডকে ত্রিদণ্ডে পরিণত করিয়াছেন; ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের সম্মত ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের একমাত্র বিচার। 'ত্রিদণ্ডী' না হইলে কেহই আত্মসংযম করিতে সমর্থ হন না। কর্মকাণ্ডীয় ত্রিদণ্ডে ইন্দ্রদণ্ড, বজ্রদণ্ড ও ব্রহ্মদণ্ডের সহিত জীবদণ্ডের সমাবেশ আছে। শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু ত্রিদণ্ড-ব্যাখ্যায় কায়-মনোবাক্-দণ্ডের কথা পারমার্থিক ত্রিদণ্ডিগণকে জানাইয়াছেন। ত্রিদণ্ডের সহিত জীবদণ্ডের সংযোগে ত্রিদণ্ডের বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত-বিচারে পারমহংস্যধর্মে একদণ্ডই পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু যে একদণ্ডে জড়গুণত্রয়ের সম্মেলনে ''গুণবিধৌত অবস্থা' নামক একদণ্ড, উহা একায়ন-পদ্ধতিতে কলঙ্ক আরোপ করে বলিয়া ত্রিদণ্ড সম্মেলনে একদণ্ডই একায়ন-পদ্ধতিতে স্বীকৃত হইয়াছে। ব্রহ্মসম্প্রদায়ে, ব্রহ্ম-মাধ্ব-সম্প্রদায়ে ও ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় সার্বজনীন-বৈষ্ণব-সমাজে সেই প্রথা চিরদিনই ব্যক্ত ও অব্যক্তভাবে অবস্থিত।

সুতরাং শ্রীগৌরনিত্যানন্দের আম্নায়-বিচারে শ্রীব্রহ্ম-মাধ্বগৌড়ীয়-বিচার হইতে পার্থক্য স্থাপিত হইতে পারে না। এই সময় হইতে শ্রীচৈতন্যদেবের আশ্রিত জনগণ ''গৌড়ীয় ত্রিদণ্ডিস্বামী'' বলিয়া কথিত শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের বৈধ বিচারে মর্যাদাপথে সন্ন্যাসগ্রহণ----শ্রীরূপানুগ-গণের পারমহংস্যবিচারে পরস্পর বৈষম্য উৎপাদন করে নাই। গৌড়ীয়গণ মর্যাদা-পথে ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিলেও তাঁহারা শ্রীরূপানুগ বা শ্রীসনাতনানুগ পারমহংস্যধর্মের বিরোধী নহেন। পারমহংস্য ধর্মে বৈধ চিহ্নসমূহের বৈষম্য বহিশ্চিহ্নরূপে গৃহীত হইলেও বহিশ্চিহ্নধারণে পারমহংস্যধর্মের যাজন তদতিরিক্ত নহে। শ্রীসনাতনের অনুগমনে অপর পাঁচজন ব্রজবাসী গোস্বামী পরমহংসবেষ গ্রহণ করিলেও শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামী মর্যাদাপথে ত্রিদণ্ড সংরক্ষণপূর্বক 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত'-নামক গ্রন্থে গৌড়ীয়-বিচার সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ করিয়াছেন। অধুনা আচারভ্রষ্ট পরমহংসব্রুব পতিত জনগণের আচরণ সংশোধন-কল্পে এবং শিষ্টাচার ও সদাচার সংরক্ষণ মানসে অনুরাগ-পথের পথিকগণের অসদ্বিচারে আক্রান্ত হইবার দুর্যোগ-পরিহারার্থ মর্যাদা-পথের প্রবর্তনাবরণে শ্রীরূপানুগ বিমলভজন-চেষ্টা অর্বাচীনগণের নিকট অনাদরের ও বিরোধের বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। যুগে যুগে ভগবৎপ্রকাশের মর্যাদা অতিক্রম করিয়া আকর-বস্তুর উপাসনায় ও তদনুষ্ঠানে নানা প্রকার বিপত্তি উপস্থাপিত হইয়াছে। মর্যাদাপথের তাৎপর্য না বুঝিয়া লঙ্ঘন-জনিত অমঙ্গলকেই মর্যাদাপথের উন্নত উদ্দেশ্য বলিয়া বিচারিত হয়। আবার, মর্যাদাপথের কেবল আবাহনে উন্নত পথ রুদ্ধ হয়। শ্রীল প্রবোধানন্দ ত্রিদণ্ডীপাদ বৃন্দাবনবাসী গোস্বামি-ষট্‌কের বিরোধী ছিলেন না; কিন্তু গোস্বামিগণের অনুগতব্রুব স্বল্পদৃষ্টিসম্পন্ন জনগণ শ্রীপ্রবোধানন্দের বিচারকে প্রতিদ্বন্দ্বি-বিচার জানিয়াছিল; তাহাতে তাদৃশ আধস্তনিকগণের দ্বারা সাম্প্রদায়িক বিপত্তি উপস্থিত হইয়াছে।।২০৮।।

আপনার দণ্ড প্রভু ভাঙ্গিলা আপনে।
তাঁ'র দণ্ড ভাঙ্গিতে কি পারে অন্য জনে।।''২১৮।।

জগদানন্দ-কর্তৃক প্রভুর নিকট ভগ্নদণ্ড আনয়ন—

শুনি' বিপ্র আর না করিলা প্রত্যুত্তর।
ভাঙ্গা দণ্ড লই' মাত্র চলিলা সত্বর।।২১৯।।

সর্বজ্ঞ প্রভুর দণ্ডভঙ্গের কারণ-জিজ্ঞাসা-লীলা—

বসিয়া আছেন যথা শ্রীগৌরসুন্দর।
ভাঙ্গা দণ্ড ফেলি' দিল প্রভুর গোচর।।২২০।।
প্রভু বলে—''কহ দণ্ড ভাঙ্গিল কেমনে।
পথে কিবা কন্দোল করিলা কা'রো সনে?''২২১।।

জগদানন্দের নিত্যানন্দ প্রভুর নামোল্লেখ—

কহিলা জগদানন্দ পণ্ডিত সকল।
''ভাঙ্গিলেন দণ্ড নিত্যানন্দ সুবিহ্বল।।''২২২।।

গৌর-নিতাইর কোন্দল-লীলা—

নিত্যানন্দ-প্রতি প্রভু জিজ্ঞাসে' আপনি।
''কি লাগি ভাঙ্গিলা দণ্ড কহ দেখি শুনি।।''২২৩।।
নিত্যানন্দ-বলে,—''ভাঙ্গিয়াছি বাঁশ-খান।
না পার' ক্ষমিতে, কর' যে শাস্তি প্রমাণ।।২২৪।।
প্রভু বলে—''যাহে সর্ব দেব-অধিষ্ঠান।
সে তোমার মতে কি হইল বাঁশ-খান!''২২৫।।

শ্রীগৌরসুন্দরের অচিন্ত্য অগম্য লীলা—

কে বুঝিতে পারে গৌরসুন্দরের লীলা।
মনে করে এক, মুখে করে আর খেলা।।২২৬।।
এতেকে যে বলে 'বুঝি কৃষ্ণের হৃদয়'।
সেই সে অবোধ ইহা জানিহ নিশ্চয়।।২২৭।।
মারিবেন হেন যা'রে আছয়ে অন্তরে।
তাহারেও দেখি যেন মহাপ্রীতি করে।।২২৮।।

বিবৃতি। স্বয়ংরূপ ও স্বয়ং প্রকাশ—একই বস্তু; যেরূপ চতুর্ব্যূহ প্রত্যেকেই একই বস্তু, তদ্রূপ। ভজনীয় শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ংরূপ, ভক্তবস্তু শ্রীনিত্যানন্দ—স্বয়ংপ্রকাশ। কেবল মর্যাদাপথে শ্রীগৌরসুন্দরের ভজনের ব্যাঘাত হয়; আবার শ্রীনিত্যানন্দ-লঙ্ঘনেও শ্রীগৌরসুন্দরের সেবার ব্যাঘাত ঘটে। দশরূপে শ্রীনিত্যানন্দ—শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমভক্তিপ্রচারের পূর্ণ আদর্শ। শ্রীচৈতন্যের লৌকিক একদণ্ড-গ্রহণ ও নির্দণ্ডাবস্থায় ত্রিদণ্ড-গ্রহণ-ব্যাপার শ্রীনিত্যানন্দই জগৎকে জানাইতে সমর্থ। শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্র বিষ্ণুভক্তগণের জন্য ত্রিদণ্ডের বিধান লিখিয়াছেন। ত্রিদণ্ডিগণই স্বরূপতঃ পারমহংস্যাবস্থা লাভ করিতে পারেন; আর একদণ্ডিগণ লৌকিক বিচারে নির্বিশেষবাদ প্রচার করিতে গিয়া নিজের ওজন বুঝিতে পারেন না। সনাতন বৈদিক ধর্মে ত্রিদণ্ডের সহিত জীবদণ্ড সংযোগে যে একদণ্ড, তদন্তর্ভুক্ত বৈশিষ্ট্য বা ভেদ ও সংখ্যাগত একত্বের সহিত বহুত্বের সমাবেশ প্রভৃতি অনেকগুলি পারমার্থিক বিচারের অনুকূল বিষয় বুঝাইতে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুই সমর্থ।।২২১।।

বিবৃতি। পারমহংস্যাবস্থার প্রাগ্‌ভাগে দণ্ডের অবস্থান; তদ্দ্বারা সকলেই জানিতে পারেন যে, তুর্যাশ্রমস্থিত ব্যক্তি পরমার্থের শেষ সোপানে আরোহণ করিয়াছেন। লৌকিক অর্থ তাঁহাকে অশান্ত করিতে পারে না। কিন্তু নির্দণ্ডাবস্থার সহিত সন্ন্যাসচিহ্ন বহির্ভাগে সংস্থিত না হওয়ায় সাধারণ লোক উহা বুঝিতে পারে না। তজ্জন্যই সর্বোত্তম পরমহংস বৈষ্ণবগণকে অর্বাচীনগণ তাহাদের নিজেদের অপেক্ষা নিম্নস্তরে অবস্থিত বলিয়া জ্ঞান করে। বংশদণ্ড চিহ্নমাত্রধারীকে আশ্রমাতীত সর্বোত্তম পরমহংসের নিম্নস্তরে অবস্থিত বলিয়া লোকের ভ্রান্তি হইবে, বিচার করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দনের শ্রীচৈতন্যলীলায় বংশ-দণ্ড চিহ্ন বিলুপ্ত করিলেন। তাঁহাকে চিহ্নাধীন বা চিহ্ন-ধারীমাত্র বলিয়া লোকের তাঁহাকে চিহ্নাধীন বা চিহ্ন-ধারীমাত্র বলিয়া লোকের তাঁহাকে পরমেশ্বর জানিতে বাধা হইবে এবং তজ্জনিত অপরাধে জীবের অমঙ্গল ঘটিবে জানিয়া, সেই একদণ্ডকে ত্রিদণ্ডে পরিণত করিলেন। কায়-মনোবাক্যের দণ্ড—এই ত্রিদণ্ডের কথা অসংযত জনগণের বহু মাননীয় এবং ত্রিদণ্ডের একসমাবেশে যে একদণ্ড, উহার সহিত সন্ন্যাস গ্রহণ করা পরমহংসের একমাত্র কৃত্য—ইহা বুঝাইবার জন্যই শ্রীনিত্যানন্দের চেষ্টা। ত্রিদণ্ডিগণের চিত্তবৃত্তি এই যে, তাঁহারা কাহারও আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন না বা কাহাকেও লৌকিক আশীর্বাদ দিবার জন্য প্রস্তুত নহেন। যাহারা জাগতিক বিচারে আবদ্ধ, তাহাদের পরমার্থের সন্ধান নিতান্ত অল্প, বিশেষতঃ ''দণ্ডেন দণ্ডী'' প্রভৃতি আপেক্ষিকতা শ্রীগৌরসুন্দরে দৃষ্ট হইলে লোকের অমঙ্গল ঘটিবে।।২২৪।।

প্রাণ-সম অধিক যে সব ভক্তগণ।
তাহারেও দেখি যেন নিরপেক্ষ-মন।।২২৯।।
এই মত অচিন্ত্য অগম্য লীলামাত্র।
তান অনুগ্রহে বুঝে তান কৃপা-পাত্র।।২৩০।।

মহাপ্রভুর ক্রোধ-লীলা—

দণ্ড ভাঙ্গিলেন আপনেই ইচ্ছা করি'।
ক্রোধ ব্যঞ্জিবারে লাগিলেন গৌর-হরি।।২৩১।।
প্রভু বলে,—"সবে দণ্ডমাত্র ছিল সঙ্গ।
তাহো আজি কৃষ্ণের ইচ্ছাতে হৈল ভঙ্গ।।২৩২।।

প্রভুর নিরপেক্ষতা-লীলা-প্রদর্শন—

এতেকে আমার সঙ্গে কা'রো সঙ্গ নাই।
তোমরা বা আগে চল, কিবা আমি যাই।।"২৩৩।।
দিরুক্তি করিতে আজ্ঞা শক্তি আছে কা'র।
সবেই হইলা শুনি' চিন্তিত অপার।।২৩৪।।
মুকুন্দ বলেন—তবে "তুমি চল আগে।
আমরা-সবার কিছু পাছে কৃত্য আছে।।"২৩৫।।

গৌরচন্দ্রের একাকী অগ্রগমন—

"ভাল", বলি' চলিলেন শ্রীগৌরসুন্দর।
মত্ত-সিংহ-প্রায় গতি লিখিতে দুষ্কর।।২৩৬।।

জলেশ্বর-শিব-স্থানে—

মুহূর্তেকে গেলা প্রভু জলেশ্বর-গ্রামে।
বরাবর গেলা জলেশ্বর-দেব-স্থানে।।২৩৭।।
জলেশ্বর পূজিতে আছেন বিপ্রগণে।
গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপ-মাল্য-বিভূষণে।।২৩৮।।
বহুবিধ বাদ্য উঠিয়াছে কোলাহল।
চতুর্দিগে নৃত্য-গীত পরম মঙ্গল।।২৩৯।।
দেখি' প্রভু ক্রোধে পাসরিলেন সন্তোষে।
সেই বাদ্যে প্রভু মিশাইলা প্রেম-রসে।।২৪০।।

গুণাবতারত্রয়ের অর্চা-মূর্তিরূপে পরম পবিত্র ত্রিদণ্ডকে 'চিন্ময়বিচারে পূজ্যবুদ্ধি' করিতে হয়; কিন্তু লোকদৃষ্টিতে 'অর্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ' নরকপ্রাপক বলিয়া শ্রীনিত্যানন্দ জীবকুলকে ভাবী অপরাধ হইতে বিমুক্ত করিলেন।।২২৫।।

শ্রীগৌরসুন্দরের ভক্তগণ তাঁহার প্রাণসদৃশ। গৌরহরির বিচারানুসরণ ব্যতীত তাঁহাদের কিঞ্চিন্মাত্র-বিপথগামী হইবার স্পৃহা নাই। গৌরসুন্দর স্বীয় নিরপেক্ষতা মধ্যে মধ্যে জানাইবার জন্য ভক্তগণের অত্যন্ত বাধ্য নহেন,----ইহা দেখাইয়া থাকেন; নতুবা মৎসর মানবজাতি ভগবান্‌কে তোষামোদ-প্রিয় বলিয়া গর্হণ করিবে। ঐরূপ নির্বোধজনগণের মঙ্গলের জন্য শ্রীচৈতন্য ভক্ত ও অভক্ত, উভয়ের প্রতি সমভাব দেখাইয়া নিরপেক্ষতার ছলনা করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুগ্রহ ব্যতীত সকল কথা বুঝিবার সামর্থ্য অযোগ্য জনগণের নাই।।২২৯।।

লৌকিক বিচারে সন্ন্যাসীর সম্বল----দণ্ডমাত্র; দণ্ডের গ্রাহক ভিক্ষা করিয়া আত্মপোষণ করেন এবং দণ্ডধৃক বহির্জগতের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য দণ্ডগ্রহণ করেন। সর্বশক্তিমান্ শ্রীগৌরসুন্দর লৌকিক বিচারে লোক-প্রীতি আকর্ষণ করিবার জন্য আপনাকে "দণ্ডমাত্রসম্বল" বলিয়া স্বীয় দৈন্য প্রকাশ করিলেন।।২৩২।।

তথ্য। একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ (শ্বেঃ ৬।১১ ও গোঃ তাঃ উঃ ১।১৯), একমেবাদ্বিতীয়ম্ (ছান্দোগ্য ৬।২।১), ত্বমেকঃ সর্বভূতানাং দেহাস্বাত্মেন্দ্রিয়েশ্বরঃ। (ভাঃ ১০।১০।৩০), একস্ত্বমাত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ সত্যঃ স্বয়ংজ্যোতিরনন্ত আদ্যঃ। নিত্যোঽক্ষরোঽজস্রসুখো নিরঞ্জনঃ। পূর্ণোদ্বয়ো মুক্ত উপাধিতোঽমৃতঃ।। (ভাঃ ১০।১৪।২৩) কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্। জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া।। বস্তুতো জানতামত্র কৃষ্ণং স্থাস্নুচরিষ্ণু চ। ভগবদ্রূপমখিলং নান্যদ্বস্ত্বিহ কিঞ্চন।। সর্বেষামপি বস্তূনাং ভাবার্থো ভবতি স্থিতঃ। তস্যাপি ভগবান্ কৃষ্ণঃ কিমতদ্বস্তু রূপ্যতাম্। (ভাঃ ১০।১৪।৫৫-৫৭) অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি। জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ (ভাঃ ১০।১৪।২৯)।।২২৯-২৩৩।।

তথ্য। জলেশ্বর----বর্তমান জলেশ্বর গ্রাম----বালেশ্বরের উত্তরাংশে অবস্থিত। কিন্তু দণ্ড-ভাঙ্গা-নদী পুরীর নিকট; উভয়ের মধ্যে কটক জেলা। পুরী জেলা হইতে পুনরায় বালেশ্বর জেলায় ফিরিবার কোন উল্লেখ দেখা যায় না, তজ্জন্য জলেশ্বরের

নিজ প্রিয় শঙ্করের বিভব দেখিয়া।
নৃত্য করে গৌরচন্দ্র পরানন্দ হঞা।।২৪১।।

কৃষ্ণপ্রিয়তম শম্ভুকে লঙ্ঘন শ্রীচৈতন্যপথানুসরণকারী বৈষ্ণবের কৃত্য নহে—

শিবের গৌরব বুঝায়েন গৌরচন্দ্র।
এতেকে শঙ্কর-প্রিয় সর্বভক্ত-বৃন্দ।।২৪২।।
না মানে' চৈতন্য-পথ বোলায় 'বৈষ্ণব'।
শিবেরে অমান্য করে ব্যর্থ তা'র সব।।২৪৩।।
করিতে আছে নৃত্য জগৎ-জীবন।
পর্বত বিদরে হেন হুঙ্কার গর্জন।।২৪৪।।

শৈবগণের বিস্ময়—

দেখি' শিবদাস সব হইলা বিস্মিত।
সবেই বলেন—"শিব হইলা বিদিত।।"২৪৫।।
আনন্দে অধিক সবে করে গীত-বাদ্য।
প্রভুও নাচেন তিলার্ধেক নাহি বাহ্য।।২৪৬।।

পশ্চাদ্‌বর্তি-ভক্তগণ-সহ মিলন ও মুকুন্দের কীর্তনে প্রভুর অধিকতর আনন্দ-নৃত্য ও প্রেমাশ্রু-প্রবাহ—

কতক্ষণে ভক্তগণ আসিয়া মিলিলা।
আসিয়াই মুকুন্দাদি গাইতে লাগিলা।।২৪৭।।
প্রিয়-গণ দেখি' প্রভু অধিক আনন্দে।
নাচিতে লাগিলা, বেড়ি' গায় ভক্তবৃন্দে।।২৪৮।।
সে বিকার কহিতে বা শক্তি আছে কা'র।
নয়নে বহয়ে সুরধুনী শত-ধার।।২৪৯।।

এতদিনে গৌরপদ-ধূলিতে শিবপুরীর সার্থকতা—

এবে সে শিবের পুর হইল সফল।
যাহে নৃত্য করে বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর।।২৫০।।
কতক্ষণে প্রভু পরানন্দ প্রকাশিয়া।
স্থির হইলেন তবে প্রিয়-গোষ্ঠী লঞা।।১৫১।।
সবা'-প্রতি করিলেন প্রেম-আলিঙ্গন।
সবে হৈলা নির্ভর পরমানন্দ-মন।।২৫২।।

উত্তরে কোন্ স্থানটীতে প্রভুর দণ্ড ভগ্ন হইয়াছিল, তাহা বিচার্য। আর যদি 'দণ্ডভাঙ্গা' বা 'ভার্গী'নদীর তটে প্রভুর দণ্ডভঙ্গলীলা হইয়া থাকে, তাহা হইলে পুরী যাইবার পথে জলেশ্বর-নামক শিবস্থান আছে বা পাওয়া আবশ্যক।।২৩৭।।

প্রকৃতিভ্যো পরং যত্তু তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্।।(ভারত ভীষ্ম পঃ ৫।১২) নিম্নগানাং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা। বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা।।(ভাঃ ১২।১৩।১৬)।।২৪২।।

বিবৃতি। গুণাবতার মহাদেবকে যাহারা অসম্মান করে, তাহারা শ্রীচৈতন্যের প্রকৃত প্রস্তাবে অনুসরণ করে না। শ্রীচৈতন্যের প্রকটকালের প্রায় চতুঃশতাব্দিপূর্বে শ্রীরামানুজ ঐকান্তিক বৈষ্ণবধর্মের প্রচার করিয়াছিলেন। চিজ্জড়সমন্বয়বাদিগণ গুণাবতারের সহিত বাসুদেব বিষ্ণুর সমত্ব-স্থাপনের যথেষ্ট যত্ন করেন। তৎফলে তাঁহারা ভগবচ্চরণে অপরাধী হওয়ায় সেই অপরাধ হইতে তাঁহাদিগকে মুক্ত করিবার বাসনায় শ্রীলক্ষ্মণদেশিক একলা বিষ্ণুভক্তির কথা প্রবলভাবে স্থাপন করেন। শ্রীআনন্দতীর্থান্ত বৃদ্ধ-বৈষ্ণবগণ বিরিঞ্চি শিবাদি গুণাবতারগণকে ভগবদ্ভক্ত-বিচারে পূজা করেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভক্তাবতার শিবের আলয়ে গিয়া কৃষ্ণভক্তি প্রার্থনা করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যাশ্রিত জনগণ যদি শ্রীরামানুজীয় ঐকান্তিক বিচারে ভক্তরাজ মহাদেবের অনাদর করেন, তাহা হইলে ভক্তবিদ্বেষ-জন্য গ্রন্থকারপ্রমুখ সকল শুদ্ধভক্তগণের ভক্তদ্বেষীর প্রতি ক্রোধের উদয় হয়। "শিব-বিরিঞ্চিনুতঃ শরণ্যম্" "দাসাস্তে হরনারদপ্রভৃতয়ঃ"। "বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ"; স্বয়ম্ভু আদি দ্বাদশ বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠ এবং 'বিষ্ণুস্বামী' নামক বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের আদিগুরু শ্রীশিবের শ্রেষ্ঠ-বৈষ্ণবত্ব-বিচারের অনাদর ঘটে। শৈব বা লিঙ্গায়েদ্‌গণ বৈষ্ণবদিগকে অযথা আক্রমণ করায় তাঁহারা শৈবগণপূজিত শিবমন্দিরে গমন করিয়া শিব-দর্শনে 'স্বজাতীয়াশয়স্নিগ্ধ' সাধুর সঙ্গবর্জিত হইয়াছেন বলিয়া মনে করিতেন। শ্রীচৈতন্যের অনুগত জনগণ তাহা করেন না।।২৪৩।।

তথ্য। যঃ পরঃ রহসঃ সাক্ষাৎ ত্রিগুণাজ্জীবসংজ্ঞিতাৎ। ভগবন্তং বাসুদেবং প্রপন্নঃ স প্রিয়ো হি মে।। (ভাঃ ৪।২৪।২৮) নাশ্চর্যমেতদ্যদসৎসু সর্বদা মহদ্বিনিন্দা কুণপাত্মবাদিষু। সের্ষ্যং মহাপুরুষপাদপাংশুভি নিরস্ততেজঃসু তদেব শোভনম্।। যদ্দ্ব্যক্ষরং নাম গিরেরিতং নৃণাং সকৃৎ প্রসঙ্গাদঘমাশু হন্তি তৎ। পবিত্রকীর্তিং তমলঙ্ঘ্যশাসনং ভবানহো দ্বেষ্টি শিবং শিবেতরঃ।। (ভাঃ ৪।৪।১৩-১৪)।।২৪৩।।

নিত্যানন্দের প্রতি গৌরহরি—

নিত্যানন্দ দেখি' প্রভু লইলেন কোলে।
বলিতে লাগিলা তাঁরে কিছু কুতূহলে।।২৫৩।।
''কোথা তুমি আমারে করিবা সম্বরণ।
যেমতে আমার হয় সন্ন্যাস-রক্ষণ।।২৫৪।।
আরো আমা' পাগল করিতে তুমি চাও।
আর যদি কর' তবে মোর মাথা খাও।।২৫৫।।
যেন কর' তুমি আমা' তেন আমি হই।
সত্য সত্য এই আমি সবা'-স্থানে কই।।''২৫৬।।

শ্রীগৌরচন্দ্রের সকলকে শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি সতর্ক হইবার জন্য শিক্ষা-দান-লীলা—

সবারে শিখায় গৌরচন্দ্র ভগবান্।
''নিত্যানন্দ প্রতি সবে হও সাবধান।।২৫৭।।
মোর দেহ হৈতে নিত্যানন্দ–দেহ বড়।
সত্য সত্য সবারে কহিনু এই দঢ়।।২৫৮।।
নিত্যানন্দ-স্থানে যা'র হয় অপরাধ।
মোর দোষ নাহি তা'র প্রেম-ভক্তি বাধ।।২৫৯।।
নিত্যানন্দে যাহার তিলেক দ্বেষ রহে।
ভক্ত হইলেও সে আমার প্রিয় নহে।।''২৬০।।
আত্ম-স্তুতি শুনি' নিত্যানন্দ মহাশয়।
লজ্জায় রহিলা প্রভু মাথা না তোলয়।।২৬১।।
পরম-আনন্দ হইলা সর্ব্বভক্তগণ।
হেন লীলা করে প্রভু শ্রীশচীনন্দন।।২৬২।।

জলেশ্বরে রাত্রি-যাপন ও ঊষঃকালে স্থানত্যাগ—

এই মতে জলেশ্বরে সে রাত্রি রহিয়া।
ঊষঃকালে চলিলা সকল ভক্ত লঞা।।২৬৩।।

বাঁশদহ-পথে জনৈক শাক্ত ন্যাসীর সহিত আলাপন-লীলা—

বাঁশদহ-পথে এক শাক্ত ন্যাসি-বেশ।
আসিয়া প্রভুরে পথে করিল আদেশ।।২৬৪।।
'শাক্ত' হেন প্রভু জানিলেন নিজ মনে।
সম্ভাষিতে লাগিলেন মধুর বচনে।।২৬৫।।
প্রভু বলে—''কহ কহ কোথা তুমি সব!
চির-দিনে আজি সবে দেখিলুঁ বান্ধব।।''২৬৬।।

প্রভুর মায়ায় মোহিত শাক্ত-ন্যাসী—

প্রভুর মায়ায় শাক্ত মোহিত হইলা।
আপনার তত্ত্ব যত কহিতে লাগিলা।।২৬৭।।
যত যত শাক্ত বৈসে যত যত দেশে।
সব কহে একে একে, শুনি' প্রভু হাসে'।।২৬৮।।

শাক্ত ন্যাসীর স্বীয় তামস মঠে প্রভুকে ''আনন্দ''-পানার্থ-নিমন্ত্রণ—

শাক্ত বলে—''চল ঝাট মঠেতে আমার।
সবেই 'আনন্দ' আজি করিব অপার।।''২৬৯।।
পাপী শাক্ত মদিরারে বলয়ে 'আনন্দ'।
বুঝিয়া হাসেন গৌরচন্দ্র-নিত্যানন্দ।।২৭০।।

প্রভুর বঞ্চনা—

প্রভু বলে,—''আসি আমি 'আনন্দ' করিতে।
আগে গিয়া তুমি সজ্জ করহ ত্বরিতে।।''২৭১।।
শুনিয়া চলিলা শাক্ত হই' হরষিত।
এই মত ঈশ্বরের অগাধ চরিত।।২৭২।।

পতিতপাবন শ্রীগৌরহরি—

'পতিত-পাবন কৃষ্ণ' সর্ব-বেদে কহে।
অতএব শাক্ত-সনে প্রভু কথা কহে।।২৭৩।।

শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগৌরসুন্দরকে যেরূপ বেষে সাজাইতে চাহেন, শ্রীগৌরসুন্দর তাহাই স্বীকার করেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দের সহিত অভিন্নহৃদয়। উভয়েই ভক্তবেষ ধারণপূর্বক কৃষ্ণপ্রেমার আস্বাদক ও প্রচারক।।২৫৬।।

তথ্য। বাঁশদহ----নামান্তর 'বাঁশদা বা 'বাঁশধা'----জ্বলেশ্বরের নিকটবর্তী।।২৬৪।।

পাপী শক্ত,----যে সকল শক্তি-উপাসক আসব পানে জড় সুখে মত্ত হয়, তাহাদের পাপপ্রবৃত্তি প্রবল হওয়ায় পরমার্থ হইতে বঞ্চিত হওয়াই তাহাদের গতি। পঞ্চ 'ম'-কার তাহাদের জড়শরীরের আনন্দ বিধান করে।।২৭০।।

লোকে বলে,—"এ শাক্তের হইল উদ্ধার।
এ-শাক্ত-পরশে অন্য শাক্তের নিস্তার" ।।২৭৪।।
এই মত শ্রীগৌরসুন্দর ভগবান্।
নানা মতে করিলেন সর্ব-জীব-ত্রাণ।।২৭৫।।

রেমুণায় শ্রীগোপীনাথ-সমীপে প্রভুর দিব্যোন্মাদ-লীলা—

হেন মতে শাক্তের সহিত রস করি'।
আইলা রেমুণা-গ্রামে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।।২৭৬।।
রেমুণায় দেখি' নিজ-মূর্তি গোপীনাথ।
বিস্তর করিলা নৃত্য ভক্ত-বর্গ-সাথ।।২৭৭।।
আপনার প্রেমে প্রভু পাসরি' আপনা।
রোদন করেন অতি করিয়া করুণা।।২৭৮।।
সে করুণা শুনিতে পাষাণ-কাষ্ঠ দ্রবে'।
এবে না দ্রবিল ধর্মধ্বজিগণ সবে।।২৭৯।।

যাজপুরে—

কত দিনে মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
আইলেন যাজপুরে—ব্রাহ্মণনগর।।২৮০।।
যহি আদিবরাহের অদ্ভুত প্রকাশ।
যাঁ'র দরশনে হয় সর্ব-বন্ধ-নাশ।।২৮১।।

বিবৃতি। অনেক মূঢ় ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞানে অসমর্থ হওয়ায় তাহাদের অজ্ঞানোত্থ ইন্দ্রিয়-তর্পণকেই 'পরমার্থ' জ্ঞান করে। শাক্তস্বভাবসম্পন্ন জনগণ নিজেন্দ্রিয়-তর্পণকেই বহুমানন করিয়া নিষ্কাম অধোক্ষজসেবা বুঝিতে পারে না। প্রাকৃতসহজিয়াগণই 'পাপী শাক্ত'-শব্দ-বাচ্য। জড় সম্ভোগই উহাদের একমাত্র প্রয়োজন। এই প্রকার প্রাকৃত সহজিয়াদিগের সঙ্গ উপস্থিত হইলে শ্রীগৌরসুন্দর যেরূপ উহাদিগের অনুমোদন করিয়া উহাদিগকে বঞ্চনা করিতেন, সেরূপ অধুনা এই পতিতের পাবন-বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীচৈতন্যনীতি-অবলম্বনে বহুজড়ানন্দিদিগকে বঞ্চনা করিতেন। জড়ানন্দিগণ জানে যে, বৈষ্ণবগণও তাহাদের ন্যায় প্রতিষ্ঠা-ভিক্ষু এবং আরও জানে যে, গৃহাদির সৌখ্য প্রদান করিবার লোভ দেখাইয়া বৈষ্ণবদিগকে গৃহব্রত করিবার দুর্বুদ্ধি পোষণ করিবার জাল বিস্তার করিতে গেলে সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র বৈষ্ণব প্রাকৃতসহজিয়া বা পাপী শাক্তকে ক্রোধবাক্যে ভোগা দিয়া থাকে। প্রাকৃতসহজিয়াদিগের গৃহে তাঁহারা কোনদিন গমন করেন না। প্রাকৃতসহজিয়া-সম্মেলনে সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ কখনও যোগদান করেন না। নির্বোধজনগণ মনে করে যে, পরমমুক্ত মহাভাগবত বুঝি তাহাদের দুরাচারেরই পোষণকারী। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে উহাদিগকে বঞ্চনা করিয়া তাহাদের দুঃসঙ্গ হইতে পৃথক্ থাকাই গৌরসুন্দর ও তদীয় ভক্তগণের উদ্দেশ্য।।২৭১।।

তথ্য। অহং ব্রহ্মা চ শর্বশ্চ জগত কারণং পরম্। আত্মেশ্বর উপদ্রষ্টা স্বয়ংদৃগবিশেষণঃ। আত্মমায়াং সমাবিশ্য সোঽহং গুণময়ীং দ্বিজ। সৃজন্ রক্ষন্ হরন্ বিশ্বং দধ্রে সংজ্ঞাং ক্রিয়োচিতাম্। তস্মিন্ ব্রহ্মণ্যদ্বিতীয়ে কেবলে পরমাত্মনি। ব্রহ্মরুদ্রৌ চ ভূতানি ভেদেনাজ্ঞোঽনুপশ্যতি।। যথা পুমান্ ন স্বাঙ্গেষু শিরঃপাণ্যাদিষু ক্বচিৎ। পারক্যবুদ্ধিং কুরুত এবং ভূতেষু মৎপরঃ।। (ভাঃ ৪।৭।৫০-৫৩) কিরাতহূণান্ধ্রপুলিন্দপুক্কসা, আভীরশুম্ভা যবনাঃ খশাদয়ঃ। যেঽন্যে চ পাপা যদুপাশ্রয়াশ্রয়াঃ, শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ।। (ভাঃ ২।৪।১৮) তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং, স্ত্রীশূদ্রহূণশবরা অপি পাপজীবাঃ। যদ্যদ্ভূতক্রমপরায়ণশীলশিক্ষা, স্তির্যগ্জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যে।। (ভাঃ ২।৭।৪৬) শ্রবণাৎ কীর্তনাদ্ধ্যানাৎ পুয়ন্তেঽন্তেবসায়িনঃ। তব ব্রহ্মময়স্যেশ কিমুতেক্ষাভিমর্শিনঃ।। (ভাঃ ১০।৭০।৪৩)।।২৭৬।।

রস----রহস্য।।২৭৬।।

তথ্য। রেমুণা----বালেশ্বরের ৫ মাইল পশ্চিমে রেমুণা গ্রাম। তথায় ক্ষীরচোরা গোপীনাথ বর্তমান।।২৭৬।।

ভক্তবর্গকে ভজনশিক্ষা দিবার জন্য গোপীনাথ শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে মহাপ্রভু বিস্তর নৃত্য করিলেন। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দরের অর্চা-বিগ্রহ----শ্রীগোপীনাথ; তজ্জন্য "নিজ মূর্তি গোপীনাথ" শব্দের উল্লেখ। শ্রীচৈতন্যদেব সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন গোপীনাথ। গৌড়ীয়-নাথ ; ও গোপীনাথ, উভয়েই একই তত্ত্ব, উভয়েই স্বয়ংরূপ----ঔদার্য ও মাধুর্যলীলার মূর্তিদ্বয় হইলেও একতাৎপর্যপর। শ্রীগৌরমূর্তিকে শ্রীগোপীনাথ-মূর্তির 'প্রকাশভেদ' বলা হইবে না।।২৭৭।।

যাজপুর ব্রাহ্মণনগরে 'আদিবরাহ-মন্দিরে' শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপীঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। বালিয়াটি-গ্রামের জমিদার শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন রায় চৌধুরী মহাশয়ের মাতৃদেবীর সৌজন্যে উহা স্থাপিত হইয়াছেন।।২৮০।।

মহাতীর্থ—বহে যথা নদী বৈতরণী।
যাঁ'র দরশনে পাপ পলায় আপনি।।২৮২।।

বৈতরণী মহাতীর্থে—তীর্থ-মহিমা—

জন্তুমাত্র যে নদীর হইলেই পার।
দেবগণে দেখে চতুর্ভুজের আকার।।২৮৩।।
নাভীগয়া—বিরজাদেবীর যথা স্থান।
যথা হৈতে ক্ষেত্র—দশ-যোজন-প্রমাণ।।২৮৪।।
যাজপুরে যতেক আছয়ে দেব-স্থান।
লক্ষ বৎসরেও নারি লৈতে সব নাম।।২৮৫।।

তীর্থবহুল যাজপুর—

দেবালয় নাহি হেন নাহি তথি স্থান।
কেবল দেবের বাস—যাজপুরগ্রাম।।২৮৬।।
প্রথমে দশাশ্বমেধ ঘাটে ন্যাসিমণি।
স্নান করিলেন ভক্তসংহতি আপনি।।২৮৭।।

ভক্তগণ-সহ দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান—

তবে প্রভু গেলা আদিবরাহ-সম্ভাষে।
বিস্তর করিলা নৃত্য গীত প্রেম-রসে।।২৮৮।।

আদি-বরাহ—

বড় সুখী হৈলা প্রভু দেখি' যাজপুর।
পুনঃ পুনঃ বাড়ে আনন্দাবেশ প্রচুর।।২৮৯।।
কে জানে কি ইচ্ছা তান ধরিলেক মনে।
সবা' ছাড়ি' একা পলাইলেন আপনে।।২৯০।।

প্রভুর অদর্শন-লীলা—

প্রভু না দেখিয়া সবে হইলা বিকল।
দেবালয় চাহি' চাহি' বুলেন সকল।।২৯১।।
না পাইয়া কোথাও প্রভুর অন্বেষণ।
পরম চিন্তিত হইলেন ভক্তগণ।।২৯২।।
নিত্যানন্দ বলে—"সবে স্থির কর' চিত্ত।
জানিলাঙ প্রভু গিয়াছেন যে নিমিত্ত।।২৯৩।।

শ্রীনিত্যানন্দ-কর্তৃক সকলকে ইহার মর্ম কথন—

নিভৃতে ঠাকুর সব যাজপুর-গ্রাম।
দেখিবেন দেবালয় যত পুণ্যস্থান।।২৯৪।।
আমরাও সবে ভিক্ষা করি এই ঠাঁঞি।
আজি থাকি কালি প্রভু পাইব এথাই।।"২৯৫।।

তথ্য। বৈতরণী----বৈতরণী নদী তীরে বিরজাক্ষেত্রে নাভিগয়ারূপ যাজপুর অবস্থিত।।২৮২।।

তথ্য। নাভীগয়া----নামান্তর "বিরজাক্ষেত্র" যাজপুরের অন্তর্গত। এই স্থান হইতে নীলাচল ৮০ মাইল অন্তর।।২৮৫।।

তথ্য। যাজপুর----কথিত আছে, উড়িষ্যার শৈবরাজ যযাতি কেশরীর নামানুসারে 'যযাতিপুর' নামক স্থান অপভ্রংশ হইয়া ক্রমশঃ 'যাজপুর' নামে সাধারণ্যে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। মতান্তরে, 'যজ্ঞানুষ্ঠান' বা 'যাজন' শব্দ হইতে 'যাজপুর' শব্দ উদ্ভূত হইয়াছে। ১৫১১ খৃষ্টাব্দে শ্রীমন্মহাপ্রভু ভ্রমণ করিতে করিতে এই যাজপুর-গ্রামে শুভ-পদার্পণকরিয়াছিলেন। যাজপুরে শ্রীবরাহদেবের শ্রীমন্দির বিরাজিত। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবরাহদেবের সম্মুখে প্রণামনৃত্য-গীতাদি-লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভাষায় এইরূপ বর্ণনা রহিয়াছে,---"চলিতে চলিতে আইলা যাজপুর-গ্রাম। বরাহ-ঠাকুর দেখি' করিলা প্রণাম।। নৃত্য-গীত কৈল প্রেমে বহুত স্তবন। যাজপুরে সে রাত্রি করিলা যাপন।।" (শ্রী চৈঃ চঃ মধ্য ৫)।

আর একবার মহাপ্রভু এই যাজপুরে পদার্পণ করিয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এইরূপ আভাস পাওয়া যায়। যে-বার শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর ' ক্ষেত্রসন্ন্যাস' পরিত্যাগ-সম্বন্ধে কোন্দল উপস্থিত হইয়াছিল, সে-বার শ্রীল রায় রামানন্দ এবং মহাপাত্র মঙ্গরাজ ও হরিচন্দনের সহিত শ্রীগৌরসুন্দর যাজপুরে আগমন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু মহাপাত্রদ্বয়কে যাজপুর হইতে বিদায় দিলেন। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ১৬।১৫০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।।)

শ্রীবরাহদেবের দুইটী শৈলী শ্রীমূর্তি পরস্পর সংলগ্না। বড় শ্রীবিগ্রহটির বামপার্শ্বে শৈলী শ্রীলক্ষ্মীমূর্তি, তদীয় বামপার্শ্বে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমূর্তি। তাঁহাদের সম্মুখে তাঁহাদের বিজয়-বিগ্রহ অপেক্ষাকৃত ছোট ধাতুময়ী লক্ষ্মীবরাহ-মূর্তি। যাজপুর রোড্‌ষ্টেশন হইতে বরাহদেবের মন্দির প্রায় ১৭ মাইল, তিনবার মোটর বদল ও মধ্যে দুইটী নদী পার হইতে হয়। নদী দুইটীর দুই ধারেই অনুগামী মোটর বাস প্রস্তুত থাকে। মোটর বাসে প্রথম ৯ মাইল অতিক্রম করিয়া "যমুনা খাই" নদী পার হইয়া পরবর্তী

সেই মত করিলেন সর্ব ভক্তগণ।
ভিক্ষা করি' আনি' সবে করিল ভোজন।।২৯৬।।
প্রভুও বুলিয়া সব যাজপুর-গ্রাম।
দেখিয়া যতেক যাজপুর-পুণ্যস্থান।।২৯৭।।

পুনরায় ভক্তগণকে দর্শন-দান—

সর্ব্বভক্তগণ যথা আছেন বসিয়া।
আর দিনে সেই স্থানে মিলিলা আসিয়া।।২৯৮।।
আথে-ব্যথে ভক্তগণ 'হরি' 'হরি' বলি'।
উঠিলেন সবেই হইয়া কুতূহলী।।২৯৯।।
সবা'-সহ প্রভু যাজপুর ধন্য করি'।
চলিলেন 'হরি' বলি' গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।।৩০০।।

কটকনগরে—

হেনমতে মহানন্দে শ্রীগৌরসুন্দর।
আইলেন কত দিন কটক-নগর।।৩০১।।

মহানদীতে স্নান-লীলা—

ভাগ্যবতী-মহানদী জলে করি' স্নান।
আইলেন প্রভু সাক্ষিগোপালের স্থান।।৩০২।।

সাক্ষিগোপাল-স্থানে—

দেখি' সাক্ষিগোপালের লাবণ্য মোহন।
আনন্দ করেন প্রভু হুঙ্কার গর্জন।।৩০৩।।
'প্রভু', বলি' নমস্কার করেন স্তবন।
অদ্ভুত করেন প্রেম-আনন্দ-ক্রন্দন।।৩০৪।।
যার মন্ত্রে সকল মূর্তিতে বৈসে প্রাণ।
সেই প্রভু—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র নাম।।৩০৫।।

লোকশিক্ষক-শ্রীগৌরহরি—

তথাপিহ নিরবধি করে দাস্য-লীলা।
অবতার হৈলে হয় এই মত খেলা।।৩০৬।।

---

৬ মাইল রাস্তা পদব্রজে অতিক্রম পূর্বক তৎপরে ''বুড়া'' নদী পাওয়া যায়। নদী পার হইয়া পুনরায় মোটর বাস পাওয়া যায়। এখানে ''রাধাবাই ধর্মশালা'' বা ''জগন্নাথধর্মশালা'' নামে ধর্মশালা আছে। ইহা প্রাচীন জগন্নাথ মন্দিরের নিকটবর্তী। গত ২৫শে ডিসেম্বর (১৯৩০ খৃষ্টাব্দ) এই স্থানে শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ সংস্থাপিত হইয়াছেন। বিস্তৃত বিবরণ 'গৌড়ীয়' ১০ম বর্ষ, ২য় সংখ্যায় দ্রষ্টব্য।।২৮৯।।

কটক নগর,----কাটজুড়ী ও মহানদীর মধ্যবর্তী উড়িষ্যার প্রধান নগর ও রাজকীয় প্রধান সদর। এখানে শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখামঠ শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ প্রতিষ্ঠিত আছে। তথায় শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীবিনোদরমণ জীউর নিত্য সেবা আছে এবং উড়িয়া ভাষায় বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাবলী প্রচার, পারমার্থিক পত্রাদি প্রকাশিত হইতেছে।।৩০২।।

কটক-সহরের উত্তরাংশে মহানদী প্রবাহিত। শ্রীসাক্ষিগোপাল-দেব শ্রীমহাপ্রভুর প্রকট-কালে কটকেই ছিলেন। এই শ্রীসাক্ষিগোপাল বর্তমান সময়ে সাক্ষিগোপাল-নামক গ্রামে স্থানান্তরিত হইয়াছেন। কটক হইতে শ্রীমহাপ্রভুর প্রকট-কালের পরবর্তি-সময়ে সাক্ষিগোপাল জগন্নাথ-মন্দিরে নীত হন, পরে স্বতন্ত্র গ্রামে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।

এই শ্রীমূর্তি----চতুর্ভুজ ও বৃহদাকৃতি। শ্রীচরিতামৃতে (মধ্য ৫ম পঃ) সাক্ষিগোপালের পূর্ব বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে।।৩০৩।।

তথ্য। সাক্ষিগোপাল----পূর্বে মহানদীতীরস্থ কটকনগরে সাক্ষিগোপাল বিরাজমান ছিলেন। সাক্ষিগোপাল দক্ষিণ দেশ হইতে আনীত হইলে প্রথমে কিছুদিন কটকে থাকিয়া শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে কিছুদিন রহিলেন। তথায় কোন প্রকার প্রেম-কলহ উপস্থিত হওয়ায় উৎকলপতি মহারাজ পুরুষোত্তম হইতে তিন ক্রোশ দূরে 'সত্যবাদী'-নামে একটী গ্রাম স্থাপনপূর্বক তথায় গোপালকে রাখেন। এখন সেই গ্রামে একটী পাকামন্দিরে শ্রীসাক্ষিগোপাল বিরাজমান। সাক্ষিগোপালের আখ্যায়িকা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য লীলা, পঞ্চম পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।।৩০৪।।

বিবৃতি। শ্রীগৌরবিহিত মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়াই শ্রীবিগ্রহের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে প্রচলিত। শ্রীনামভজন-ব্যতিরেকে অর্চা-বিগ্রহের দর্শনে শিলা-বুদ্ধি অপসারিত হয় না। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ''কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং'' শ্লোকের বিচারাবলম্বনে যে পূজা বিধান করিয়াছেন, তাহাতে মহামন্ত্রের উচ্চারণ-দ্বারাই সুষ্ঠুভাবে শ্রীবিগ্রহের সজীব পূজা বিহিত হইয়া থাকে। যেখানে পূজকের নিজচেষ্টায় ভগবৎসেবা হয় না, অর্থাদি বা কর্মানুষ্ঠান-বোধে পূজা বিহিত হয়, তথায় সেই পূজা প্রাণহীনের পূজা এবং শ্রীমূর্তির প্রাণহীন-দর্শন মাত্র। যাজকসূত্রে, পূজক-সূত্রে শ্রীগৌরসুন্দরের কীর্তিত ''হরে কৃষ্ণ'' মহামন্ত্রই সপ্রাণ পূজা।।৩০৫।।

তবে প্রভু আইলেন শ্রীভুবনেশ্বর।
গুপ্তকাশী-বাস যথা করেন শঙ্কর।।৩০৭।।

শ্রীভুবনেশ্বরে—

সর্বতীর্থ-জল যথা বিন্দু বিন্দু আনি'।
'বিন্দু-সরোবর' শিব সৃজিলা আপনি।।৩০৮।।

বিন্দু-সরোবরে—

'শিব-প্রিয় সরোবর' জানি' শ্রীচৈতন্য।
স্নান করি' বিশেষে করিলা অতি ধন্য।।৩০৯।।

দেখিলেন গিয়া প্রভু প্রকট শঙ্কর।
চতুর্দিগে শিবধ্বনি করে অনুচর।।৩১০।।

তথ্য। শ্রীভুবনেশ্বর—'স্বর্ণাদ্রিমহোদয়', 'একাম্র-পুরাণ', 'স্কন্ধপুরাণ' প্রভৃতি সংস্কৃত পুরাণগ্রন্থে শ্রীভুবনেশ্বর-তীর্থের বিবিধ বিবরণ পাওয়া যায়। ঐ সকল গ্রন্থে এই স্থানকে 'ভুবনেশ্বর', 'একাম্রকক্ষেত্র', 'হেমাচল', 'স্বর্ণাদ্রিক্ষেত্র' প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

ঋষিগণের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া ভগবান্ ব্যাস সমগ্র জগতে দুর্লভ একাম্রকক্ষেত্রের বিবরণ প্রচার করেন। অতি প্রাচীন কাল হইতে এই স্থানে একটী বিস্তৃতশাখ আম্রবৃক্ষ বিরাজিত ছিল বলিয়া এই স্থানের নাম একাম্রকক্ষেত্র' হইয়াছে। এই স্থানে কোটী লিঙ্গমূর্তি ও অষ্টতীর্থ বিরাজমান। এই স্থান বারাণসী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এবং বৈষ্ণবরাজ শম্ভুর অধিকতর প্রিয়।

দক্ষিণসমুদ্রের তীরে উৎকল প্রদেশে 'গন্ধবতী' নাম্নী এক পূর্ববাহিনী নদী আছে। সেই নদী সাক্ষাৎ জাহ্নবীস্বরূপা। সেই পরম পবিত্র নদীর তটদেশেই এই ব্রহ্মক্ষেত্র একাম্রকতীর্থ বিরাজিত। এই স্থান কৈলাস অপেক্ষাও রমণীয়।

এই স্থান ত্রিযোজন-বিস্তৃত। তন্মধ্যে এক যোজন স্থান দেবপূজিত এবং ক্রোশপরিমাণ আম্রছায়ায় পরিব্যাপ্ত। ধর্মাত্ম-ব্যক্তিগণ প্রাচীন কাল হইতে এই স্থানে স্নান, জপ, হোম, তর্পণ, অভিষেক, পূজা, স্তব, নির্মাল্যসেবন, পুরাণশ্রবণ, ভগবদ্ভক্তের চরণাশ্রয় এবং নববিধা ভক্তি যাজন করিয়া থাকেন।

'স্বর্ণাদ্রিমহোদয়' বলেন,—শ্রীভগবান্ পুরুষোত্তমই এই ক্ষেত্রের পালক। সনাতন পরব্রহ্ম লিঙ্গরূপে 'ত্রিভুবনেশ্বর'-নামে প্রসিদ্ধ হইয়া এই স্থানে নিত্য বিরাজমান। 'লিঙ্গ্যতে জ্ঞায়তে যস্মাৎ'—এই ব্যুৎপত্তিক্রমে পরব্রহ্মই লিঙ্গরূপে উৎকল-প্রদেশে সর্বতীর্থময় স্বর্ণকূটগিরিতে দেবগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া বাস করিতেছেন। স্বয়ং নারায়ণ চক্র ও গদা হস্তে ধারণপূর্বক এই ক্ষেত্র পালন করেন বলিয়া তিনিই 'ক্ষেত্রপাল'।

'স্বর্ণাদ্রিমহোদয়' আরও বলেন,—এই ক্ষেত্রে ভগবান্ শ্রীঅনন্তবাসুদেব চক্র ও গদা হস্তে ধারণপূর্বক ক্ষেত্র রক্ষা করেন। শ্রীঅনন্তবাসুদেব দর্শনের পূর্বে অন্যান্য পুণ্যকর্মসমূহ নিস্ফল হয়। যাঁহাদের শ্রীঅনন্তবাসুদেব ভগবানে বিশুদ্ধ ভক্তি বিরাজমান, তাঁহারাই বাসুদেবপ্রিয় শ্রীভুবনেশ্বরের কৃপা লাভ করিতে পারেন।

ভুবনেশ্বরী ভগবতী শম্ভুর শ্রীমুখে বারাণসী হইতেও শ্রেষ্ঠ একাম্রকতীর্থের কথা শ্রবণ করিয়া সেই স্থান দর্শনের অভিলাষ প্রকাশ করিলে শম্ভু ভুবনেশ্বরীকে বলিলেন,—'তুমি অগ্রে একাকিনী সেই স্থানে গমন কর, পশ্চাৎ আমি তোমার সহিত মিলিত হইব।' পতির অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া সিংহবাহিনী অবিলম্বে স্বর্ণাদ্রিতে আসিয়া পৌঁছিলেন। তথায় আসিয়া দেখিলেন, সেই স্থান সত্যসত্যই কৈলাস হইতে মনোরম। আরও দেখিতে পাইলেন, সেখানে সিতাসিতবর্ণপ্রভ এক মহালিঙ্গ বিরাজমান। ভুবনেশ্বরী মহোপচারে সেই মহালিঙ্গের পূজা করিতে লাগিলেন। ভগবতী পুষ্পচয়নের জন্য একদিন বনান্তরে গমন করিয়াছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন, এক হ্রদমধ্য হইতে কুন্দ-কুসুম-শুভ্র সহস্র গাভী নির্গত হইয়া সেই মহালিঙ্গের মস্তকোপরি অজস্র ক্ষীরধারা বর্ষণ করিয়া লিঙ্গ প্রদক্ষিণান্তর যথাস্থানে চলিয়া গেল। আরও একদিন ঐ প্রকার দর্শন করিয়া ভগবতী গোপালিনীবেশে সেই গাভীগণের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে পঞ্চদশবর্ষ অতিবাহিত হইয়া গেল।

একদিন 'কৃত্তি' ও 'বাস' নামক তরুণবয়স্ক অসুর ভ্রাতৃদ্বয় সেই বনে পর্যটন করিতে করিতে গোপালিনীর অপরূপ সৌন্দর্য দর্শন করিয়া আত্মবিনাশের সূচনাস্বরূপ গোপালিনীর নিকট তাহাদের দুষ্ট অভিসন্ধি ব্যক্ত করিল।

তৎক্ষণাৎ সতী অসুরদ্বয়ের সম্মুখ হইতে অন্তর্হিতা হইয়া শম্ভুর পাদপদ্ম স্মরণ করিলেন। মহাদেব ভগবতীর স্মরণমাত্রেই গোপালবেশে গোপালিনী-বেশধারিণী সতীর সম্মুখীন হইলেন।। গোপালিনী-বেশধারিণী সতী গোপালবেশী শম্ভুর পাদপদ্ম

চতুর্দ্দিগে সারি সারি ঘৃত-দীপ জ্বলে।
নিরবধি অভিষেক হইতেছে জলে।।৩১১।।

নিজ-প্রিয়-শঙ্করের দেখিয়া বিভব।
তুষ্ট হইলেন প্রভু, সকল বৈষ্ণব।।৩১২।।

বন্দনা করিলেন। মহাদেব বলিলেন,—"সতী, আমি তোমার স্মরণের কারণ অবগত আছি। তোমার ব্যস্ত হইবার কোন কারণ নাই। ভগবদিচ্ছায় অসুরদ্বয় উহাদের বধ বরণ করিবার জন্যই তোমার নিকট দুষ্ট প্রস্তাব করিয়াছে। তোমাকে ঐ অসুরদ্বয়ের আনুপূর্বিক ইতিহাস বলিতেছি। 'দ্রুমিল' নামে এক নরপতি বহু মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া দেবতাগণের প্রসন্নতা বিধানপূর্বক এক বর লাভ করেন যে, তাহার 'কৃত্তি', ও 'বাস' নামক পুত্রদ্বয় শস্ত্রের অবধ্য হইবে। অতএব ভগবদিচ্ছাক্রমে তোমাকেই সেই দুর্বৃত্ত অসুরদ্বয়কে বধ করিতে হইবে।"

সতী পতির এইরূপ আদেশ লইয়া গোপালিনীবেশেই বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং অল্পকাল-মধ্যেই সেই দুর্বৃত্ত অসুরদ্বয়কে দেখিতে পাইলেন। সতী উক্ত অসুরভ্রাতৃদ্বয়কে বঞ্চনাপূর্বক বলিলেন,—"আমি তোমাদের মনস্কাম পূর্ণ করিতে পারি; কিন্তু আমার একটী প্রতিজ্ঞা আছে। যে আমাকে স্কন্ধে বা মস্তকে বহন করিতে পারিবে, আমি তাহারই পত্নী হইব।"

সতীর এই কথা শুনিয়া বিমুগ্ধ অসুরভ্রাতৃত্বয় পরস্পর প্রতিদ্বন্দী হইয়া পড়িল। তখন গোপালিনী-বেশধারিণী সতী উভয় ভ্রাতারই স্কন্ধে পদস্থাপন করিয়া দণ্ডায়মানা হইলেন এবং বিশ্বম্ভরীরূপ ধারণ করিলেন। বিশ্বম্ভরীর গুরুভার বহন করে কাহার সাধ্য? অসুরদ্বয় সতীর গুরুত্বে দলিত হইয়া বিনষ্ট হইল। পৌরাণিক আখ্যায়িকা এই যে, তদবধি সতী ও সতীনাথ শম্ভু কাশীর সুবর্ণমন্দির পরিত্যাগ করিয়া একাম্র-কাননে বাস করিতেছেন।।৩০৭।।

তথ্য। ভুবনেশ্বরী গোপালিনী-মূর্তিতে 'কৃত্তি' ও 'বাস' নামক অসুরদ্বয়কে পদ-দলনে বিনষ্ট করিয়া অতীব তৃষ্ণার্তভাবে নিদ্রাচ্ছন্ন ছিলেন। ভুবনেশ্বরীর পিপাসা নিবৃত্তির জন্য মহাদেব ত্রিশূলাগ্রদ্বারা শৈল বিদারণপূর্বক একটী বাপী প্রকাশ করিলেন। ইহাই "শঙ্কর-বাপী" নামে প্রসিদ্ধ হইল। কিন্তু ভুবনেশ্বরী তথায় একটী নিত্যপ্রতিষ্ঠিত জলাশয় হইতে জল পান করিতে ইচ্ছা করিলেন। শম্ভু চরাচরের নিখিল তীর্থকে আনয়ন এবং জলাশয়-প্রতিষ্ঠার যজ্ঞসমাধানার্থ ব্রহ্মাকে আহ্বান করিবার জন্য নিজ বৃষকে প্রেরণ করিলেন। ব্রহ্মা বৃষদ্বারা আহূত হইয়া দেবতাগণসহ এই ক্ষেত্রে আগমনপূর্বক ভুবনেশের পাদপদ্ম বন্দনা করিলেন। অনন্তর বৃষভ স্বর্গলোক হইতে মন্দাকিনী প্রভৃতি, পৃথিবী হইতে প্রয়াগ, পুষ্কর, গঙ্গা, গঙ্গাদ্বার, নৈমিষ, প্রভাস, পিতৃতীর্থ, গঙ্গাসাগর-সঙ্গম, পয়োষ্ণি, বিপাশা, শতদ্রু, কাবেরী, গোমতী, কৃষ্ণা, যমুনা, সরস্বতী, গণ্ডকী, ঋষিকুল্যা, মহানদী প্রভৃতি ও পাতাল হইতে ক্ষীরোদাদি সমুদ্রকে আহ্বান করিয়া আনিলেন। ঐ তীর্থসমূহকে সমাগত দেখিয়া ভুবনেশ ত্রিশূলাঘাতে পাষাণবিদারণপূর্বক বলিলেন,—"আমি এই স্থানে হ্রদ নির্মাণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি; তোমরা সকলে বিন্দু বিন্দু করিয়া এই স্থানে গলিত হও।" তীর্থসমূহ শম্ভুর আদেশ পালন করিলে ভগবান্ জনার্দন ও ব্রহ্মা-প্রমুখ-দেবগণ তাহাতে স্নান করিলেন। ভুবনেশ্বরও প্রমথগণের সহিত সানন্দে অবগাহন করিলেন এবং বলিলেন,—"এই স্থানে 'শঙ্করবাপী' ও 'বিন্দুসরোবর' নামে দুইটি পবিত্র জলাশয় প্রকাশিত হইল। শঙ্করবাপীতে স্নান করিলে মৎস্বারূপ্য এবং বিন্দুহ্রদে স্নান করিলে মৎসালোক্য লাভ হইবে।"

অনন্তর বৈষ্ণবপ্রবর শম্ভু জনার্দনকে নমস্কার বিধান পূর্বক বলিলেন,—"হে পুরুষোত্তম, আপনি কৃপাপূর্বক অনন্তের সহিত এই বিন্দু-হ্রদের পূর্বতীরে মূর্তিদ্বয়ে অবস্থান করিয়া আমার নিয়ামকত্ব ও ক্ষেত্রপালকত্ব করুন। তদবধি ভগবান্ অনন্তবাসুদেব নিজপ্রিয় শঙ্করকে উচ্ছিষ্টাদি-দানে কৃপা এবং শম্ভুর নিয়ামক ও ক্ষেত্রপালকরূপে বিন্দুসরোবরের পূর্ব-তটে বাস করিতেছেন। শ্রীশ্রীঅনন্তবাসুদেবের প্রসাদ নির্মাল্যে ভুবনেশ্বর শম্ভু অর্চিত হইয়া থাকেন।

'স্বর্ণাদ্রিমহোদয়' বলেন,—এই বিন্দুহ্রদ মণিকর্ণী নামেও খ্যাত এবং ইহা সর্বতীর্থের সার। এই তীর্থসার মণিকর্ণীতে স্নানান্তর শ্রীঅনন্তবাসুদেবকে দর্শন করিলে মনুষ্য নিশ্চিত বৈকুণ্ঠলোকে গমন করেন। ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবকে ধনাদি-দানে অন্যতীর্থ অপেক্ষা শতগুণ ফললাভ এবং শ্রীঅনন্তবাসুদেবের প্রসাদ-নির্মাল্য-দ্বারা পিতৃপুরুষগণকে পিণ্ড প্রদান করিলে পিতৃলোকের আত্মার অক্ষয়তৃপ্তি হইয়া থাকে। এই বিন্দুসরোবরে স্নান-সর্বতীর্থে স্নানের তুল্য। স্নানান্তে শ্রীঅনন্তবাসুদেব-দর্শনে অনন্ত ফল লাভ হয়।

এই বিন্দু-হ্রদে শ্রীশ্রীঅনন্তবাসুদেব ও শ্রীশ্রীমদনমোহনের চন্দনযাত্রা এবং নৌকাবিহারাদি হইয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণচরণ-রসোন্মত্ত শিবের অগ্রে নৃত্য—

যে চরণ-রসে শিব বসন না জানে।
হেন প্রভু নৃত্য করে শিব-বিদ্যমানে।।৩১৩।।

তৎপুরীতে রাত্রি-যাপন—

নৃত্য গীত শিব-অগ্রে করিয়া আনন্দ।
সে রাত্রি রহিলা সেই গ্রামে গৌরচন্দ্র।।৩১৪।।

বিন্দুসরোবরের পূর্ব-তটে শ্রীঅনন্তবাসুদেবের সুপ্রাচীন মন্দির আজও বিরাজমান রহিয়াছে। এই মন্দির বিবিধ শিল্পকলা-খচিত। সিদ্ধলগ্রাম-নিবাসী শ্রীভবদেব ভট্ট এই শিল্পকলা-বিভূষিত বৃহৎ মন্দিরে শ্রীশ্রীঅনন্তবাসুদেব-বিষ্ণুর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সাবর্ণগোত্রীয় শ্রোত্রিয়গণের রাজদত্ত বহুসংখ্যক গ্রাম ছিল। উহাদের মধ্যে সিদ্ধলগ্রাম সর্ব প্রধান। তথায় মহাদেব, ভবদেব (১ম) ও অট্টহাস নামক মহাত্মত্রয় জন্ম পরিগ্রহ করেন। এই তিন জনের মধ্যে ভবদেবই প্রধান ও প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি গৌড়েশ্বরের নিকট হইতে 'হস্তিনী' গ্রাম প্রাপ্ত হন। তাঁহার 'রথাঙ্গ' প্রমুখ অষ্ট পুত্র ছিল। রথাঙ্গের পূত্র অত্যঙ্গ, অত্যঙ্গের পুত্র বুধ, বুধের পুত্র আদিদেব গৌড়েশ্বরের প্রধান মন্ত্রীর পদে সমাসীন হইরয়াছিলেন। আদিদেবের পুত্র গোবর্দ্ধন বন্দ্যঘটীয় কুলোৎপন্না এক কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহারই গর্ভে দ্বিতীয় ভবদেব জন্মগ্রহণ করেন। ভবদেব তন্ত্র, গণিত নবীন জ্যোতিষ ও আয়ুর্বেদশাস্ত্রে পরম পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার রচিত জ্যোতিষশাস্ত্র, ন্যায়গ্রন্থ ও মীমাংসাগ্রন্থ পণ্ডিত-সমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এই ভবদেবের মন্ত্রণাবলে হরিবর্মদেব ও তৎপুত্র দীর্ঘকাল সাম্রাজ্য-সিংহাসন ভোগ করিয়াছিলেন। এই ভবদেব ভট্টই রাঢ়দেশের বিভিন্ন জলহীন স্থানে বহু জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইনিই নবনির্মিত মন্দিরে শ্রীশ্রীঅনন্তবাসুদেব বিষ্ণু শ্রীমূর্তি-সংস্থাপন এবং বিন্দুহ্রদের পঙ্কোদ্ধার করাইয়াছিলেন। ইনি ''বালবল্লভী-ভূজঙ্গ'' আখ্যায় বিভূষিত হইয়াছিলেন। শ্রীঅনন্তবাসুদেবশিলালিপি-মধ্যে ভবদেবভট্টের যে কুল-প্রশস্তি-গাথা রহিয়াছে, তাহা হইতে ঐ সকল কথা জানা যায়। ভবদেবের প্রিয়সুহৃৎ শ্রীবাচস্পতি-নামক কবি এই প্রশস্তি রচনা করেন। ইহা ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত শ্রীমন্দিরের অভ্যন্তরে সংরক্ষিত হইতেছিল। কর্ণেল কিটো সাহেব মেঘেশ্বরলিপির সহিত ঐ শিলালিপি শ্রীঅনন্তবাসুদেবের মন্দিরের প্রাচীরগাত্রে সংলগ্ন করিয়া দেন। এই শিলাফলকের আয়তন—দৈর্ঘ্যে দুই হস্ত চারি অঙ্গুলি এবং প্রস্থে এক হস্ত দুই অঙ্গুলি। ইহার মধ্যে ২৫টী পংক্তি উৎকীর্ণ আছে। অক্ষরসমূহ প্রায় এক অঙ্গুলি পরিমিত ।।৩০৮।।

'স্বর্ণাদ্রিমহোদয়ে' ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে মহাদেব বলিতেছেন;—''হে ব্রহ্মন্, একাম্রক-কাননে দেবতাগণের সহিত উপস্থিত হইয়া দিব্যবস্তুসমূহের দ্বারা সযত্নে সেই পুরাণলিঙ্গের অর্চন করিবে এবং অর্চনান্তে শ্রদ্ধার সহিত সেই প্রসাদ-নির্মাল্য ভোজন কবিবে।''

মহাদেবের এই আদেশ শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—''হে মহেশ্বর, আমরা তোমার মাহাত্ম্য জানি না। মুনিগণ কিন্তু লিঙ্গ-নির্মাল্য 'অভক্ষ্য' বলিয়া থাকেন, অতএব সেই নৈবেদ্য কিরূপে গ্রাহ্য হইতে পারে?''

ব্যাস বলিলেন,—''লিঙ্গ-নির্মাল্য অভক্ষ্য বটে; কিন্তু শ্রীভুবনেশ্বর লিঙ্গ নহেন; ইনি সনাতন ব্রহ্ম। শিবনির্মাল্য-দূষণ বাক্যগুলি ভুবনেশ্বরে প্রযোজ্য নহে। দেবগণ ভবসাগর উত্তীর্ণ হইবার জন্য এই ভুবনেশ্বরনৈবেদ্য গ্রহণ করেন। ভুবনেশ্বরে অর্পিত অন্ন ব্রহ্মবুদ্ধিতে সেবন করিবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং অধম জাতিও ভুবনেশ্বরের প্রসাদে পংক্তিভেদ করিবে না, অন্যথা নিশ্চয়ই নরকে যাইবে। ভুবনেশ্বরের প্রসাদ প্রাপ্তিমাত্রেই ভোজন করিবে; ইহাতে কোনও স্পর্শদোষ হয় না। দেবতা, পিতৃগণ ও ব্রাহ্মণগণকে এই প্রসাদ দান করিবে। কুরুক্ষেত্রে চন্দ্রসূর্যোপরাগে মহাদানে যে ফল লাভ হয়, ভুবনেশ্বরের উচ্ছিষ্ট অন্নদানে সেই ফলপ্রাপ্তি ঘটে। শুষ্ক, পর্যুসিত, দূরদেশাহৃত ভুবনেশ্বর-প্রসাদসেবনেও অনর্থমুক্তি ঘটে। ভুবনেশ্বর-প্রসাদ-সেবনে বিষ্ণুর দর্শন, পূজন, ধ্যান, শ্রবণাদির ফল উৎপন্ন হয়। অমৃতভক্ষণে বরং পুনর্জন্ম সম্ভব, কিন্তু ভুবনেশ্বর নির্মাল্যসেবনে পুনর্জন্ম হয় না। ভুবনেশ্বরের নির্মাল্য—দর্শনে কামদ, শিরে ধারণে পাপঘ্ন, ভক্ষণে অমেধ্য-ভোজন দোষের নিবারক, আঘ্রাণে মানসপাপনিষেধক, দর্শনে দৃষ্টিজ পাপনাশক, গাত্রলেপে শারীরপাপবিনাশক, আকণ্ঠভোজনে নিরম্বু-একাদশীব্রতপালনের ফলদায়ক এবং সর্বতোভাবে সেবায় বিষ্ণুভক্তিপ্রদায়ক।''

পুনর্বার ঋষিগণের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া ব্যাস বলিলেন,—''ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ব্রহ্মা নারদকে বলিয়াছিলেন,—মানুষের কথা কি, ব্রহ্মাদি-দেবতাগণ নরদেহ ধারণপূর্বক ভিক্ষুরূপে ভুবনেশ-নির্মাল্য যাজ্ঞা করেন। ভুবনেশ নির্মাল্য-ভক্ষণে শৌচাশৌচবিচার,

সেই স্থান শিব পাইলেন যেনমতে।
সেই কথা কহি স্কন্দপুরাণের মতে।।৩১৫।।

স্কন্দপুরাণোক্ত ভুবনেশ্বর শিবের কথা—

কাশীমধ্যে পূর্বে শিব পার্বতী-সহিতে।
আছিলা অনেক কাল পরম-নিভৃতে।।৩১৬।।

তবে গৌরী-সহ শিব গেলেন কৈলাস।
নর-রাজ-গণে কাশী করয়ে বিলাস।।৩১৭।।

তবে কাশীরাজ-নামে হৈলা এক রাজা।
কাশীপুর ভোগ করে করি' শিবপূজা।।৩১৮।।

কাশীরাজের কৃষ্ণকে যুদ্ধে পরাজয় করিবার কামনায় শিব-পূজা—

দৈবে আসি কালপাশ লাগিল তাহারে।
উগ্র-তপে শিব পূজে কৃষ্ণে জিনিবারে।।৩১৯।।

কালনিয়মাদি বিচার কিছুই নাই। অত্যন্ত নীচ ব্যক্তির দ্বারাও ভুবনেশ্বর প্রসাদ স্পৃষ্ট হইলে সেই প্রসাদগ্রহণে বিষ্ণুলোক-প্রাপ্তি ঘটে। যাহারা ভুবনেশ্বরের প্রসাদনির্মাল্যকে লিঙ্গনির্মাল্যসামান্যে বিচার করিয়া তাহার নিন্দা করে, তাহারা নরকগামী হয়। ভুবনেশ্বরের নৈবেদ্যের পাচিকা----স্বয়ং বৈষ্ণবীশ্রেষ্ঠা গৌরী এবং ভোক্তা সনাতন ব্রহ্ম; সুতরাং ইহাতে স্পর্শদোষের বিচার নাই। ইহাকে সাক্ষাৎ ব্রহ্মবৎ জানিবে। শ্রীঅনন্তবাসুদেবের উচ্ছিষ্ট----ভুবনেশ-মহামহাপ্রসাদ-নির্মাল্য কুক্কুরের মুখভ্রষ্ট এবং অমেধ্যস্থানগত হইলেও ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণেরও ভোজনীয়। বৈকুণ্ঠ-লিঙ্গরাজান্নভোজনে ব্রহ্মেন্দ্রাদির অপ্রাপ্য শ্রীবিষ্ণুর অনাময়পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই অন্নভোজনকারীকে যাহারা নিন্দা করে, তাহারা যতকাল চন্দ্রসূর্য থাকিবে, ততকাল নরকবাস করিবে। স্নাত বা অস্নাত অবস্থায় প্রাপ্তিমাত্র ভুবনেশ্বরের মহাপ্রসাদ-সেবনে বাহ্যাভ্যন্তর পবিত্র হয়। শ্রীঅনন্তবাসুদেবের উচ্ছিষ্টের উচ্ছিষ্ট স্বরূপ এই মহামহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য অনন্তদেবও সহস্রবদনে বর্ণন করিতে পারেন না। এই প্রসাদ-মাহাত্ম্যশ্রবণে ভুবনেশ প্রসন্ন হন; ভুবনেশ প্রসন্ন হইলে গোবিন্দও প্রসন্ন হইয়া থাকেন।''

প্রত্যহ শ্রীশ্রীঅনন্তবাসুদেবের পূজা ও ভোগ সমাপ্ত হইলে শ্রীভুবনেশ্বর স্বীয় পূজা ও ভোগাদি গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই বিধি এখনও শ্রীভুবনেশ্বরে প্রচলিত রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত তিনি নিজে রথাদিতে অরোহণ না করিয়া এবং চন্দনযাত্রা, নৌকাবিলাস প্রভৃতিতে বহির্গত না হইয়া তাঁহার নিত্যপ্রভু শ্রীশ্রীঅনন্তবাসুদেব ও শ্রীশ্রীমদনমোহনকে ঐ সকল যান ও নানাবিধ বিলাসপরিচর্যাদি প্রদান করিয়া স্বীয় আচরণের দ্বারা কৃষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগের আদর্শ প্রদর্শনপূর্বক জগদ্‌বাসীকে বিষ্ণুভক্তি শিক্ষা প্রদান করেন। পূর্বে যে যে স্থানে শ্রীভুবনেশ্বরের বিমান ও রথাদিতে আরোহণ প্রভৃতি বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে, তত্তৎস্থানেও শ্রীশ্রীমদনমোহন ও শ্রীঅনন্তবাসুদেবের বিজয়বিলাসই বুঝিতে হইবে।

ভুবনেশ্বরের পাণ্ডাগণ শ্রীশ্রীমদনমোহনকে 'ভুবনেশ্বরের প্রতিনিধি' বলিয়া থাকেন। এখানে 'প্রতিনিধি' শব্দের অর্থ অধীন পুরুষ নহে; যেমন সাধারণতঃ 'রাজা' ও 'রাজপ্রতিনিধি' প্রভৃতি শব্দে অর্থপ্রতীতি হয়। শ্রীভুবনেশ্বর ভৃত্য বা শক্তিতত্ত্ব বিচারে যাবতীয় ভোগবিলাস নিজে গ্রহণ না করিয়া একমাত্র প্রভু, শক্তিমত্তত্ত্ব, সকল ভোগের মালিক, স্বরাট্ পুরুষ মদনমোহনকেই ভোগ করাইয়া থাকেন অর্থাৎ নিজে ভোগ না করিয়া প্রভুকে ভোগ করান বলিয়া 'প্রতিনিধি' অর্থাৎ 'বদলী' বলা হইয়াছে। ভুবনেশ্বর নিজ পূজার পরিবর্তে তৎপ্রভু শ্রীমদনমোহন ও শ্রীঅনন্ত-বাসুদেবের পূজাই বরণ করেন। তিনি যখন নিজেও কোন পূজা গ্রহণ করেন, তাহাও শ্রীমদনমোহন বা শ্রীঅনন্তবাসুদেবের ভৃত্যবিচারে; স্বতন্ত্রবুদ্ধিতে তিনি কখনও কোন সেবা গ্রহণ করেন না।

শ্রীমদনমোহন-মূর্তি----যাহা শ্রীভুবনেশ্বরে বিরাজিত রহিয়াছেন, তাহা দ্বিভুজ নহেন, পরন্তু চতুর্ভুজ। শ্রীমদনমোহনের বামহস্তের উপরিভাগে 'মৃগ', দক্ষিণ হস্তের উপরিভাগে 'পরশু', বামহস্তের নিম্নভাগে 'অভয়' এবং দক্ষিণ হস্তের নিম্নভাগে 'বর' সূচক চিহ্ন শোভিত রহিয়াছে। ভুবনেশ্বরের মূল মন্দিরের দক্ষিণে একটী মন্দিরে শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোবিন্দ, পঞ্চবক্ত্র মহাদেব, শ্রীঅনন্তবাসুদেবের বিজয়মূর্তি, চতুর্ভুজ হরিহরমূর্তি, শ্রীশালগ্রাম প্রভৃতি বিরাজিত রহিয়াছেন।

ভুবনেশ্বরের মন্দিরের সেবাদি পরিচালনার তত্ত্বাবধায়কস্বরূপ কমিটীর সভ্যমধ্যে কটকের উকীল শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায়, পুরী-জেলাস্থ ঢেঙ্গার জমিদার শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর চৌধুরী এবং কটকের উকীল শ্রীযুক্ত গোপাল প্রহররাজ আছেন। কমিটী একজন

প্রত্যক্ষ হইলা শিব তপের প্রভাবে।
'বর মাগ' বলিলে, সে রাজা বর মাগে'।।৩২০।।

"এক বর মাগোঁ প্রভু, তোমার চরণে।
যেন মুঞি কৃষ্ণ জিনিবারে পারোঁ রণে।।"৩২১।।

ম্যানেজার নিযুক্ত করিয়াছেন। বর্তমান ম্যানেজারের নাম----শ্রীযুক্ত লছমন রামানুজদাস। ম্যানেজার পাণ্ডাগণের তরফের নিম্নলিখিত চারি জন পাণ্ডার নিকট হইতে ভুবনেশ্বরের বিভিন্ন সেবার খরচাদি এবং আয়-ব্যয় প্রভৃতি বুঝা-পড়া করিয়া থাকেন। এই চারি জনের নাম---(১) জগন্নাথ মহাপাত্র, (২) নারায়ণ মকদম, (৩) দামোদর সান্তরা এবং (৪) সদয় মহাপাত্র।

শ্রীজগন্নাথদেবের সিংহদরজার অভ্যন্তরে যেরূপ বর্ণাশ্রমবহির্ভূত পতিত ব্যক্তিগণের দর্শনার্থ ভুবনেশ্বরের মন্দিরের সিংহদরজার অভ্যন্তরেও পতিতপাবন মূর্তি বিরাজমান। সিংহদ্বারের মধ্যেই আনন্দবাজার; পুরীর আনন্দবাজারের মত এখানেও প্রসাদাদি ক্রয়-বিক্রয় হইয়া থাকে, জগন্নাথের প্রসাদের মত এখানেও প্রসাদে স্পর্শদোষ ও উচ্ছিষ্ঠাদি বিচার নাই। সিংহদরজা অতিক্রম করিবার পর মন্দিরের সম্মুখে যে গরুড়স্তম্ভ আছে, সেই স্তম্ভের উপর বৃষ ও গরুড় বিরাজিত আছেন এবং জগন্নাথের মন্দিরের ন্যায় এখানেও প্রবেশপথে নৃসিংহ-মূর্তি বিরাজমান। তিনি চতুর্ভুজ, শান্তমূর্তি, উপরিভাগের দক্ষিণ হস্তে চক্র, উপরিভাগের বামহস্তে শঙ্খ, নিম্নের দুই হস্তে বেদপুস্তক এবং অঙ্কে শ্রীলক্ষ্মীদেবী। মূল মন্দিরের দক্ষিণ দিকে ভুবনেশ্বরের ভোগশালা, এখানে চন্দ্র-সূর্যের কিরণ পতিত হইতে পারিবে না----এইরূপ আদেশ আছে। এখানে ৩৬০ ঘরের ব্রাহ্মণপাণ্ডাগণ রন্ধন করেন। মূল মন্দিরের অভ্যন্তরে হরিহর-মিলিত-তনু শ্রীভুবনেশ্বর। পাণ্ডাগণ কৃষ্ণ ও শ্বেতঅঙ্গ-মিলিত শ্রীভুবনেশ্বর দেখাইয়া থাকেন। শ্রীভুবনেশ্বরের অঙ্গ চক্রাকার, তাহাতে গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর চিহ্ন এবং মৎস্য-কুর্মাদি দশাবতার রহিয়াছেন।

ভুবনেশ্বরের মন্দিরের অপূর্ব শিল্পনৈপুণ্য সাধারণ দর্শকগণেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। ভুবনেশ্বরের মন্দির, শ্রীঅনন্তবাসুদেবের মন্দির এবং ভুবনেশ্বরের আরও বহু বহু মন্দিরের ভাস্কর্য-নৈপুণ্য দর্শন করিলে একদিন ভারতীয় শিল্পের কিরূপ অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। ভুবনেশ্বরের মন্দির উচ্চে প্রায় ১৬৫ ফুট। বিন্দুসাগরের দক্ষিণে প্রায় ৩০০ গজ দূরে উচ্চ প্রাকার পরিবেষ্টিত সুবৃহৎ পাষাণময় চত্বর-মধ্যে এই মন্দির অবস্থিত। মন্দির-ভূমি দৈর্ঘ্যে ৫২০ এবং প্রস্থে ৪৬৫ ফুট।

তদ্ব্যতীত উত্তরমুখে ২৮ ফুট বাহিরশালা রহিয়াছে। মুখশালীর পরিমাণ ২৩৫ ফুট। প্রাকারের স্থূলতা ৭ ফুট ৫ ইঞ্চি। প্রাকারের চতুর্দিকে বৃহৎ প্রবেশদ্বার আছে। পূর্ব দ্বারই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ইহা 'সিংহদ্বার'-নামে কথিত। দ্বারের দুই পার্শ্বে দুইটী বৃহৎ সিংহমূর্তি বিরাজিত আছে। প্রাকারের ভিতর বরাবর ২০ ফুট বিস্তৃত ও ৪ ফুট উচ্চ পাথরের গাঁথুনি আছে। বহিঃশত্রুগণের হস্ত হইতে মন্দির-রক্ষার নিমিত্ত এই দুর্ভেদ্য প্রস্তরায়তন নির্মিত হইয়াছিল। ইহারই একপার্শ্বে শ্রীনৃসিংহ মূর্তি বিরাজমান আছেন। পশ্চিমদিকে চত্বরের মধ্যে আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিবালয় রহিয়াছে, তন্মধ্যে একটী ২০ ফুট উচ্চ মন্দির আছে। উহা মূল মন্দির অপেক্ষাও অধিকতর প্রাচীন। ইহার গর্ভগৃহ চত্বরের সমতল হইতে প্রায় ৫।০ ফুট নিম্নে কথিত হয়, এই স্থানেই আদি-লিঙ্গমূর্তি বিরাজিত। মূল মন্দির নির্মিত হইবার পরও এস্থান হইতে আদিলিঙ্গ স্থানচ্যুত করা হয় নাই। পশ্চিমদিকের এক কোণে ভুবনেশ্বরীর মন্দির আছে। সিংহদ্বার-পথে প্রবেশ করিয়া যে সুবিস্তৃত পাষাণ চত্বর দৃষ্ট হয়, সেই চত্বরের একপার্শ্বে সমতল ছাদবিশিষ্ট গোপালিনীর মন্দির। গোপালিনীর মন্দিরের ভূমি মূল মন্দিরের চত্বর অপেক্ষা নিম্ন হইলেও উপরি-উক্ত আদিলিঙ্গ -মূর্তির সহিত সমতলে অবস্থিত। গোপালিনীর মন্দিরের পশ্চিমে ছয়টী প্রস্তর-সোপান আছে। ঐ প্রস্তর-সোপানের উপরে ও ভুবনেশ্বরের ভোগমণ্ডপের তলদেশে মধ্যস্থলে প্রবেশদ্বারের দক্ষিণভাগে বৃষভমূর্তি উপবিষ্ট।

শ্রীভুবনেশ্বরের মন্দিরের সম্মুখভাগে ভোগমণ্ডপ; তৎপশ্চাতে নাট্যমন্দির, তৎপরে জগমোহন এবং জগমোহনের পশ্চাতে মূলমন্দির ও তন্মধ্যে গর্ভগৃহ অবস্থিত। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সিদ্ধান্তানুসারে উক্ত ভোগমণ্ডপ কমলকেশরীর রাজত্বকালে ৭৯২ হইতে ৮১১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নির্মিত হয় । কিন্তু আবার অপরাপর প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন যে, যিনি কোণার্কের সূর্যমন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন, সেই গঙ্গাবংশীয় নরপতি নরসিংহদেব তাঁহার রাজ্যের ২৪ অঙ্কে উক্ত ভোগমণ্ডপ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। নাট্যমন্দিরের কপাটে যে উৎকীর্ণ-লিপি আছে, তৎপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, কর্ণাটবিজেতা মহারাজ কপিলেন্দ্রদেব ভুবনেশ্বরের

ভোলানাথ শঙ্করের চরিত্র অগাধ।
কে বুঝে কিরূপে কা'রে করেন প্রসাদ।।৩২২।।

আত্মবঞ্চনাকারী কাশীরাজের আসুরিক তপস্যার ফলরূপে শিবের বঞ্চনাময় বর দান—

তা'রে বলিলেন—''রাজা, চল যুদ্ধে তুমি।
তোর পাছে সর্ব-গণ সহ আছি আমি।।৩২৩।।

তোরে জিনিবেক হেন কার্ শক্তি আছে।
পাশুপত অস্ত্র লই' মুঞি তোর পাছে।।''৩২৪।।

মূঢ় কাশীরাজের শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিযান—

পাইয়া শিবের বল সেই মূঢ়- মতি।
চলিলা হরিষে যুদ্ধে কৃষ্ণের সংহতি।।৩২৫।।

সেবার জন্য বহু জমিজমার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। অনেক প্রত্নতত্ত্ববিদ্-এর মতে এই নাট্যমন্দির কপিলেন্দ্রদেবের বহু পূর্বে নির্মিত হইয়াছিল। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন,---- ১০৯৯ হইতে ১১০৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে শালিনীকেশরীর রাণী এই নাট্যমন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন; কিন্তু অনেক প্রত্নতত্ত্ববিদ্ এই উক্তির ভ্রম প্রদর্শন করেন। দেউলের অভ্যন্তরস্থ প্রবেশ-দ্বারের দক্ষিণ পার্শ্বে যে উৎকীর্ণশিলালিপি আছে, তাহা হইতে জানা যায়, রাজা নরসিংহদেব কোণার্কের সূর্যমন্দির ও তাহার দ্বার প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। ভুবনেশ্বরের নাটমন্দির ও উহার দ্বার সেই বীর গঙ্গ-রাজেরই কীর্তি। ঐ শিলালিপির উপরে রাজতনুজা'র নাম থাকায় অনেকে মনে করেন, সেই গঙ্গারাজকন্যাই উহার সূত্রপাত করিয়া যান। কেহ কেহ অনুমান করেন, উক্ত রাজকন্যাই মাদলাপঞ্জিতে শালিনীকেশরীর মহিষী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

জগমোহনের নির্মাণকৌশল, ভাস্করকার্য ও শিল্পনৈপুণ্য অতীব অপূর্ব। জগমোহনের ছাদ্ ভোগমণ্ডপের ছাদেরই ন্যায় চূড়াকার। ৩০ ফুট করিয়া উচ্চ চারিটী সুবৃহৎ পাষাণস্তম্ভ ছাদের অবলম্বনস্বরূপ বিরাজিত রহিয়াছে। ইহার দক্ষিণ প্রবেশ-দ্বারের নিকট বামভাগে একটী চতুরস্র গৃহ রহিয়াছে, তাহা যথেষ্ট শিল্পনৈপুণ্য-বিভূষিত; কিন্তু নির্মাতা উহার কারুকার্য শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। এই ঘরে কয়েকটী পিতলময়ী অর্চা বিরাজিত রহিয়াছেন। ইঁহারা ভুবনেশ্বরের উৎসবকালীন বিজয়মূর্তি। ভুবনেশ্বরের মন্দিরের উচ্চতা চত্বর হইতে কলস পর্যন্ত ১৬০ ফুট; কিন্তু মন্দিরের গর্ভগৃহ চত্বর হইতে ২ ফুট নিম্ন হওয়ায় পূর্বের চত্বর গৃহ-ভূমিকা হইতে আরও ২।৩ ফুট নিম্নে অবস্থিত ছিল। কাজেই সেই সময়ের দেউলের উচ্চতা প্রায় ১৬৫ ফুট হইবে।

ভুবনেশ্বরে লিঙ্গরাজ শ্রীভুবনেশ্বরের মন্দির, শ্রীঅনন্তবাসুদেবের মন্দির ব্যতীত চতুর্দিকে আরও বহু মন্দির বিস্তৃত রহিয়াছে। পূর্বে উক্ত হইয়াছে, ভুবনেশ্বরের মন্দিরের উচ্চতা বর্তমানে চত্বর হইতে কলস পর্যন্ত ১৬০ ফুট। অনন্তবাসুদেবের মন্দিরের উচ্চতা ৬০ ফুট। এতদ্ব্যতীত রামেশ্বরের মন্দির উচ্চে ৭৮ ফুট, যমেশ্বর ৬৭ ফুট, রাজারাণী দেউল ৬৩ ফুট, ভগবতীর মন্দির ৫৪ ফুট, সারীদেউল ৫৩ ফুট, নাগেশ্বর ৫২ ফুট, সিদ্ধেশ্বর ৪৭ পুট, কপিলেশ্বর ৬৪ ফুট, কেদারেশ্বর ৪৬ ফুট, পরশুরামেশ্বর ৩৮ ফুট, মুক্তেশ্বর ৩৫ ফুট, এবং কোপারি ৩৫ ফুট।

অনেকে মনে করেন, পুরীর মন্দির অপেক্ষা ভুবনেশ্বরের মন্দির অধিকতর প্রাচীন এবং পুরীর মন্দিরের শিল্প ভুবনেশ্বরেরই অনুকরণ।

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলিয়াছেন,----রাজা যযাতিকেশরী মগধ হইতে আগমন করিয়া যবনদিগকে বিতাড়িত করেন এবং বৌদ্ধধর্মের ধ্বংসাবশেষের উপর পুনরায় হিন্দুধর্ম সংস্থাপন করিয়াছিলেন। যযাতিকেশরীর রাজত্বকাল ৪৭৪ হইতে ৫২৬ খৃষ্টাব্দ। যযাতিকেশরীর রাজ্যাবসানকালে ভুবনেশ্বরের মন্দির ও জগমোহনের নির্মাণকার্য আরম্ভ হয়। যযাতিকেশরী নির্মাণ-কার্য শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার বংশধর সূর্যকেশরী বহুকাল রাজত্ব করিলেনও মন্দিরের জন্য কোন চেষ্টা করেন নাই; কিন্তু তাঁহার উত্তরাধিকারী অনন্তকেশরী মন্দিরের নির্মাণকার্য পুনরায় আরম্ভ করেন। অবশেষে ললাটেন্দুকেশরীর রাজত্বকালে ৫৮৮ শকে (৬৬৬ খৃষ্টাব্দে) ভুবনেশ্বরমন্দিরের নির্মাণকার্য সম্পন্ন হয়। এ সম্বন্ধে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র নিম্ন নিম্নলিখিত শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন,----

''গজাষ্টেষুমিতে জাতে শকাব্দে কীর্তিবাসসঃ।
প্রাসাদমকরোদ্রাজা ললাটেন্দুশ্চ কেশরী।।''

অনুচর-সহ শিবের রাজার পক্ষাবলম্বন—

শিব চলিলেন তা'র পাছে সর্ব-গণে।
তা'র পক্ষ হই' যুদ্ধ করিবার মনে।।৩২৬।।

বিষ্ণুর সুদর্শন-নিক্ষেপ—

সর্বভূত-অন্তর্যামী দেবকী-নন্দন।
সকল বৃত্তান্ত জানিলেন সেইক্ষণ।।৩২৭।।

কিন্তু কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিৎ মিত্র মহাশয়ের এই মতের অনুমোদন করেন না। তাঁহারা বলেন, জগন্নাথের মন্দির-নির্মাণ-সম্বন্ধে যেরূপ হাতগড়া শ্লোক প্রচলিত হইয়াছে, এটীও সেইরূপ কল্পিত শ্লোক, ইহার মূলে কোনরূপ ঐতিহাসিক সত্য নাই। তাঁহারা আরও বলেন, জগন্নাথের মাদলাপঞ্জি হইতে রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র যে বিবরণ উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা ইতিহাসানভিজ্ঞ পাণ্ডাগণের দ্বারা তীর্থের প্রাচীনতা-প্রদর্শনের কাল্পনিক চেষ্টা মাত্র। ভুবনেশ্বরের মন্দির ও জগমোহন হইতে মন্দিরনির্মাণ-কালের সমসাময়িক যে শিলালিপি বহির্গত হইয়াছে, তাহার সাহায্যেই ভুবনেশ্বরের মন্দির-নির্মাণকাল জানা যায়। যে অনঙ্গভীম পুরুষোত্তমের শ্রীমন্দির-নির্মাতা বলিয়া বিখ্যাত, সেই অনিয়ঙ্কভীমই শিলালিপিতে ভুবনেশ্বরের মন্দির নির্মাণকারী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। শিলালিপিতে অনিয়ঙ্কভীমের ৩৪ অঙ্ক ও প্রবহতি সংবৎসর পাওয়া গিয়াছে। চাটেশ্বরের শিলাপিপি ও দ্বিতীয় নরসিংহদেবের তাম্রশাসনে অনঙ্গভীম বা অনিয়ঙ্কভীম বলিয়া দুই জনের নাম পাওয়া যায়। প্রথম অনঙ্গভীম চোড়গঙ্গের চতুর্থ পুত্র। ইনি ১০ বৎসরকাল রাজত্ব করেন। ইনি উৎকলবিজয় করিয়া পুরুষোত্তমের মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় অনঙ্গভীম প্রথম অনঙ্গভীমের পৌত্র ও রাজরাজের পুত্র। ইনি প্রায় ১২৫৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ৩৪ ব'সরকাল রাজত্ব করেন। ভুবনেশ্বরের শিলালিপিতে ''রাজরাজতনুজ' ও অনিয়ঙ্কভীমের ৩৪ রাজ্যাঙ্ক থাকায় কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিৎ দ্বিতীয় অনিয়ঙ্ক বা অনঙ্গভীমকেই ভুবনেশ্বরের মন্দির-নির্মাণকারী বলিয়া নির্দেশ করেন। এই দ্বিতীয় অনিয়ঙ্কভীম কটক, পুরী ও গঞ্জাম জেলার বহু স্থানে সুবৃহৎ শিবমন্দিরসমূহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

আমরা বিন্দুসরোবরের পূর্বতটে মধ্যঘাটের সম্মুখে অনন্তবাসুদেবের মন্দিরের কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। এই মন্দির দৈর্ঘ্যে ১৩১ ফুট ও প্রস্থে ১১৭ ফুট। ইহার মুখশালীর দৈর্ঘ্য ৯৬ ফুট ও বিস্তৃতি ২৫ ফুট। মূল মন্দিরের সঙ্গে প্রথমে জগমোহন, তৎপরে নাট্যমন্দির ও তৎপশচাতে ভোগমণ্ডপ। কলস পর্যন্ত মন্দিরের উচ্চতা ৬০ ফুট। নাট্যমন্দিরের অভ্যন্তর-প্রদেশে কৃষ্ণপ্রস্তরময়ী একটী গরুড়মূর্ত্তি বিরাজিত রহিয়াছেন। মূলমন্দিরে শ্রীঅনন্তবাসুদেব বিষ্ণু বিরাজমান। এই অনন্তবাসুদেবের শ্রীমন্দিরই ভুবনেশ্বরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন মন্দির; ইহা প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণও একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্বাগ্রে সর্বেশ্বরেশ্বর অনন্তবাসুদেব বিষ্ণুর শ্রীমূর্তি দর্শন না করিয়া তীর্থযাত্রিগণ শ্রীবাসুদেব-বশ্য অন্য কোন দেবতার দর্শনে গমন করিতে পারেন না। এখনও এই বিধি ভুবনেশ্বর-তীর্থে প্রচলিত রহিয়াছে। ইতঃপূর্বে শ্রীঅনন্তবাসুদেবের শ্রীমন্দিরের প্রাচীন-গাত্রে শিলাফলকোদ্ধৃত ভবদেবমিত্র কবি-বাচস্পতিমিশ্র-রচিত শ্লোকাবলী হইতে জানা গিয়াছে, অনন্তবাসুদেবের মন্দির ও তৎসম্মুখস্থ বিন্দুসরোবর ভবদেব ভট্ট নির্মাণ করাইয়াছেন। বাচস্পতিমিশ্র ৮৯৮ শকে অর্থাৎ ৯৭৬ খৃষ্টাব্দে 'ন্যায়সূচীনিবন্ধ' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার প্রিয় পুত্র ভবদেব ভট্টের অভ্যুদয়কাল তৎসমসাময়িক বিচার করা অনুচিত নহে; কাজেই কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীঅনন্তবাসুদেবের মন্দির খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দিতে নির্মিত বলিয়া বিচার করেন।

বিন্দুসরোবর দৈর্ঘ্যে ১৩০০ ফুট, প্রস্থে ৭০০ ফুট এবং গভীরতায় ১৬ ফুট। এই সুবৃহৎ সরোবরের চতুর্দিকেই পাথর দিয়া বাঁধান। বিন্দুরসোবরের মধ্যস্থলে পাথরের আলিদ্বারা গাঁথা একটী দ্বীপ আছে। এই দ্বীপের পরিমাণ ১০০×১০০ ফুট। উক্ত দ্বীপের উত্তরপূর্বকোণে একটী ক্ষুদ্র মন্দির বিরাজিত। স্নানযাত্রার সময় এখানে শ্রীঅনন্তবাসুদেবের বিজয়মূর্তি আগমন করেন। মন্দির-পার্শ্বস্থ ফোয়ারা হইতে নির্গত জলদ্বারা ভগবানের অভিষেকোৎসব হয়। এই বিন্দুসরোবর স্নানযাত্রার সময়ে অর্থাৎ বর্ষাকালে বড় বড় কুম্ভীরের বাসভূমি হয়।

ষ্টার্লিং, হাণ্টার, কনিংহাম প্রভৃতি পাশচাত্য ঐতিহাসিক এবং রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি প্রাচ্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ ভুবনেশ্বরকে বৌদ্ধগণের একটী প্রধান স্থান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য প্রাচ্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ নানাপ্রকার যুক্তি, প্রমাণ, ভুবনেশ্বরের নানা পুরাণ-গ্রন্থের প্রমাণ হইতে দেখাইয়াছেন যে, বুদ্ধদেবের সময়ে এই ভুবনেশ্বর যে বৌদ্ধদিগের প্রধান স্থান ছিল বলিয়া

জানিয়া বৃত্তান্ত নিজচক্র-সুদর্শন।
এড়িলেন কৃষ্ণচন্দ্র সবার দলন।।৩২৮।।

সুদর্শন-চক্রে কাশীরাজের মুণ্ডপাত ও কাশী দগ্ধ—

কারো অব্যাহতি নাহি সুদর্শন-স্থানে।
কাশীরাজ মুণ্ড গিয়া কাটিল প্রথমে।।৩২৯।।

শেষে তা'র সম্বন্ধে সকল বারাণসী।
পোড়াইয়া সকল করিল ভস্ম-রাশি।।৩৩০।।

শিবের ক্রোধ ও পাশুপত অস্ত্রনিক্ষেপ—

বারাণসী দাহ দেখি' ক্রুদ্ধ মহেশ্বর।
পাশুপত-অস্ত্র এড়িলেন ভয়ঙ্কর।।৩৩১।।

অনুমান, তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। খণ্ডগিরি ও উদয়গিরিতে বৌদ্ধ-কীর্তির যে নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহা বুদ্ধদেবের অনেক পরবর্তী। যে সকল পুরাবিদ্গণ 'হাথিগোফা'কে বৌদ্ধ কীর্তি বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সেই উক্তি বিপর্যস্ত হইয়াছে। কারণ, এখন উহা জৈন-কীর্তি বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। 'হাথিগোফা'র উৎকীর্ণ শিলালিপিতে জৈনধর্মাবলম্বী কলিঙ্গরাজ খারবেল ভূপতির প্রশস্তি কীর্তিত হইয়াছে। কিন্তু এই জৈনরাজ খারবেল কোন্ সময়ে ভুবনেশ্বরে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। মহাভারত বনপর্ব ১১৪ অধ্যায়ে যে বিবরণ আছে, তাহাতে জানা যায়, গঙ্গাসাগর-সঙ্গমের পরে কলিঙ্গদেশের অন্তর্গত বৈতরণী তীর্থ এবং তাহার তীরে ব্রহ্মার যজ্ঞস্থান যাজপুর, তৎপরে স্বয়ম্ভু-বন, তৎপরে লবণসমুদ্রের সমীপস্থ মহাদেবী----যাহা 'পুরুষোত্তমক্ষেত্র' বলিয়া প্রসিদ্ধ। তৎপরে মহেন্দ্রাচল; এই পর্বত গঞ্জামপ্রদেশে অবস্থিত এবং পরশুরামের স্থান বলিয়া খ্যাত। উপরে যে স্বয়ম্ভু-বনের কথা উক্ত হইয়াছে, সে 'স্বয়ম্ভু'----শব্দের অর্থ----শম্ভু বা মহাদেব, ইহাই 'দুর্ঘটার্থপ্রকাশিনী' প্রভৃতি প্রাচীন মহাভারতের টীকার অভিমত। বহু পূর্বকাল হইতে এই স্বয়ম্ভু-বন তপস্বিগণের তপস্যার স্থান ছিল। উৎকলখণ্ডে (১৩শ অঃ) বর্ণিত আছে,----

ইত্থমেতৎ পুরা ক্ষেত্রং মহাদেবেন নির্মিতম্।
তত্র সাক্ষাদুমাকান্তঃ স্থাপিতঃ পরমেষ্ঠিনা।
যদেতচ্ছাম্ভবং ক্ষেত্রং তমসো নাশনং পরম্।।

প্রাচীনকালে মহাদেবের দ্বারা এই ক্ষেত্র নির্মিত হইয়াছিল। তথায় ব্রহ্মা সাক্ষাৎ পার্বতী-পতিকে স্থাপন করিয়াছেন। সেই সময় হইতেই এই স্থান তমোবিনাশক শ্রেষ্ঠ শাম্ভবক্ষেত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই শাম্ভবক্ষেত্র 'একাম্রকবন' বা 'একাম্রকক্ষেত্র' বলিয়াও পরিচিত।

স্কন্দপুরাণের উৎকলখণ্ডে বর্ণিত আছে,----

স বর্ততে নীলগিরির্যোজনেঽত্র তৃতীয়কে।
ইদন্ত্বেকাম্রকবনং ক্ষেত্রং গৌরীপতের্বিদুঃ।।
চতুর্দেহস্থিতোঽহং বৈ যত্র নীলমণিময়ঃ।
তস্যোত্তরস্যাং বিখ্যাতং বনমেকাম্রকাহ্বয়ম্।।

উৎকল দেশে নীলাচলের দুই যোজন উত্তরে পার্বতীপতির ক্ষেত্র একাম্রকানন বিরাজিত। মহাভারত বনপর্বে কথিত স্বয়ম্ভু-বনই একাম্রকক্ষেত্র এবং উহা বৌদ্ধযুগের বহু পূর্ববর্তী বলিয়া, অনেক মনীষী বিচার করিয়াছেন।

কপিলসংহিতায় শ্রীভুবনেশ্বরদেবের একটী বিবরণ পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে কাশীধামস্থ বিশ্বেশ্বর দেবর্ষি নারদকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি আর কাশীতে থাকিবেন না, এই কাশী শীঘ্রই বিনষ্ট হইবে, যেহেতু এই স্থানে অভিজ্ঞানবিহ্বল নাস্তিকগণ উপদ্রব করিতেছে; যথার্থ ধর্ম আর এখানে থাকিবে না, সকলেই অধর্মাচারী হইয়া পড়িবে। আর এই স্থান ক্রমশই জনাকীর্ণ ও তপোবিঘ্নকর হইয়া উঠিতেছে। মহাদেব পার্বতীর জন্য যত্নসহকারে এই পুরী স্থাপন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু জ্ঞানবিহ্বল নাস্তিকগণের উপদ্রবে তাঁহার কিছুতেই এই স্থানে থাকিবার অভিলাষ হইতেছে না। এমন পরম স্থান কোথায়----যেস্থানে অবস্থিত হইয়া ভগবান্ পুরুষোত্তমের নিত্য আরাধনা করা যায়? বৈষ্ণবরাজ শম্ভুর এই উক্তি শ্রবণ করিয়া দেবর্ষি নারদ তদুত্তরে বলিয়াছিলেন যে, লবণজলধির তীরে নীলশৈল নামে একটী প্রসিদ্ধ পর্বত আছে; তাহারই উত্তরে পরমরম্য একাম্রককানন।

পাশুপত-অস্ত্র কি করিব চক্র-স্থানে।
চক্রতেজ দেখি' পলাইল সেইক্ষণে।।৩৩২।।

শেষে মহেশ্বর প্রতি যায়েন ধাইয়া।
চক্র-ভয়ে শঙ্কর যায়েন পলাইয়া।।৩৩৩।।

সেই বিজন বনে অনন্তের সহিত সর্বেশ্বরেশ্বর রমানাথ 'বাসুদেব' নামে বিঘোষিত হইয়া বিরাজিত রহিয়াছেন। সেই স্থান পরম গুহ্য। মহাদেব নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া কাশী পরিত্যাগপূর্বক পার্বতীর সহিত একাম্রককাননে গমন করিলেন এবং সেই পুণ্যক্ষেত্রে গমন করিয়া শ্রীহরিকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন,----"আমি তোমার আশ্রয়ে আসিয়াছি, তোমার এই প্রিয়স্থানে, তোমার এই পাদপদ্ম-সন্নিধানে আমায় বাস প্রদান কর।" শ্রীবাসুদেব বৈষ্ণবরাজ শম্ভুর এই আর্তি শ্রবণ করিয়া বলিলেন,---- 'হে শম্ভো, আমি সানন্দচিত্তে তোমাকে এই স্থানে থাকিতে দিব, কিন্তু তুমি শপথ করিয়া বল যে, আর কখনও কাশী যাইবে না।" তখন শঙ্কর বলিলেন,----"আমি কিরূপে কাশীধাম একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারি? সেখানে যে আমার প্রিয়জাহ্নবী ও সর্বতীর্থময়ী মণিকর্ণিকা রহিয়াছে। বাসুদেব কহিলেন,---- "হে শম্ভো, আমার সম্মুখে এই স্থানে "পাপনাশিনী" নামে মণিকর্ণিকা বর্তমান আছে, আমার অগ্নিকোণে আমারই পদনিঃসৃতা 'গঙ্গা-যমুনা' নাম্নী জাহ্নবী নদী প্রবাহিতা হইতেছে, এখানে আরও অনেক গুপ্ত তীর্থ রহিয়াছে।" তখন শঙ্কর বলিলেন,----"আমি ত্রিসত্য করিয়া বলিতেছি, আমি আপনার পাদপদ্ম পরিত্যাগ করিয়া বারাণসী অথবা অন্য কোন ক্ষেত্রেই যাইব না।" ইহা বলিয়া শম্ভু বিষ্ণুর দক্ষিণ পার্শ্বে লিঙ্গরূপে অবস্থান করিলেন। এই লিঙ্গ স্ফটিকসঙ্কাশ মাণিক্যাভ মহানীলমূর্তি 'ত্রিভুবনেশ্বর' বা 'ভুবনেশ্বর'----নামে প্রসিদ্ধ।

কার্তিক মাসে পঞ্চক্রোশী ভুবনেশ্বর পরিক্রমা হয়। বরাহদেবী হইতে ধবলগিরি ধরিয়া খণ্ডগিরি, উদয়গিরি ও ভুবনেশ্বর রেলওয়ে ষ্টেশনের পশ্চাদ্ভাগ দিয়া পুনরায় বরাহদেবীতে পরিক্রমাকারিগণ উপস্থিত হন।

হাওড়া হইতে বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে লাইনে ভুবনেশ্বর ২৭২ মাইল। ভুবনেশ্বর ষ্টেশন হইতে ভুবনেশ্বরের মন্দির এক ক্রোশ। রাস্তা অতি সুন্দর, দুই ধারে পার্বত্যভূমি-জাত বৃক্ষ, বিশেষতঃ কুঁচিলা ফলের গাছ অত্যধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। গো-যান ব্যতীত অন্য কোনরূপ যানের ব্যবস্থা সর্বদা থাকে না, তবে মোটরবাস বা মোটরগাড়ী চলিতে পারে। ভুবনেশ্বরে দুইটি ধর্মশালা আছে। বিন্দুসরোবরের তীরে কলিকাতার মাড়োয়ারী হাজারিমলের একটী নূতন বৃহৎ ধর্মশালা নির্মিত হইয়াছে। পূর্বের ধর্মশালাটী রায়বাহাদুর হরগোবিন্দ বিশ্বেশ্বর লালের ধর্মশালা। ধর্মশালাতে যাত্রিগণ তিন দিন থাকিতে পারেন। এখানে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় এবং টেলিগ্রাফ ও পোষ্টাফিস আছে। প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবারে হাট হয়। জগন্নাথের প্রসাদের মত এই স্থানেও শ্রীঅনন্তবাসুদেব এবং ভুবনেশ্বরের প্রসাদ বিক্রয় হইয়া থাকে।।৩০৮।।

তথ্য। শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৬৬ অধ্যায়ে) কাশীরাজ সুদক্ষিণের উপাখ্যান এইরূপ----

ভগবান্ বলদেব নন্দব্রজে গমন করিলে অজ্ঞব্যক্তিগণের প্ররোচনায় করুষাধিপতি পৌণ্ড্রক নিজেকে 'বাসুদেব' বলিয়া নির্ণয়পূর্বক স্বয়ং ভগবান্ বাসুদেবের নিকট জানাইয়াছিল যে, সে নিজেই বাসুদেব, তদ্ভিন্ন কেহই নহে, অতএব শ্রীকৃষ্ণ যেন, 'বাসুদেব' নাম এবং বাসুদেব চিহ্ন সকল পরিত্যাগপূর্বক পৌণ্ডকের শরণ গ্রহণ করেন, নতুবা তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করেন। উগ্রসেন প্রভৃতি সভ্যগণ পৌণ্ড্রকের এই আত্মশ্লাঘাসূচক-বাক্য-শ্রবণে উচ্চহাস্য করিয়াছিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণ পৌণ্ড্রকদূতকে বলিয়াছিলেন যে, সেই মূর্খ নৃপতি মূঢ়তাবশতঃ সুদর্শন প্রভৃতি যে সকল কৃত্রিম চিহ্ন ধারণ করিতেছে, তিনি অচিরেই তাহাকে তৎসমস্ত পরিত্যাগ করাইবেন এবং যখন সে রণক্ষেত্রে শয়ন করিবে, তখন কুকুরগণের ভক্ষ্য হইবে। তৎপরে তিনি কাশীর সমীপে উপস্থিত হইলে তাঁহার যুদ্ধোদ্যম দর্শন করিয়া পৌণ্ড্রকও সৈন্যসঙ্গে সত্বর নির্গত হইল এবং তন্মিত্র কাশীরাজ তদীয় পৃষ্ঠপোষকরূপে অনুগমন করিল। প্রলয়কালীন অগ্নি যেরূপ চতুর্বিধ ভূতগ্রাম বিনষ্ট করে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণও অস্ত্রদ্বারা পৌণ্ড্রক ও কাশীরাজের চতুরঙ্গ-সৈন্য-মণ্ডলীকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। তৎপরে পৌণ্ড্রককে বলিলেন, সে যে মিথ্যা 'বাসুদেব'-নাম ধারণ করিতেছে, তাহা তিনি পরিত্যাগ করাইবেন, নতুবা সংগ্রামেচ্ছা না করিলে পৌণ্ড্রকের শরণাগত হইবেন,----এই বলিয়া তীক্ষ্ণ শর দ্বারা তদীয় রথ বিনষ্ট করিয়া সুদর্শন-চক্র দ্বারা পৌণ্ড্রকের মস্তক ছেদন করিলেন এবং কাশীরাজের মস্তক দেহচ্যুত করিয়া কাশীপুরীমধ্যে নিক্ষেপপূর্বক দ্বারকায় প্রবেশ করিলেন। সর্বদা শ্রীহরির অনুরূপ বেশ ধারণ এবং কৃষ্ণচিন্তা হেতু পৌণ্ড্রকের মোক্ষপ্রাপ্তি হইয়াছিল।

সুদর্শন-চক্রস্থানে পাশুপত-অস্ত্রের তেজ নিরস্ত ও ভয়ে শঙ্করের পলায়ন—

চক্র-তেজে ব্যাপিলেক সকল ভুবন।
পলাইতে দিক্ না পায়েন ত্রিলোচন।।৩৩৪।।

দুর্বাসার ন্যায় শঙ্করের গতি—

পূর্বে যেন চক্র-তেজে দুর্বাসা পীড়িত।
শিবের হইল এবে, সেই সব রীত।।৩৩৫।।

গোবিন্দ-শরণাপন্ন শিব—

শেষে শিব বুঝিলেন—"সুদর্শন-স্থানে।
রক্ষা করিবেক হেন নাহি কৃষ্ণ বিনে।।"৩৩৬।।
এতেক চিন্তিয়া বৈষ্ণবাগ্র ত্রিলোচন।
ভয়ে ত্রস্ত হই' গেল গোবিন্দ-শরণ।।৩৩৭।।

শরণাগত শিবের কৃষ্ণস্তুতি ও অপরাধ-ক্ষমা-প্রার্থনা—

"জয় জয় মহাপ্রভু দেবকীনন্দন।
জয় সর্বব্যাপী সর্ব জীবের শরণ।।৩৩৮।।
জয় জয় সু-বুদ্ধি কু-বুদ্ধি সর্বদাতা।
জয় জয় স্রষ্টা, হর্তা, সবার রক্ষিতা।।৩৩৯।।
জয় জয় অদোষ-দরশি কৃপা-সিন্ধু।
জয় জয় সন্তপ্ত-জনের এক বন্ধু।।৩৪০।।
জয় জয় অপরাধ-ভঞ্জন-শরণ।
দোষ ক্ষম' প্রভু, তো'র লইনু শরণ।।"৩৪১।।

শঙ্করের স্তবে হরির প্রসন্নতা, চক্রতেজ-সংবরণ ও দর্শন-দান—

শুনি' শঙ্করের স্তব সর্বজীব-নাথ।
চক্রতেজ নিবারিয়া হইলা সাক্ষাৎ।।৩৪২।।
চতুর্দিকে শোভা করে গোপগোপীগণ।
কিছু ক্রোধ-হাস্য-মুখে বলেন বচন।।৩৪৩।।

শঙ্করের প্রতি হরির অনুযোগ ও উপদেশ—

"কেনে শিব, তুমি ত' জানহ মোর শুদ্ধি।
এতকালে তোমার এমত কেনে বুদ্ধি।।৩৪৪।।
কোন্ কীট কাশীরাজ অধম নৃপতি।
তা'র লাগি' যুদ্ধ কর আমার সংহতি।।৩৪৫।।
এই যে দেখহ মোর চক্র সুদর্শন।
তোমারেও না সহে' যাহার পরাক্রম।।৩৪৬।।
ব্রহ্ম-অস্ত্র পাশুপত-অস্ত্র আদি যত।
পরম অব্যর্থ মহা-অস্ত্র আর কত।।৩৪৭।।
সুদর্শন স্থানে কারো নাহি প্রতিকার।
যা'র অস্ত্র তা'রে চাহে করিতে সংহার।।৩৪৮।।
হেন ত' না দেখি আমি সংসার-ভিতর।
তোমা' বই যে আমারে করে অনাদর।।"৩৪৯।।
শুনিয়া প্রভুর কিছু সক্রোধ-উত্তর।
অন্তরে কম্পিত বড় হইলা শঙ্কর।।৩৫০।।

কাশীরাজের ছিন্ন মস্তক দেখিয়া তাহার মহিষী, পুত্র এবং বান্ধবাদি সকলে রোদন করিতে লাগিল। অতঃপর তৎপুত্র সুদক্ষিণ পিতৃঘাতীর বিনাশ-কামনায় কঠোরভাবে মহাদেবের আরাধনা করিতে লাগিল। মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বর দিতে ইচ্ছা করিলে সে পিতৃঘাতীর বধোপায় প্রার্থনা করিল। মহাদেব তাহাকে অভিচারবিধানানুসারে দক্ষিণাগ্নির পরিচর্যা করিতে আদেশ করিলেন। তৎকার্য-সমাপনান্তে অতি ভয়ঙ্কর অগ্নিমূর্তি প্রদীপ্তশূলহস্তে যজ্ঞকুণ্ড হইতে উত্থিত হইয়া দ্বারকাভিমুখে গমন করিতে থাকিলে দ্বারকাবাসিগণ ভীত হইয়া অক্ষক্রীড়ারত শ্রীকৃষ্ণসমীপে উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে অভয় প্রদানপূর্বক মাহেশ্বরকৃত্যাকে বিনাশ করিতে সুদর্শনচক্রকে আদেশ করিলেন। সুদর্শন-প্রভাবে আভিচারিক কৃত্যাগ্নি প্রতিহত হইয়া বারাণসী প্রত্যাগমনপূর্বক পুরোহিতগণের সহিত সুদক্ষিণকে দগ্ধ করিলে তৎপশ্চাৎ সুদর্শনও বারাণসীপুরীপ্রবিষ্ট হইয়া সমগ্র পুরী দগ্ধ করিয়া পুনর্বার শ্রীকৃষ্ণসমীপে প্রত্যাগমন করিলেন।।৩১৯।।

তথ্য। দগ্ধা বারাণসীং সর্বাং বিষ্ণোশ্চক্রং সুদর্শনম্। ভূয়ঃ পার্শ্বমুপাতিষ্ঠৎ কৃষ্ণস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ।। (ভাঃ ১০।৬৬।৪২)।। ৩৩০-৩৩।।

তথ্য। পূর্বে যেন চক্রতেজে----ভাঃ ৯।৪ অঃ দ্রষ্টব্য।।৩৩৫।।

শিবের আত্ম-নিবেদন ও নিজ অস্বতন্ত্রতা-জ্ঞাপন—

তবে শেষে ধরিয়া প্রভুর শ্রীচরণ।
করিতে লাগিল শিব আত্মনিবেদন।।৩৫১।।
"তোমার অধীন প্রভু, সকল সংসার।
স্বতন্ত্র হইতে শক্তি আছয়ে কাহার।।৩৫২।।
পবনে চালায় যেন সূক্ষ্ম তৃণ-গণ।
এই মত অ-স্বতন্ত্র সকল ভুবন।।৩৫৩।।
যে করাহ প্রভু, তুমি সে-ই জীবে করে।
হেন কে বা আছে যে তোমার মায়া তরে'।।৩৫৪।।
বিশেষে দিয়াছ প্রভু, মোরে অহঙ্কার।
আপনারে বড় বই নাহি দেখোঁ আর।।৩৫৫।।
তোমার মায়ায় মোরে করায় দুর্গতি।
কি করিমু প্রভু, মুঞি অ-স্বতন্ত্র-মতি।।৩৫৬।।
তোর পাদপদ্ম মোর একান্ত জীবন।
অরণ্যে থাকিব চিন্তি' তোমার চরণ।।৩৫৭।।
তথাপিহ মোরে সে লওয়াও অহঙ্কার।
মুঞি কি করিব প্রভু, যে ইচ্ছা তোমার।।৩৫৮।।

ক্ষমা-ভিক্ষা—

তথাপিহ প্রভু, মুঞি কৈলুঁ অপরাধ।
সকল ক্ষমিয়া মোরে করহ প্রসাদ।।৩৫৯।।
এমত কু-বুদ্ধি মোর যেন আর নহে।
এই বর দেহ' প্রভু হইয়া সদয়ে।।৩৬০।।
যেন অপরাধ কৈলুঁ করি' অহঙ্কার।
হইল তাহার শাস্তি, শেষ নাহি আর।।৩৬১।।

নিবেদিতাত্ম-শিবের প্রভুর আজ্ঞানুসারী বসতি-প্রার্থনা—

এবে আজ্ঞা কর প্রভু, থাকিমু কোথায়।
তোমা' বই আর বা বলিব কার্ পা'য়।।"৩৬২।।
শুনি' শঙ্করের বাক্য ঈষৎ হাসিয়া।
বলিতে লাগিলা প্রভু কৃপাযুক্ত হৈয়া।।৩৬৩।।

শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক 'একাম্রক'-নামক স্থান-প্রদান—

"শুন শিব, তোমারে দিলাঙ দিব্যস্থান।
সর্বগোষ্ঠি-সহ তথা করহ পয়ান।।৩৬৪।।

কৌটিলিঙ্গেশ্বর—

একাম্রকবন-নাম—স্থান মনোহর।
তথায় হইবা তুমি কোটিলিঙ্গেশ্বর।।৩৬৫।।

গুপ্ত-বারাণসী—

সেহ বারাণসী-প্রায় সুরম্য নগরী।
সেই স্থানে আমার পরম গোপ্যপুরী।।৩৬৬।।
সেই স্থান শিব, আজি কহি তোমা'-স্থানে।
সে পুরীর মর্ম মোর কেহ নাহি জানে।।৩৬৭।।

তথ্য। তং ত্বা জগৎস্থিত্যুদয়ান্তহেতুং সমং প্রশান্তং সুহৃদাত্মদৈবম্। অনন্যমেকং জগদাত্মকেতং, ভবাপবর্গায় ভজাম দেবম্।। (ভাঃ ১০।৬৩।৪৪, ভারত, শান্তি ৪৩।১৬, অনুশাসন পর্ব ১৪৭-১৪৮ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে তদনুত্যেতিকশ্চন।। কঠ ২।২।৮ ঐ ২।৩।১।।৩৫২-৫৩।।

বিবৃতি। তমোগুণ হইতেই অহঙ্কারের সৃষ্টি। ভগবদিচ্ছায় গুণাবতার মহাদেবে সর্বসংহার-শক্তি প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং নির্বিশেষ-বিচার-পরায়ণ কাশীরাজ অথবা শৈববিশিষ্টাদ্বৈত-ভাষ্যকার শ্রীকণ্ঠ ও তদনুগ অপ্যয়দীক্ষিত প্রভৃতি নির্বিশেষবাদী শৈবগণের কুমত ও অপমতসমূহ শ্রীরামানুজের ভৃত্য শ্রীসুদর্শনাচার্য প্রভৃতির শ্রুতি-প্রকাশিকা নাম্নী শ্রীভাষ্য টীকায় সর্বতোভাবে বিমর্দিত হইয়াছে। তথাপি শৈববিশিষ্টাদ্বৈতবাদ পরবর্তিকালে মস্তক উত্তোলন করিতে গিয়া নিজ নিজ দুর্দৈব-বশে সুদর্শনাস্ত্র-কর্তৃক শুদ্ধবিশিষ্টাদ্বৈত-বিচারে খণ্ডিত ও চূর্ণবিচূর্ণ হইয়াছে। "মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে। ময়ৈব বিহিতা দেবি কলৌ ব্রাহ্মণ-মূর্তিনাং।"---প্রভৃতি ব্যাপার উক্ত অহঙ্কারাধিষ্ঠাতারই ক্রিয়া-কলাপ-বিশেষ। কিন্তু ভগবদ্দাস্যনিরত শ্রীবিষ্ণুস্বামী যে গুরুপাদপদ্ম-শ্রীরুদ্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে চিন্ময় অহঙ্কার সর্বজড়সংহারের পরিবর্তে নিত্যাধিষ্ঠানেরই সহায়।৩৫৫।।

"মায়াধীশ-মায়াবশ---ঈশ্বরে-জীবে ভেদ"; তজ্জন্যই শ্রীশিব ভগবান্-নামে অভিহিত হইয়াও নিত্য ভগবদ্বিষ্ণুর অধীন তদীয় ভক্ত।।৩৫৬।।

দ্রব্যং কর্ম চ কালশ্চ স্বভাবো জীব এব চ। যদনুগ্রহতঃ সন্তি ন সন্তি যদুপেক্ষয়া।। (ভাঃ ২।১০।১২) শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ। বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিধা।। (ভাঃ ১০।৮৮।৩)।।৩৫৫-৩৫৮।।

পুরীর মাহাত্ম্য—

সিন্ধু-তীরে বট-মূলে 'নীলাচল'-নাম।
ক্ষেত্র-শ্রীপুরুষোত্তম—অতি রম্যস্থান।।৩৬৮।।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কালে যখন সংহারে।
তবু সে স্থানের কিছু করিতে না পারে।।৩৬৯।।
সর্ব-কাল সেই স্থানে আমার বসতি।
প্রতিদিন আমার ভোজন হয় তথি।।৩৭০।।
সে স্থানের প্রভাবে যোজন দশ ভুমি।
তাহাতে বসয়ে যত জন্তু—কীট-কৃমি।।৩৭১।।
সবারে দেখয়ে চতুর্ভুজ দেবগণে।
'ভুবনমঙ্গল' করি' কহিয়ে যে স্থানে।।৩৭২।।
নিদ্রাতেও যে স্থানে সমাধিফল হয়।
শয়নে প্রণাম-ফল যথা বেদে কয়।।৩৭৩।।
প্রদক্ষিণ-ফল পায় করিলে ভ্রমণ।
কথা- মাত্র যথা হয় আমার স্তবন।।৩৭৪।।
হেন সে ক্ষেত্রের অতি প্রভাব নির্মল।
মৎস্য খাইলেও পায় হবিষ্যের ফল।।৩৭৫।।
নিজ-নামে স্থান মোর হেন প্রিয়তম।
তাহাতে যতেক বৈসে, সে আমার সম।।৩৭৬।।
সে স্থানে নাহিক যম-দণ্ড-অধিকার।
আমি করি ভালমন্দ বিচার সবার।।৩৭৭।।

পুরীর উত্তরে শ্রীভুবনেশ্বর—

হেন সে আমার পুরী, তাহার উত্তরে।
তোমারে দিলাঙ স্থান রহিবার তরে।।৩৭৮।।
ভুক্তি-মুক্তি-প্রদ সেই স্থান মনোহর।
তথা তুমি খ্যাত হৈবা 'শ্রীভুবনেশ্বর'।।৩৭৯।।

তথ্য। পুরুষোত্তম-মাহাত্ম্য—লবণাম্ভোনিধেস্তীরে পুরুষোত্তম-সংজ্ঞকম্। পুরং তদব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ স্বর্গাদপি সুদুর্লভম্।। স্বয়মস্তি পুরে তস্মিন্ যতঃ শ্রীপুরুষোত্তমঃ। পুরুষোত্তমমিত্যুক্তং তস্মাত্তন্নামকোবিদৈঃ।। ক্ষেত্রং তদ্দুর্লভং বিপ্র সমন্তাদ্দশযোজনম্। তত্রস্থা দেহিনো দেবৈর্দৃশ্যন্তে চ চতুর্ভুজাঃ। প্রবিশন্তস্তু তৎক্ষেত্রং সর্বে স্যুর্বিষ্ণুমূর্তয়ঃ। তস্মাদ্বিচারণা তত্র ন কর্তব্যা বিচক্ষণৈঃ।। চণ্ডালেনাপি সংস্পৃষ্টং গ্রাহ্যং তত্রান্নমগ্রজৈঃ। সাক্ষাদ্বিষ্ণুর্যতস্তত্র চণ্ডালোঽপি দ্বিজোত্তমঃ।। তত্রান্নপাচিকা লক্ষ্মীঃ স্বয়ং ভোক্তা জনার্দনঃ। তস্মাত্তদন্নং বিপ্রর্ষে দৈবতৈরপি দুর্লভম্।। হরিভুক্তাবশিষ্টং তৎ পবিত্রং ভুবি দুর্লভম্। অন্নং যে ভুঞ্জতে মর্ত্যাস্তেষাং মুক্তির্নদুর্লভা।। ব্রহ্মাদ্যাস্ত্রিদশাঃ সর্বে তদন্নমতিদুর্লভম্। ভুঞ্জতে নিত্যমাদত্য মনুষ্যাণাঞ্চ কা কথা।। ন যস্য রমতে চিত্তং তস্মিন্নন্নে সুদুর্লভে। তমেব বিষ্ণুদ্বেষ্টারং প্রাহুঃ সর্বে মহর্ষয়ঃ। পবিত্রং ভুবি সর্বত্র যথা গঙ্গাজলং দ্বিজ। তথা পবিত্রং সর্বত্র তদন্নং পাপনাশনম্। তদন্নং কোমলং দিব্যং যদ্যপি দ্বিজসত্তম। তথাপি বজ্রতুল্যং স্যাৎ পাপপর্বতদারণে।। পূর্বার্জিতানি পাপানি ক্ষয়ং যাস্যন্তি যস্য বৈ। ভক্তিঃ প্রবর্ততে তস্মিন্নন্নে তস্য দুর্লভে।। বহু জন্মার্জিতং পুণ্যং যস্য যাস্যতি সংক্ষয়ম্। তস্মিন্নন্নে দ্বিজশ্রেষ্ঠ তস্য ভক্তিঃ প্রবর্ততে।। (পদ্মপুরাণ, ক্রিয়াযোগসার ১১শ অঃ)।।৩৬৮।।

বিবৃতি। "মৎস্যাদঃ সর্বমাংসাদস্তস্মান্মৎস্যান্ বিবর্জয়েৎ।।" এই স্মৃতিবাক্য বিচার করিলে মৎস্যভোজনে সর্ববিধ জীবজন্তু ভোজনের পাপ-স্পর্শ হয়। সুতরাং মৎস্য সর্বাপেক্ষা অপবিত্র বলিয়া কখনও ভোজ্য হইতে পারে না।

হবিষ্যান্ন—পরম পবিত্র, তাহা কোন প্রকারে নিন্দনীয় খাদ্য নহে। নিতান্ত অপবিত্র খাদ্য গ্রহণ করিলেও শ্রীক্ষেত্রবাসে সর্বদা মুকুন্দচিন্তা প্রবল থাকে; তখন আর জীবের মৎস্যাদি ভোজনের দুরভিসন্ধি থাকে না বলিয়া বিষ্ণুনৈবেদ্য হবিষ্যান্ন অপেক্ষা পরম উপাদেয় ও পবিত্র বোধ হয়। পুরাণ-বাক্যের তাৎপর্য গ্রহণ করিতে না পারিয়া দশযোজনাধিষ্ঠিত ভগবৎক্ষেত্রের বিপথগামী অধিবাসিগণ শুষ্কমৎস্যাদি-ভোজন-ব্যবহার-প্রথা অবাধে চালাইয়াছে। মৎস্যাদির গ্রহণ হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে তাহাদের মুখে হরিনাম উচ্চারিত হইতে পারিবে। হবিষ্যান্ন সাত্ত্বিক গুণযুক্ত হইলেও নির্গুণ মহাপ্রসাদের সমান নহে। নির্গুণ মহাপ্রসাদ ও মহামহাপ্রসাদ- সেবনে অমলা কৃষ্ণভক্তি হয়।।৩৭৫।।

নীলাচলের উত্তরাংশে দশযোজনান্তর্গত ক্ষেত্রই—ভুবনেশ্বর।।৩৭৮।।

ভুক্তি-মুক্তি-প্রদ—ভুক্তি ও মুক্তি প্রদত্ত হইলে লব্ধভোগ ও প্রাপ্তমোক্ষ জনগণ ভজনে অধিকার লাভ করেন। পাঠান্তরে—ভক্তিমক্তিপ্রদ; তাহা হইলে ভক্তিই জীবের প্রকৃত মুক্তি—এই কর্মধারয় বিচার গ্রহণ করিতে হইবে।।৩৭৯।।

শিবের শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-সমীপে
ক্ষেত্র-বাস-প্রার্থনা—

শুনিয়া অদ্ভুত পুরী-মহিমা শঙ্কর।
পুনঃ শ্রীচরণ ধরি' করিলা উত্তর।।৩৮০।।
"শুন প্রাণ-নাথ, মোর এক নিবেদন।
মুঞি সে পরম অহঙ্কৃত সর্বক্ষণ।।৩৮১।।
এতেকে তোমারে ছাড়ি' আমি অন্য স্থানে।
থাকিলে কুশল মোর নাহিক কখনে।।৩৮২।।
তোমার নিকটে থাকি সবে মোর মন।
দুষ্টসঙ্গ-দোষে ভাল নাহিক কখন।।৩৮৩।।
এতেকে আমারে যদি থাকে ভৃত্য-জ্ঞান।
তবে নিজ-ক্ষেত্রে মোরে দেহ এক স্থান।।৩৮৪।।
ক্ষেত্রের মহিমা শুনি' শ্রীমুখে তোমার।
বড় ইচ্ছা হৈল তথা থাকিতে আমার।।৩৮৫।।
নিকৃষ্ট হইয়া প্রভু, সেবিমু তোমারে।
তথায় তিলেক স্থান দেহ' প্রভু, মোরে।।৩৮৬।।
ক্ষেত্রবাস প্রতি মোর বড় লয় মন।"
এত বলি' মহেশ্বর করেন ক্রন্দন।।৩৮৭।।

প্রিয়তম শিবের প্রতি শ্রীহরির প্রত্যুত্তর—

শিব-বাক্যে তুষ্ট হই' শ্রীচন্দ্রবদন।
বলিতে লাগিলা তাঁ'রে করি' আলিঙ্গন।।৩৮৮।।
"শুন শিব, তুমি মোর নিজ-দেহ সম।
যে তোমার প্রিয়, সে মোহার প্রিয়তম।।৩৮৯।।
যথা তুমি, তথা আমি, ইথে নাহি আন।
সর্বক্ষেত্রে তোমারে দিলাঙ আমি স্থান।।৩৯০।।

ক্ষেত্র-পাল শিব—

ক্ষেত্রের পালক তুমি সর্বথা আমার।
সর্বক্ষেত্রে তোমারে দিলাম অধিকার।।৩৯১।।
একাম্রক-বন যে তোমারে দিল আমি।
তাহাতেও পরিপূর্ণ-রূপে থাক তুমি।।৩৯২।।
সেই ক্ষেত্র আমার পরম প্রিয় স্থান।
মোর প্রীতে তথায় থাকিবে সর্বক্ষণ।।৩৯৩।।

কৃষ্ণ-ভক্ত-নাম-গ্রহণপূর্বক কৃষ্ণপ্রিয়তম শিবের
অনাদর বিড়ম্বনা-মাত্র—

যে আমার ভক্ত হই তোমা' অনাদরে।
সে আমারে মাত্র যেন বিড়ম্বনা করে।।"৩৯৪।।

'ভুবনেশ্বর' নামের কারণ—

হেন মতে শিব পাইলেন সেই স্থান।
অদ্যাপিহ বিখ্যাত—ভুবনেশ্বর-নাম।।৩৯৫।।

কৃষ্ণ-প্রিয় শিব-স্থানে মহাপ্রভুর নৃত্য—

শিব-প্রিয় বড় কৃষ্ণ তাহা বুঝাইতে।
নৃত্য করে গৌরচন্দ্র শিবের সাক্ষাতে।।৩৯৬।।
যত কিছু কৃষ্ণ কহিয়াছেন পুরাণে।
এবে তাহা দেখায়েন সাক্ষাতে আপনে।।৩৯৭।।
'শিব রাম গোবিন্দ' বলিয়া গৌর-রায়।
হাতে তালি দিয়া নৃত্য করেন সদায়।।৩৯৮।।

প্রভুর ভক্তগণ-সহ নিজভক্ত বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শিবের
পূজা-লীলা—

আপনে ভুবনেশ্বর গিয়া গৌরচন্দ্র।
শিবপূজা করিলেন লই ভক্তবৃন্দ।।৩৯৯।।

তথ্য। মোহায় প্রিয়তম—শুদ্ধভক্তাঃ শ্রীগুরোঃ শ্রীশিবস্য চ ভগবতা সহ অভেদ-দৃষ্টিং ত প্রিয়তমত্বেনৈব মন্যন্তে। (শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী প্রভু, ভক্তিসন্দর্ভে ২১৬ সংখ্যা)।।৩৮৯।।

মহাদেব একাম্রকক্ষেত্রে স্থান লাভ করিয়া ভগবৎসমীপে সর্বত্র থাকিবার প্রার্থনা করায় সকল বিষ্ণুক্ষেত্রে ক্ষেত্রপালরূপে মহাদেবের স্থান নিরূপিত হইয়াছে।।৩৯১।।

ভুবনেশ্বর ক্ষেত্রে মহাদেব পরিপূর্ণরূপে থাকিবার আদেশ পাইলেন। বিষ্ণুভক্ত-মাত্রেই তাঁহাকে অনাদর করিবেন না এবং যিনি তাঁহাকে অনাদর করিবেন, তিনিই ভগবদ্ভক্তিবিচ্যুত হইবেন—এরূপ বর দিলেন।।৩৯৪।।

শ্রীগুরুদেব ও মহাদেব, উভয়েই ভগবানের অত্যন্তপ্রিয়। শিবভক্তগণ অষ্টভুজ ভগবানের সেবা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু যে-সকল ব্যক্তি শিবাদি দেবতাকে স্বতন্ত্র জ্ঞান করে, তাহাদের ভগবচ্চরণে অপরাধ ঘটে।।৩৯৬।।

লোকশিক্ষক-লীলমহাপ্রভুর শিক্ষা-স্বীকার-বিমুখ-ব্যক্তির অশেষ দুঃখ—

শিক্ষা-গুরু ঈশ্বরের শিক্ষা যে না মানে'।
নিজ-দোষে দুঃখ পায় সেই সব জনে।।৪০০।।

প্রভুর ভুবনেশ্বরের বিভিন্ন স্থানে শিবলিঙ্গ-দর্শন-পূর্বক ভ্রমণ—

সেই শিব-গ্রামে প্রভু ভক্ত-বৃন্দ সঙ্গে।
শিব-লিঙ্গ দেখি' দেখি' ভ্রমিলেন রঙ্গে।।৪০১।।

তথ্য। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তিঠাকুর "সঙ্কল্পকল্পদ্রুম"-গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"বৃন্দাবনাবনীপতে জয় সোম সোমমৌলে সনন্দন-সনাতন নারদেড্য। গোপেশ্বর-ব্রজবিলাসি-যুগাঙ্ঘ্রি পদ্মে প্রীতিং প্রযচ্ছ নিতরাং নিরুপাধিকাং মে।।"

অতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিসকল মহাদেবের কৃষ্ণ-সেবাময় মাহাত্ম্য এবং কোন কোন পৌরাণিক আখ্যায়িকার প্রকৃত মর্ম বুঝিতে না পারিয়া মনে করেন, শিব—রামাদি বিষ্ণুতত্ত্ব এবং সীতাদি লক্ষ্মীরও পূজিত ঈশ্বর। সুতরাং রুদ্রই স্বতন্ত্র পরমেশ্বর, বিষ্ণুদেবতা পরমেশ্বর রুদ্রের অধীন। কেহ কেহ বা বিষ্ণুকে রুদ্রের সহিত সমান বা রুদ্রেরই নামান্তর বিবেচনা করিয়া অতাত্ত্বিক সমন্বয়বাদের আবাহন করেন। কিন্তু নিখিল শ্রৌতশাস্ত্র ও যুক্তি তাহা নিরাস করিয়াছেন।

"যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনাভিজানাতি স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্।।" পদ্মপুরাণ।

যে ব্যক্তি শ্রীনারায়ণকে ব্রহ্মা রুদ্র প্রভৃতি দেবতার সহিত সমান মনে করে, নিশ্চয়ই পাষণ্ডী।

মহাভারতের অন্তর্গত ঔপমন্যব্যাখ্যানে যে লিখিত আছে,—শ্রীকৃষ্ণ জাম্ববতীর পুত্রের জন্য তপস্যাদ্বারা রুদ্রের আরাধনা করিয়াছিলেন এবং রুদ্রের অঙ্গ হইতেই বিষ্ণুর সহিত সকল দেবতার উৎপত্তি হইয়াছে এইরূপ সিদ্ধান্তের সঙ্গতি কোথায়?

যাঁহারা শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিতে না পারিয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন, তাঁহাদের বিচার অতীব স্থূল। কেন না, শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, রুদ্র বাণরাজার যুদ্ধে ভগবান্ বিষ্ণুকর্তৃক পরাভূত হইয়া তাঁহাকেই মূলদেবতা ও পরমেশ্বর বলিয়া স্তব করিয়াছিলেন এবং মোহিনীমূর্তি-দর্শনে মোহিত, বৃকাসুরের হস্ত হইতে রক্ষিত ও ব্রহ্মহত্যার পাতক হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। তবে যে বিষ্ণু কোন কোন স্থলে রুদ্রের পূজাদি-লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন, শাস্ত্রে তাহার তাৎপর্য লিখিত আছে—

তস্মাৎ স্বেতরেষু সর্বেষু সকামেষু রুদ্রোপাসনাগ্রহেন্নে মে স্বকীয়স্য তস্য তথারাধনং খ্যাপয়ংস্তদন্তর্যামিনমাত্মানমসৌ সৎকারোতীতি মন্তব্যম্। "অহমাত্মা হি লোকানাং বিশ্বেষাং পাণ্ডুনন্দন। তস্মদাত্মানমেবাগ্রে রুদ্রং সংপূজয়াম্যহম্।। ময়া কৃতং প্রমাণং হি লোকঃ সমনুবর্ততে। প্রমাণানি হি পূজ্যানি ততস্তং পূজয়াম্যহম্।। ন হি বিষ্ণুঃ প্রণমতি কস্মৈচিদ্বিবুধায় চ। অত আত্মানমেবেতি ততো রুদ্রং ভজাম্যহম্" ইতি নারায়ণীয়ে ভগবদ্বাক্যাদেব। অত্র বিশ্বেষামন্তর্যাম্যহমতস্তপ্তায়ঃ পিণ্ডবদবিবিক্তং রুদ্রাবেশিনং মদংশমহং পূজয়ামি 'রুদ্রাদয়ো দেবাঃ পূজ্যাঃ' ইতি প্রমাণং ময়া কৃতং তদন্যথা ব্যাকুপ্যেত, তদর্থমহং তান্ পূজয়ামি, স্বোৎকৃষ্টস্যাভাবাদেব তদ্বুদ্ধ্যাহং ন কিঞ্চিদ্ভজামি, কিন্তু তাদৃশং মদংশমহং ভজামীতি বিস্ফুটম্। ব্রহ্মরুদ্রাদিসর্বান্তর্যামী বিষ্ণুরিতি তত্রৈব রুদ্রং প্রত্যুক্তং ব্রহ্মণা—

"তবান্তরাত্মা মম চ যে চান্যো দেহিসংজ্ঞিতাঃ।
সর্বেষাং সাক্ষিভূতোঽসৌ ন গ্রাহ্যঃ কেনচিৎ ক্বচিৎ।।"

ঔপমন্যব্যাখ্যানে তু বিশেষেণৈব প্রশ্নোত্তরয়োঃ সত্ত্বাত্তত্র তাৎপর্যান্তরং কল্পনীয়ম্। তচ্চ দর্শিতমেব। ইতরথা সমুদ্রস্যাপীশ্বরতাপত্তিঃ। শ্রীরামেণ তৎ পূজায়া বিধানাৎ। এবং ক্বচিদ্ভগবৎপার্ষদানাং দেবতান্তরারাধনমপি তদারাধ্যতাব্যাখ্যাপনার্থং লীলারূপমেব, ন হি তৎসিদ্ধান্তকক্ষামারোক্ষ্যতি। সর্বেশ্বরো বিষ্ণুশ্চৌরেষু মিলিতো রাজেব জগৎকার্যায় দেবেষু প্রবিষ্টস্তস্য স্বেচ্ছাভিব্যক্তির্জন্মেত্যভিধীয়তে। (সিদ্ধান্ত-রত্নম্, ৩য় পাদ ২২, ২৩,২৬,২৭)।।

নিজ নিষ্কপট ভক্ত ব্যতীত ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষকামী কৈতবযুক্ত জীবসকলের পক্ষে রুদ্রোপাসনা-প্রচারার্থ ভগবান্ বিষ্ণু স্বকীয় রুদ্রের তদ্রূপ আরাধনার অভিনয় প্রদর্শন করেন। নারায়ণীয়ে অর্জুনের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তিতে এই বিষয়টী পরিস্ফুট রহিয়াছে—হে অর্জুন, আমি বিশ্বের আত্মা; আমি যে রুদ্রের পূজা করি, তাহা আত্মারই পূজা। আমি যাহার অনুষ্ঠান করি,

পরম নিভৃত এক শিব-স্থান-দর্শনে প্রভুর সন্তোষ ও যাবতীয় দেবালয়-দর্শন—

পরম নিভৃত এক দেখি' শিবস্থান।
সুখী হৈলা শ্রীগৌরসুন্দর ভগবান্।।৪০২।।
সেই গ্রামে যতেক আছয়ে দেবালয়।
সব দেখিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ মহাশয়।।৪০৩।।

কমলপুরে—

এই মতে সর্ব-পথে সন্তোষে আসিতে।
উত্তরিলা আসি' প্রভু কমলপুরেতে।।৪০৪।।

মন্দির-চূড়া-দর্শনে ভাবাবেশ ও শ্লোকোচ্চারণ—

দেউলের ধ্বজ-মাত্র দেখিলেন দূরে।
প্রবেশিলা প্রভু নিজ-আনন্দ-সাগরে।।৪০৫।।

লোকসমূহ তাহার অনুবর্তন করে। প্রমাণই---পূজ্য। এই উদ্দেশ্যেই আমি রুদ্রের পূজা করিয়া থাকি। বিষ্ণু কোন দেবতাকেই প্রণাম করেন না। আমি আত্মাকেই রুদ্র বলিয়া পূজা করি। আমি বিশ্বের অন্তর্যামী। তপ্ত লৌহপিণ্ডের ন্যায় অবিবিক্ত রুদ্ররূপী আমার অংশকেই পূজা করি। ''রুদ্রাদি দেবতাসমূহ পূজ্য''----এই প্রমাণ আমিই করিয়াছি। আমি যদি রুদ্রপূজার আদর্শ প্রদর্শন না করি, তাহা হইলে ঐ প্রমাণ লোকে গ্রহণ করিবে না; এই জন্যই আমি নিজে আচরণ করিয়া আমার ভৃত্যের পূজা আমিই শিক্ষা দিয়া থাকি। আমার সমান বা আমা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। সুতরাং 'শ্রেষ্ঠ' বুদ্ধিতে আমি কাহারও পূজা করি না। আমার 'অংশ' বলিয়াই লোকশিক্ষার্থ আমি রুদ্রাদি- দেবতার পূজার আদর্শ প্রদর্শন করি। ব্রহ্মা এই স্থলেই রুদ্রকে বলিয়াছিলেন, ---বিষ্ণুই ব্রহ্মা ও রুদ্র---সকলের অন্তর্যামী। যথা,---''বিষ্ণু তোমার, আমার ও অপর দেহিসমূহের অন্তর্যামী। তাঁহাকে কেহই কোনরূপে অক্ষজ জ্ঞানের বিষয়ীভূত করিতে পারে না।''

শ্রীরামচন্দ্র জগতে বৈষ্ণববর শিবের পূজা-প্রচারার্থ শিবপূজার অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়া যদি শিবই পরমেশ্বর হন, আর শ্রীরামচন্দ্র তদধীন হন, তাহা হইলে শ্রীরামচন্দ্র সমুদ্রের পূজা করিয়াছিলেন বলিয়া সমুদ্রকেও 'পরমেশ্বর' বলিতে হয়। এইরূপ কোথাও কোথাও ভগবৎপার্ষদগণ, যে দেবতান্তরের পূজার অভিনয় করিয়াছেন, তত্তৎস্থলেও বিষ্ণ্বধীন তত্তদ্ দেবতার পূজাপ্রচারার্থই জানিতে হইবে। উহা শ্রীভগবৎপার্ষদবর্গের ''বিষ্ণুর অধীন সমস্ত দেবতা''----ইহা প্রচারার্থ লীলামাত্র। উহা কখনই সিদ্ধান্তকক্ষায় আরূঢ় হইতে পারে না। ভগবান্ বিষ্ণুই----সর্বেশ্বর। তিনি যে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, প্রলয়কর্তা রুদ্রের ন্যায় জগতের স্থিতি বিধান করেন, তাহা চৌরমধ্যে প্রবিষ্ট রাজার ন্যায় জগতের কার্যের জন্য তাঁহার দেবতাগণের মধ্যে প্রবেশ মাত্র। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মা ও রুদ্র বিষ্ণুরই শক্তিতে সৃষ্টি ও প্রলয়কার্যে সামর্থ্য লাভ করেন। সুতরাং বিষ্ণুই ব্রহ্ম-রুদ্রাদি-দেবতার নিত্য আরাধ্য।

নারায়ণাদীনি নামানি বিনান্যানি স্বনামানি দ্রুহিণাদিভ্যো দদাবিতি চোক্তং স্কান্দে;----

''ঋতে নারায়ণাদীনি নামানি পুরুষোত্তমঃ।
প্রাদাদন্যত্র ভগবান্ রাজেবার্ত স্বকং পুরম্''

কপালিনস্তু শিবস্য ঘোররূপতা মুমুক্ষুহেয়তা চ স্মৃতা----

''মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ।
নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ।।'' (সিদ্ধান্তরত্নম্, ৩য় পাদ ১৩।১৪)।

স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, ভগবান্ বিষ্ণু 'নারায়ণ' প্রভৃতি কয়েকটী নাম ভিন্ন স্বকীয় নামসমূহ ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবগণকে প্রদান করিয়াছেন। যেমন, রাজা নিজ রাজধানী ব্যতীত অন্যান্য নগরসমূহ অমাত্য-ভৃত্য-প্রভৃতিকে বাসার্থ প্রদান করেন, তদ্রূপ স্বরাট্ পুরুষোত্তম ভগবান্ বিষ্ণুও স্বকীয় বিশেষ কয়েকটী নাম ভিন্ন অপরাপর নামগুলি অন্যান্য দেবতাকে ব্যবহারার্থ প্রদান করিয়াছেন।

রুদ্রের ঘোররূপত্ব ও মুমুক্ষুহেয়ত্বই প্রসিদ্ধ আছে। এজন্য শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,----''অসূয়ারহিত মুমুক্ষুগণ অর্থাৎ নির্মৎসর সাধুগণ ঘোররূপ ভূতপতিসকলকে পরিত্যাগপূর্বক শ্রীনারায়ণের শান্তকলাসমূহের ভজন করিয়া থাকেন।''

অকথ্য অদ্ভুত প্রভু করেন হুঙ্কার।
বিশাল গর্জন কম্প সর্ব-দেহ-ভার।।৪০৬।।

প্রাসাদের দিকে মাত্র চাহিতে চাহিতে।
চলিলেন প্রভু শ্লোক পড়িতে পড়িতে।।৪০৭।।

পূর্বে ব্যাসদেবের বাক্য উদ্ধার করিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে এবং শ্রীচৈতন্যভাগবতধৃত পৌরাণিক আখ্যায়িকা হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, শ্রীভুবনেশ্বর ঘোররূপ রুদ্রমূর্তি বা লিঙ্গসামান্যে দ্রষ্টব্য নহেন। শ্রীভুবনেশ্বর শুদ্ধবৈষ্ণবগণের বিচারে শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়তম ও শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন। শ্রীরূপানুগ বৈষ্ণবগণ শ্রীভুবনেশ্বরকে শ্রীগোপালিনী শক্তিরূপে বিচার করিয়া তাঁহার নিকট শ্রীরাধাগোবিন্দের যুগলসেবা প্রার্থনা করেন।।৩৯৯।।

তথ্য। প্রকারান্তর্গত দেবগণ আম্রমূলস্থ পশ্চিমাভিমুখে 'একাম্রক'-নামক শিব বিরাজমান। উত্তরদিকে একাদশলক্ষলিঙ্গ াধিপ 'উগ্রেশ্বর' শিবলিঙ্গ, তৎপরে অগ্রভাগে 'বিশ্বেশ্বর' লিঙ্গ। গণনাথের পশ্চিমে নন্দী ও মহাকাল। ইঁহারা দুইজন চিত্রগুপ্ত-কর্তৃক পূজিত হইয়াছিলেন; এইজন্য 'চিত্রগুপ্তেশ' নামে বিখ্যাত। তন্নিকটে 'শবরেশ্বর' লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। নৈঋত কোণে নবলক্ষাধিক 'লড্ডুকেশ্বর' শিব, তৎসমীপেই 'শক্রেশ্বর' শিব বিরাজিত।

অষ্টায়তন প্রথমায়তনে বিন্দুসরোবর, শ্রীঅনন্তবাসুদেব, পুরুষোত্তম, পদহরা, তীর্থেশ্বর ও অষ্টমূর্তিযুক্ত ভুবনেশ্বর। দ্বিতীয় আয়তনে কপিলকুণ্ড, পাপনাশন-কুণ্ড, মৈত্রেশ ও বারুণেশ। তদনন্তর পাপনাশন তীর্থ।

ঐ পাপনাশন কুণ্ডের দক্ষিণভাগে ''ঈশানেশ্বর'' নামক শিব বিরাজিত। তাহার বায়ুকোণে 'যমেশ্বর' লিঙ্গ অবস্থিত। তৃতীয় আয়তনে 'গঙ্গেশ্বর' লিঙ্গ বিরাজমান। পূর্বদিকে কিঞ্চিৎ ঈশান-কোণে শতধনু দূরে গঙ্গা-যমুনা প্রবাহিতা। সত্যযুগে গঙ্গা ও যমুনা ভুবনেশ্বরকে দেখিতে অভিলাষ করিয়া ধীরে ধীরে তথায় উপস্থিত হন এবং চতুর্বেদ-মন্ত্র দ্বারা ভুবনেশ্বরের স্তব করিতে থাকেন। ভুবনেশ্বর তাঁহাদের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা একাম্রক ক্ষেত্রে নিত্য বাসের অভিলাষ জ্ঞাপন করেন। শ্রীভুবনেশ্বর গঙ্গা ও যমুনাকে অগ্নিকোণ পৃষ্ঠভাগে স্থান প্রদান করিলেন। ঐ দুই তীর্থে স্নান দ্বারা গঙ্গা ও যমুনা-স্নানের ফলস্বরূপ বিষ্ণুভক্তি লাভ হয়। এই তৃতীয় আয়তনে 'দেবীপদতীর্থ'ও বিরাজিত। দেবীপদ-তীর্থ সম্বন্ধে পৌরাণিক আখ্যায়িকা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। পার্বতীদেবী 'কৃত্তি' ও 'বাস' নামক অসুরদ্বয়কে বধ করিয়া যে উত্তম হ্রদ নির্মাণ করেন, তাহাই 'দেবীপদ'-তীর্থ নামে বিখ্যাত হয়। ফাল্গুনের শুক্লাষ্টমীতে ঐ দেবীপদতীর্থে স্নান করিয়া গোপালিনীর অর্চনা করিলে অভীষ্ট লাভ হয়। ঐ তীর্থের অগ্নিকোণে বিশ্বকর্মা-নির্মিত মন্দিরে শ্রীলক্ষ্মীদেবী যে লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছেন, তাহা 'লক্ষ্মীশ্বর' নামে বিখ্যাত। চতুর্থায়তনে 'কোটীতীর্থ' ও 'কোটীশ্বর' বিরাজিত। দেবতাগণ ভুবনেশ্বরে আসিয়া মন্দির নির্মাণ করিতে উদ্যোগ করিলে শ্রীভুবনেশ্বর আকাশবাণী-মধ্যে তাঁহাদিগকে ঈশান কোণে যজ্ঞ করিতে আদেশ দিলেন। দেবতাগণ তদনুসারে সেই স্থানে মন্দির নির্মাণ করাইয়া যথাবিধি প্রতিষ্ঠা, যজ্ঞ, হোম, স্তব প্রভৃতি করিলে ভুবনেশ প্রসন্ন হইয়া বরদানে উদ্যত হইলেন। তখন দেবগণ যজ্ঞকুণ্ড তীর্থে পরিণত হউক'—এইরূপ প্রার্থনা করিয়া অভীষ্ট লাভ করিলেন। ইহাই 'কোটীতীর্থ' নামে প্রসিদ্ধ হইল। এই কোটীতীর্থে স্নানাদি করিলে পরমা গতি লাভ হয়। চতুর্থায়তনে 'স্বর্ণজলেশ্বর' নামক শিবলিঙ্গ বিরাজিত। বিন্দুতীর্থের ঈশানকোণে ৭০ ধনু অন্তরে স্বর্ণজলেশ্বরলিঙ্গ। সেই লিঙ্গের নিকটে মহেশের স্নানার্থ জলাধার কুণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। সেই কুণ্ডে 'সুবর্ণেশ্বর' বিরাজিত।

ভুবনেশ্বর ঈশানকোণে শতধনু দূরে পঞ্চাশৎ ধনু বিস্তৃত সুরেশ্বর তীর্থ। তথায় 'সুরেশ্বর' মহাদেব বিরাজমান। ইঁহার নিকটেই 'সিদ্ধেশ্বর', 'মুক্তেশ্বর', 'স্বর্ণজলেশ্বর', 'পরমেশ্বর' 'আম্রাতকেশ্বর', 'ব্রহ্মেশ্বর', 'মেঘেশ্বর', 'কেদারেশ্বর', 'চক্রেশ্বর', 'বিশ্বেশ্বর' ও 'কপিলেশ্বর'। ইঁহাদের অর্চন করিলে বিষ্ণুভক্তি লাভ হয়। সিদ্ধেশ্বরের অগ্নিকোণে দক্ষিণমুখ শিব 'কেদারেশ্বর' নামে প্রসিদ্ধ। সিদ্ধেশ্বরের পূর্বদিকে 'চক্রেশ্বর' নামক শিব, তদনন্তর 'যজ্ঞেশ্বর' বা 'ইন্দ্রেশ্বর' শিব।

দেবতাগণ বিষ্ণুভক্তিসহকারে লিঙ্গপূজা করিয়া বিশ্বকর্মার দ্বারা প্রাসাদ নির্মাণ করাইলেন। তাহাতে ভুবনেশ প্রসন্ন হইয়া ঐ লিঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়তম শিবের সান্নিধ্য ও বিষ্ণুসেবায় সিদ্ধিদান-হেতু লিঙ্গের নাম 'সিদ্ধেশ্বর' হইবে, এই বর প্রদান করেন। এই 'সিদ্ধেশ্বর' লিঙ্গের ২০০ ধনু দূরে সিদ্ধিদায়ক 'সিদ্ধাশ্রম' রহিয়াছে। তন্নিকটে 'মুক্তেশ্বর' শিব প্রতিষ্ঠিত। মুক্তেশ্বরের সমীপে

শ্রীমুখের অর্ধ-শ্লোক শুন সাবধানে।
যে লীলা করিলা গৌরচন্দ্র ভগবানে।।৪০৮।।

তথাহি—

"প্রাসাদাগ্রে নিবসতি পুরঃ স্মেরবক্তারবিন্দো।
মামালোক্যস্মিতসুবদনো বালগোপালমূর্তিঃ।।"৪০৯।।

প্রভু বলে,—"দেখ প্রাসাদের অগ্রমূলে।
হাসেন আমারে দেখি শ্রীবাল-গোপালে।।"৪১০।।
এই শ্লোক পুনঃ পুনঃ পড়িয়া পড়িয়া।
আছাড় খায়েন প্রভু বিবশ হইয়া।।৪১১।।
সে দিনের যে আছাড়, যে আর্তি-ক্রন্দন।
অন্তরে জিহ্বায় সে না যায় বর্ণন।।৪১২।।

দণ্ডবতের সহিত পথ-অতিক্রম—

চক্র প্রতি দৃষ্টিমাত্র করেন সকলে।
সেই শ্লোক পড়িয়া পড়েন ভূমি-তলে।।৪১৩।।
এই মত দণ্ডবৎ হইতে হইতে।
সর্বপথ আইলেন প্রেম প্রকাশিতে।।৪১৪।।
ইহারে সে বলি প্রেমময় অবতার।
এ শক্তি চৈতন্য বহি অন্যে নাহি আর।।৪১৫।।

'সিদ্ধকুণ্ড', দক্ষিণে 'পুণ্যকুণ্ড'। সিদ্ধেশ্বরের দক্ষিণে কেদারদেব। তৎপার্শ্বে গৌরী দেবী। নিকটে 'গৌরীকুণ্ড' বিরাজিত। হিমালয় ঐ লিঙ্গের পূজা করায় উহার নাম 'হেমকেদার' হইয়াছে। ঐ লিঙ্গের পশ্চিমে, দক্ষিণে ও উত্তরে তেজোময় জলধারা নির্গত হইয়া থাকে। উক্ত স্বয়ম্ভু লিঙ্গের সম্মুখে ভবপীঠ। ইহার নিকটে 'শান্তিশিব', 'শান্তশিব' এবং 'দৈত্যেশ্বর' নামে তিনটী রুদ্রলিঙ্গ মরুদ্‌গণের দ্বারা পূজিত হন। হিরণ্যকশিপুর নিকট আকাশবাণী হইয়াছিল,----'সিদ্ধেশ্বরের নিকটে পশ্চিমভাগে দৈত্যপূজিত 'দৈত্যেশ্বর' শিবের পূজা কর।' সিদ্ধেশ্বরের পূর্বভাগে ইন্দ্র-পূজিত ইন্দ্রেশ্বর। পঞ্চমায়তনে ব্রহ্মযজ্ঞ হইতে আবির্ভূত 'ব্রহ্মেশ্বর' লিঙ্গ ও 'ব্রহ্মকুণ্ড'। কৃত্তিবাসের ১১০ ধনু অন্তরে ঈশানকোণে (কিছু অগ্নিকোণে) 'গোকর্ণেশ্বর'। 'সুষেণ' ও 'গোকর্ণাসুর' এই লিঙ্গের পূজা করিতেন। তৎসমীপেই 'উৎপলেশ্বর' ও 'আম্রতকেশ্বর' লিঙ্গ। ষষ্ঠায়তনে 'মেঘেশ্বর' লিঙ্গ বিরাজিত। কল্পবৃক্ষের ঈশানভাগে ১৭০০ ধনু দূরে লিঙ্গ স্থাপনপূর্বক মেঘগণ শিবপূজা করিয়াছিল বলিয়া এই লিঙ্গ "মেঘেশ্বর" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। ইহার পশ্চিমে কিছু বায়ুকোণে ভাস্করপূজিত 'ভাস্করেশ্বর' লিঙ্গ। ১৫০০ ধনু দূরে মহাদেব ও সূর্য নিত্য সন্নিহিত আছেন। ইহার পশ্চিমে ৮০০ ধনু অন্তরে 'কপালমোচন' শিব। সপ্তমায়তনে অলাবুতীর্থ। ইন্দ্রের সখা জনৈক বিপ্র সহস্র দৈববর্ষব্যাপী তপস্যাচরণ করিলে ভুবনেশ প্রসন্ন হইয়া 'উক্ত বিপ্রের ভিক্ষাপাত্র ও জলাধার (অলাবু) তীর্থে পরিণত হউক',----এইরূপ বর প্রদান করিলেন। অলাবু হস্তদ্বারা স্পর্শ করায় তাহা দিব্য হ্রদে পরিণত হইল। তাহার দক্ষিণ ভাগে 'ঔত্তরেশ'। কেদারের পশ্চিমে ঔত্তরেশ্বর ভাস্কর মূর্তি, কপালে চন্দ্রলেখা, ত্রিলোচন, গ্রহনক্ষত্রমালাযুক্ত, চিতাভস্মভূষণ, সর্পশোভিত গাত্র, বিকট বদন, দিগ্বসন। সন্নিকটে মাংসশোণিতপ্রিয়া মদোন্মত্তা কোটরাক্ষা, বিরূপলোচনা, তুর্যগীতপ্রদায়কা তিনটী যোগিনী অবস্থিতা। বশিষ্ঠ ও বামদেব এই স্থানে বাস করেন, এইরূপ শ্রুত হয়। ইহার নিকটে 'ভীমেশ' নামক লিঙ্গ বিরাজিত আছেন, তিনি সকলের ভয় হরণ করেন। অষ্টমায়তন "অশোক ঝর" নামক রামকুণ্ড অশ্বমেধ যজ্ঞ হইতে উদ্ভূত। 'রামেশ্বর', 'সীতেশ্বর', 'হনুমদীশ্বর', 'লক্ষ্মণেশ্বর', 'ভরতেশ্বর', 'শত্রুঘ্নেশ্বর', 'লবেশ্বর', 'গোসহস্রেশ্বর' প্রভৃতি লিঙ্গ বিরাজিত।।৪০১।।

কমলপুর----(চৈঃ চঃ মধ্য ৫।১৪১ সংখ্যা) "কমলপুরে আসি' ভার্গী নদী স্নান কৈল।" এই গ্রাম হইতে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের ধ্বজা দর্শন হয়। পুরী জিলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম।।৪০৪।।

অন্বয়। প্রাসাদাগ্রে (প্রাসাদস্যাগ্রভাগে উপরীত্যর্থঃ) পুরঃ (মম সম্মুখে) মাম্ আলোক্য (দৃষ্ট্বা) স্মিতবদনঃ (স্মিতেন মন্দহাসেন সুবদনঃ সুন্দরবদনঃ) স্মেরবক্তারবিন্দঃ (স্মেরং বিকসিতং বক্তারবিন্দং মুখকমলং যস্য তাদৃশঃ) বালগোপালমূর্তিঃ। (বালগোপালরূপঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) নিবসতি (তিষ্ঠতি)।।৪০৯।।

অনুবাদ। ঐ দেখ, প্রাসাদের উপরিভাগে বিকসিত কমলবদন বালগোপালরূপী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমাকে দেখিয়া মন্দমধুর হাস্যদ্বারা শ্রীমুখের শোভা বিস্তার করিতে করিতে অবস্থান করিতেছেন।।৪০৯।।

প্রাসাদের অগ্রমূলে----(হঃ ভঃ বিঃ ১৯-২০ বিলাস দ্রষ্টব্য)।।৪১০।।

পথে যত দেখয়ে সুকৃতি নরগণ।
তা'রা বলে—"এই ত সাক্ষাৎ নারায়ণ"।।৪১৬।।
চতুর্দ্দিকে বেড়িয়া আইসে ভক্তগণ।
আনন্দ-ধারায় পূর্ণ সবার নয়ন।।৪১৭।।
সবে চারিদণ্ড পথ প্রেমের আবেশে।
প্রহর-তিনেতে আসি' হইল প্রবেশে।।৪১৮।।

আঠারনালায় আগমনমাত্র ভাবসম্বরণ—

আইলেন মাত্র প্রভু আঠার নালায়।
সর্ব ভাব সম্বরণ কৈলা গৌর-রায়।।৪১৯।।
স্থির হই' বসিলেন প্রভু সবা' ল'য়া।
সবারে বলেন অতি বিনয় করিয়া।।৪২০।।

ভক্তগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন-লীলা—

"তোমরা ত' আমার করিলা বন্ধু-কাজ।
দেখাইলা আনি জগন্নাথ মহারাজ।।৪২১।।

প্রভুর একাকী পুরী-প্রবেশে অভিলাষ—

এবে আগে তোমরা চলহ দেখিবারে।
আমি বা যাইব আগে, তাহা বল মোরে"।।৪২২।।
মুকুন্দ বলেন,—তবে "তুমি আগে যাও"।
"ভাল" বলি চলিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ-রাও।।৪২৩।।

পুরীর ভিতরে—

মত্তসিংহ-গতি জিনি চলিলা সত্বর।
প্রবিষ্ট হইল আসি পুরীর ভিতর।।৪২৪।।
প্রবেশ হইলা গৌরচন্দ্র নীলাচলে।
ইহা যে শুনয়ে সেই ভাসে প্রেম-জলে।।৪২৫।।

সার্বভৌম ভট্টাচার্যের জগন্নাথ-দর্শন—

ঈশ্বর-ইচ্ছায় সার্বভৌম সেইকালে।
জগন্নাথ দেখিতে আছেন কুতূহলে।।৪২৬।।

মন্দিরে জগন্নাথ-সন্দর্শনে—

হেনকালে গৌরচন্দ্র জগত-জীবন।
দেখিলেন জগন্নাথ,সুভদ্রা, সঙ্কর্ষণ।।৪২৭।।
দেখি মাত্র প্রভু করে পরম হুঙ্কারে।
ইচ্ছা হৈল জগন্নাথ কোলে করিবারে।।৪২৮।।
লম্ফ দেন বিশ্বম্ভর আনন্দে বিহ্বল।
চতুর্দ্দিকে ছুটে সব নয়নের জল।।৪২৯।।

প্রভুর আনন্দ-মূর্ছা—

ক্ষণেকে পড়িলা হই' আনন্দে মূর্ছিত।
কে বুঝে ঈশ্বরের অগাধ চরিত।।৪৩০।।

অজ্ঞ পড়িহারী প্রভুকে মারিতে উদ্যত হইলে সার্বভৌমের নিবারণ—

অজ্ঞ পড়িহারী সব উঠিল মারিতে।
আথে-ব্যথে সার্বভৌম পড়িলা পৃষ্ঠেতে।।৪৩১।।

সার্বভৌমের বিস্ময় ও বিচার—

হৃদয়ে চিন্তেন সার্বভৌম মহাশয়।
"এত শক্তি মানুষের কোন কালে নয়।।৪৩২।।
এ হুঙ্কার এ গর্জন এ প্রেমের ধার।
যত কিছু অলৌকিক শক্তির প্রচার।।৪৩৩।।
এই জন হেন বুঝি—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।"
এই মত চিন্তে' সার্বভৌম অতি ধন্য।।৪৩৪।।
সার্বভৌম-নিবারণে সর্ব পড়িহারী।
রহিলেন দূরে সবে মহা ভয় করি।।৪৩৫।।
প্রভু সে হইয়া আছেন অচেতন-প্রায়।
দেখি'মাত্র জগন্নাথ-নিজপ্রিয়-কায়।।৪৩৬।।
কি আনন্দে মগ্ন হৈলা বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর।
বেদেও এ সব তত্ত্ব জানিতে দুষ্কর।।৪৩৭।।

কমলপুর হইতে জগন্নাথ-মন্দির চারিদণ্ডকালের ভ্রমণ পথ মাত্র। কিন্তু প্রভু প্রেমাবেশে দণ্ডবৎ করিতে করিতে তথায় আসিয়া পৌছিতে তিনপ্রহর অর্থাৎ ২২।।০ দণ্ডকাল যাপন করিলেন।।৪১৮।।

তথ্য। আঠার নালা পুরী নগরে প্রবেশের যে সেতু আছে, তাহার নাম আঠার নালা। পুরীতে প্রবাহিত ক্ষুদ্র নদী বা বিলের 'উপর সাঁকটীর আঠারটী খিলান আছে বলিয়া উহার ঐরূপ নাম হইয়াছে।।৪১৯।।

শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীগৌরচন্দ্র অভিন্ন-স্বরূপ—

সেই প্রভু গৌরচন্দ্র চতুর্ব্যূহ-রূপে।
আপনে বসিয়া আছে সিংহাসনে সুখে।।৪৩৮।।

ঈশ্বরের অচিন্ত্যলীলা—

আপনেই উপাসক হই' করে ভক্তি।
অতএব কে বুঝয়ে ঈশ্বরের শক্তি।।৪৩৯।।

প্রভুই নিজতত্ত্বের মর্ম্মজ্ঞ—

আপনার তত্ত্ব প্রভু আপনে সে জানে।
বেদে, ভাগবতে এই মত সে বাখানে।।৪৪০।।

জীবের উদ্ধারার্থ বেদের লীলা-গান—

তথাপি যে লীলা প্রভু করেন যখনে।
তাহা কহে বেদে জীব-উদ্ধার কারণে।।৪৪১।।

প্রভুর বৈষ্ণবাবেশ-লীলা—

মগ্ন হইলেন প্রভু বৈষ্ণব-আবেশে।
বাহ্য দূরে গেল প্রেমসিন্ধু-মাঝে ভাসে।।৪৪২।।

সার্বভৌম-কর্তৃক পাণ্ডুবিজয়ের ভৃত্যগণের সাহায্যে মূর্ছিত প্রভুকে হরিধ্বনি-মুখে নিজগৃহে আনয়ন—

আবরিয়া সার্বভৌম আছেন আপনে।
প্রভুর আনন্দমূর্ছা না হয় খণ্ডনে।।৪৪৩।।
শেষে সার্বভৌম যুক্তি করিলেন মনে।
প্রভু লই' যাইবারে আপন ভবনে।।৪৪৪।।
সার্বভৌম বলে—"ভাই পড়িহারিগণ!
সবে তুলি লহ এই পুরুষ-রতন।।"৪৪৫।।
পাণ্ডু-বিজয়ের যত নিজ ভৃত্যগণ।
সবে প্রভু কোলে করি' করিলা গমন।।৪৪৬।।
কে বুঝিবে ঈশ্বরের চরিত্র গহন।
হেনরূপে সার্বভৌম-মন্দিরে গমন।।৪৪৭।।

নিত্যানন্দাদি ভক্তগণের সিংহদ্বারে আগমন এবং প্রভুর পশ্চাতে গমন—

চতুর্দিকে হরি-ধ্বনি করিয়া করিয়া।
বহিয়া আনেন সবে হরিষ হইয়া।।৪৪৮।।
হেনই সময়ে সর্ব ভক্ত সিংহ-দ্বারে।
আসিয়া মিলিলা সব হরিষ-অন্তরে।।৪৪৯।।
পরম অদ্ভুত সবে দেখেন আসিয়া।
পিপীলিকা-গণ যেন অন্ন যায় ল'য়া।।৪৫০।।
এই মত প্রভুরে অনেক লোক ধরি'।
লইয়া যায়েন সবে মহানন্দ করি'।।৪৫১।।
সিংহদ্বারে নমস্করি' সর্ব ভক্তগণ।
হরিষে প্রভুর পাছে করিলা গমন।।৪৫২।।

লোকসঙ্ঘ-নিবারণার্থ সার্বভৌম-গৃহের দ্বাররুদ্ধ—

সর্ব-লোকে ধরি' সার্বভৌমের মন্দিরে।
আনিলেন, কপাট পড়িল তাঁ'র দ্বারে।।৪৫৩।।

ভক্তগণের সার্বভৌম-গৃহে প্রভু-সহ-মিলন—

প্রভুরে আসিয়া যে মিলিলা ভক্তগণ।
দেখি' হইলা সার্বভৌম হরষিত-মন।।৪৫৪।।
যথাযোগ্য সম্ভাষা করিয়া সবা'-সনে।
বসিলেন, সন্দেহ ভাঙ্গিলা ততক্ষণে।।৪৫৫।।
বড় সুখী হৈলা সার্বভৌম মহাশয়।
আর তা'র কিবা ভাগ্য-ফলের উদয়।।৪৫৬।।
যা'র কীর্তি-মাত্র সর্ব বেদে ব্যাখ্যা করে।
অনায়াসে সে ঈশ্বর আইলা মন্দিরে।।৪৫৭।।

সার্বভৌমের নিত্যানন্দ-পদধূলি-গ্রহণ—

নিত্যানন্দ দেখি' সার্বভৌম মহাশয়।
লইয়া চরণ-ধূলি করিয়া বিনয়।।৪৫৮।।

পড়িহারিগণ——শ্রীমন্দিরের যাত্রিগণের সেবাপরাধের শাসনকর্তা। নিতান্ত মূঢ় পড়িহারিগণ মন্দিরের অভ্যন্তরে শ্রীগৌর-সুন্দরের আনন্দমূর্ছাবেশ গমনকে অপরাধ বিচার করিয়া তাঁহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলে সার্বভৌম উহাদিগকে নিষেধ করিলেন।।৪৩১।।

পড়িহারী——(সং প্রতিহারীর অপভ্রংশ) প্রতিহারী, অন্তঃপুর-রক্ষক।।৪৩৩।।

বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রদ্যুম্নঃ পুরুষঃ স্বয়ম্। অনিরুদ্ধ ইতি ব্রহ্মন্ মূর্তিব্যূহোঽভিধীয়তে।। (ভাঃ ১২।১১।২১)।।৪৩৮।।

সার্বভৌমের লোকের সহিত ভক্তগণের জগন্নাথ-দর্শনে গমন—

মনুষ্য দিলেন সার্ব্বভৌম সবা'-সনে।
চলিলেন সবে জগন্নাথ-দরশনে।।৪৫৯।।

প্রদর্শকের উক্তি—

যে মনুষ্য যায় দেখাইতে জগন্নাথ।
নিবেদন করে সে করিয়া জোড়-হাত।।৪৬০।।
''স্থির হই' জগন্নাথ সবেই দেখিবা।
পূর্ব-গোসাঞিঃর মত কেহ না করিবা।।৪৬১।।
কিরূপ তোমরা, কিছু না পারি বুঝিতে।
স্থির হই' দেখ, তবে যাই দেখাইতে।।৪৬২।।
যেরূপ তোমার করিলেন এক জনে।
জগন্নাথ দৈবে রহিলেন সিংহাসনে।।৪৬৩।।
বিশেষে বা কি কহিব যে দেখিল তা'ন।
সে আছাড়ে অন্যের কি দেহে রহে প্রাণ।।৪৬৪।।
এতেকে তোমরা সব—অচিন্ত্যকথন।
সম্বরিয়া দেখিবা, করিলুঁ নিবেদন।।৪৬৫।।

ভক্তগণের প্রত্যুত্তর—

শুনি' সবে হাসিতে লাগিলা ভক্তগণ।
'চিন্তা নাহি বলি' সবে করিলা গমন।।৪৬৬।।

ভক্তগণের চতুর্ব্যূহ জগন্নাথ-দর্শন, বন্দন, প্রদক্ষিণাদি—

আসি' দেখিলেন চতুর্ব্যূহ জগন্নাথ।
প্রকট-পরমানন্দ ভক্ত-বর্গ-সাথ।।৪৬৭।।
দেখি' সবে লাগিলেন করিতে ক্রন্দন।
দণ্ডবত প্রদক্ষিণ করেন স্তবন।।৪৬৮।।

পূজারী-ব্রাহ্মণ-কর্তৃক ভক্তগণের কণ্ঠে প্রসাদ-মালা-প্রদান—

প্রভুর গলার মালা ব্রাহ্মণ আনিয়া।
দিলেন সবার গলে সন্তোষিত হৈয়া।।৪৬৯।।

ভক্তগণের সার্বভৌম-গৃহে প্রত্যাবর্তন—

আজ্ঞা-মালা পাইয়া সবে সন্তোষিত-মনে।
আইলা সত্বরে সার্বভৌমের ভবনে।।৪৭০।।

প্রভু তখনও অন্তর্দশায় নিমগ্ন—

প্রভুর আনন্দ মূর্ছা হইল যেমতে।
বাহ্য নাহি তিলেক, আছেন সেই মতে।।৪৭১।।

প্রভুপদতলে উপবিষ্ট সার্বভৌম ও ভক্তগণ-কর্তৃক নাম-কীর্তন—

বসিয়া আছেন সার্বভৌম পদ-তলে।
চতুর্দিকে ভক্তগণ 'রাম কৃষ্ণ' বলে।।৪৭২।।

তিন প্রহরেও প্রভুর বাহ্যদশা প্রকাশিত নহে—

অচিন্ত্য অগম্য গৌরচন্দ্রের চরিত।
তিন-প্রহরেও বাহ্য নহে কদাচিত।।৪৭৩।।

প্রভুর বাহ্যপ্রকাশ—

ক্ষণেকে উঠিলা সর্ব-জগত-জীবন।
হরি-ধ্বনি করিতে লাগিলা ভক্তগণ।।৪৭৪।।

প্রভুর নিজ-বৃত্তান্ত ভক্তগণকে জিজ্ঞাসা—

স্থির হই' প্রভু জিজ্ঞাসেন সবা'স্থানে।
''কহ দেখি আজি মোর কোন্ বিবরণে''।।৪৭৫।।

নিত্যানন্দের আনুপূর্বিক সকল-কথা বর্ণন—

শেষে নিত্যানন্দ প্রভু কহিতে লাগিলা।
''জগন্নাথ দেখি মাত্র তুমি মূর্চ্ছা গেলা।।৪৭৬।।
দৈবে সার্বভৌম আছিলেন সেই স্থানে।
ধরি 'তোমা' আনিলেন আপন-ভবনে।।৪৭৭।।
আনন্দ-আবেশে তুমি হই' পরবশ।
বাহ্য না জানিলা তিন-প্রহর দিবস।।৪৭৮।।

প্রভুর নিকট সার্বভৌমের পরিচয়-দান—

এই সার্বভৌম নমস্করেন তোমারে।''
আথেব্যথে প্রভু সার্বভৌমে কোলে করে।।৪৭৯।।

তিনটী শ্রীবিগ্রহের সহিত শ্রীগৌরসুন্দর লম্ফ দিয়া রত্নবেদীতে উঠিয়া পড়ায় চতুর্ব্যূহ-বিচার উপস্থিত হইল। এস্থলে শ্রীগৌরসুন্দর আপনাকে 'উপাসক' বিচার করিয়াছিলেন, পরন্তু মায়াবাদীর ন্যায় আপনাকে উপাস্য বিচার করেন নাই।।৪৩৯-৪৪০।।

দ্যুপতয় এব তে ন যযুরন্তমনন্ততয়া ত্বমপি যদন্তরাণ্ডনিচয়া ননু সাবরণাঃ (ভাঃ ১০।৮৭।৪১)।।৪৪০।।

সার্বভৌমের প্রতি প্রভুর উক্তি—

প্রভু বলে—"জগন্নাথ বড় কৃপাময়।
আনিলেন মোরে সার্বভৌমের আলয়।।৪৮০।।
পরম সন্দেহ চিত্তে আছিল আমার।
কিরূপে পাইব আমি সংহতি তোমার।।৪৮১।।
কৃষ্ণ তাহা পূর্ণ করিলেন অনায়াসে।"
এত বলি' সার্বভৌমে চাহি' প্রভু হাসে।।৪৮২।।

অন্তর্দশায় উপনীত হইবার পূর্ব পর্যন্ত সার্বভৌমের নিকট নিজ-আখ্যান-কথন—

প্রভু বলে,—"শুন আজি আমার আখ্যান।
জগন্নাথ আসি' দেখিলাঙ বিদ্যমান।।৪৮৩।।
জগন্নাথ দেখি' চিত্তে হইল আমার।
ধরি' আনি' বক্ষ-মাঝে থুই আপনার।।৪৮৪।।
ধরিতে গেলাম মাত্র জগন্নাথ আমি।
তবে কি হইল শেষে আর নাহি জানি।।৪৮৫।।
দৈবে সার্বভৌম আজি আছিলা নিকটে।
অতএব রক্ষা হৈল এ-মহা-সঙ্কটে।।৪৮৬।।

প্রভুর গরুড়স্তম্ভের পশ্চাতে থাকিয়া জগন্নাথ-দর্শনে প্রতিজ্ঞা—

আজি হৈতে আমি এই বলি দঢ়াইয়া।
জগন্নাথ দেখিবাঙ বাহিরে থাকিয়া।।৪৮৭।।
অভ্যন্তরে আর আমি প্রবেশ নহিব।
গরুড়ের পাছে রহি' ঈশ্বর দেখিব।।৪৮৮।।
ভাগ্যে আমি আজি না ধরিলুঁ জগন্নাথ।
তবে ত সঙ্কট আজি হইত আমা' ত।।"৪৮৯।।

নিত্যানন্দের প্রভুকে স্নানার্থ অনুরোধ—

নিত্যানন্দ বলে—"বড় এড়াইলে ভাল।
বেলা নাহি এবে, স্নান করহ সকাল।।"৪৯০।।

নিত্যানন্দ-প্রাণ গৌরচন্দ্র—

প্রভু বলে—"নিত্যানন্দ, সম্বরিবা মোরে।
এই আমি দেহ সমর্পিলাঙ তোমারে।।"৪৯১।।

স্নানান্তে প্রভুর সকলের সহিত উপবেশন—

তবে কত-ক্ষণে স্নান করি' প্রেমসুখে।
বসিলেন সবার সহিত হাস্য-মুখে।।৪৯২।।

সার্বভৌম-কর্তৃক প্রভুর নিকট বিচিত্র মহাপ্রসাদ আনয়ন—

বহুবিধ মহাপ্রসাদ আনিয়া সত্বরে।
সার্বভৌম থুইলেন প্রভুর গোচরে।।৪৯৩।।

মহাপ্রসাদ নমস্কার ও ভক্তগণসহ প্রভুর প্রসাদ-সেবন—

মহাপ্রসাদেরে প্রভু করি' নমস্কার।
বসিলা ভুঞ্জিতে লই' সর্ব পরিবার।।৪৯৪।।

লোকশিক্ষক মহাপ্রভুর বৈষ্ণবগণকে চর্ব্যচূষ্যাদি মহাপ্রসাদ-দানে অনুরোধ এবং স্বয়ং সাধারণ প্রসাদ-স্বীকার—

প্রভু বলে—"বিস্তর লাফরা মোরে দেহ'।
পীঠাপানা ছেনাবড়া তোমরা সবে লহ ।।"৪৯৫।।
এই মত বলি' প্রভু মহা-প্রেম-রসে।
লাফরা খায়েন প্রভু, ভক্তগণ হাসে।।৪৯৬।।

জগন্নাথদেবের রথারোহণ-কালে যেরূপ পাণ্ড্য-বিজয় হইয়া থাকে, তদ্রূপ মূর্ছিত শ্রীগৌরসুন্দরকে জগন্নাথসেবকগণ তোলাতুলি করিয়া সার্বভৌমের আবাসে রাখিয়া আসিলেন।।৪৪৬।।

সর্বং পুমান্ বেদগুণাংশ্চ তজ্জ্ঞো ন বেদসর্বজ্ঞমনন্তমীড়ে। (ভাঃ ৬।৪।২৫) বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা। আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্বত্র গীয়তে।। মহাভারত স্বর্গারোহণ-পর্ব ৬।৯৩ (হরিবংশ ভবিষ্যৎপর্ব ১৩২।৯৫)।।৪৫৭।।

মাধ্বভাষ্য (ব্রঃ সূঃ) ১।১।১০ দ্রষ্টব্য; এবমেষ মহাবাহুঃ কেশবঃ সত্যবিক্রমঃ। অচিন্ত্যপুণ্ডরীকাক্ষো নৈষ কেবলমানুষঃ।। ভারত শাঃ ২০৭।৪৯।৪৭৩।।

চতুর্ব্যূহ,—শ্রীজগন্নাথ চতুর্ব্যূহাত্মক বাসুদেব-তত্ত্ব; প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ তাঁহাতেই সংগুপ্ত।।৪৬৭।।

তথ্য। প্রভু কহে,—"মোরে দেহ, লাফ্‌রা ব্যঞ্জনে। পীঠাপানা দেহ' তুমি ইঁহা সবাকারে।।" (চৈঃ চঃ মধ্য ৬।৪৩-৪৪) প্রভু কহে—"মোরে দেহ' লাফ্‌রা ব্যঞ্জনে। পীঠাপানা, অমৃতগুটিকা দেহ' ভক্তগণে।।" (চৈঃ চঃ মধ্য ১২।১৬৭)।।৪৯৫।।

জন্ম জন্ম সার্বভৌম প্রভুর পার্ষদ।
অন্যথা অন্যের নাহি হয় এ সম্পদ।।৪৯৭।।

সার্বভৌম-কর্তৃক সুবর্ণ থালিতে প্রভুকে প্রসাদ-দান—

সুবর্ণ-থালিতে অন্ন আনিয়া আপনে।
সার্বভৌম দেন, প্রভু করেন ভোজনে।।৪৯৮।।

প্রভুর ভোজন-বিলাস—

সে ভোজনে যতেক হইল প্রেম-রঙ্গ।
বেদব্যাস বর্ণিবেন সে সব প্রসঙ্গ।।৪৯৯।।

অশেষ কৌতুকে করি' ভোজন-বিলাস।
বসিলেন প্রভু, ভক্ত-বর্গ চারিপাশ।।৫০০।।

নীলাচলে প্রভুর ভোজন মহা-রঙ্গ।
ইহার শ্রবণে হয় চৈতন্যের সঙ্গ।।৫০১।।

শেষখণ্ডে চৈতন্য আইলা নীলাচলে।
এ আখ্যান শুনিলে ভাসয়ে প্রেম-জলে।।৫০২।।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদ যুগে গান।।৫০৩।।

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে ভুবনেশ্বর-পুরুষোত্তমাদ্যাগমনবর্ণনং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

বিবৃতি। সার্বভৌম সুবর্ণপাত্রে মহাপ্রভুকে ভোজন করাইলেন। অর্বাচীন ব্যক্তিগণ মনে করিবে যে, সন্ন্যাসী হইয়া ধাতুপাত্র তিনি কেন গ্রহণ করিলেন ? মূঢ় জনগণ সেব্যবস্তুকে নিজের স্তরে সমান জ্ঞান করে বলিয়া তাহাদের বিচার তাহাদিগকে নরকে গমন করায়।।৪৯৮।।

ইতি 'গৌড়ীয়-ভাষ্যে' দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।